মণিমালিনী।

নাটক।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১৮৭৪।

বিবিধ সদ্‌গুণশালী স্বদেশানুরাগী

শ্রীযুক্ত রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

সজ্জনপ্রতিপালকেষু।

রাজন্‌!

প্রথম সাক্ষাতেই আমি আপনার স্বদেশানুরাগিতা এবং সদ্‌গুণশালিতায় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তদবধি আপনার উপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। শ্রদ্ধা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই বলিয়াই তাহা আমার হৃদয়ে দিন দিন বদ্ধ মূল হইতেছে। আমাদের কাঙ্গালিনী বঙ্গভাষা উন্নতি সোপানে পদ বিক্ষেপ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করে, ইহা আপনার নিতান্ত ইচ্ছা। আপনার এবম্বিধ সদ্‌গুণ পরম্পরায় বশবর্ত্তী হইয়া আমার এই চির-শোক-সন্তপ্তা মণিমালিনীকে আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম, আপনি ইহাকে স্নেহ চক্ষে দেখিলেই আমার সমুদায় শ্রম সফলিত হইবে ইতি।

অনুগৃহীত

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

মণিমালিনী।

(নাটক।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী, মণিমালিনীর মন্দির।

বিষণ্ণবদনে মণিমালিনী আসীনা, কুসুমা সমীপে দণ্ডায়মানা।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী পরজ বাহার। তাল চিমে তেতালা।

কমলিনী রহে কদা প্রফুল্ল,
রবি ডুবিলে ঘোর তিমিরে ॥
যাহে মন যায়, বিরহে তাহার,
অন্ধকার দেখে চরাচরে ॥
প্রিয়জন যথা, ধায় মন তথা,
বিরহের ব্যথা, সহিতে কি পারে।
গিরি নদী বন, সাগর গহন,
ব্যবধান না রহে অন্তরে ॥

মণি। উঃ—মনের এ জ্বালা তো কিছুতেই যায় না। শুনেছি গান শুন্‌লে মনের জ্বালা যায়,—গানে পশুপক্ষীও নীরব হয়,—

পাষাণও গলে যায়। গানের এমন মোহিনী শক্তিও আমার মনের নিকট পরাজয় মেনেছে! উঃ—বুক, ফেটে যায়! এত দিনে জানুলেম, এ জন্মে আর আমার সুখ নাই,—এ জীবনের আর শান্তি নাই। পুণ্যবান রাজা ইন্দ্রনীল কালের কোলে শান্তি লাভ করেছেন। চিতার আগুনে তাঁর চিন্তা দূর হয়েছে। আমার চিন্তার কি আর শেষ নাই? জয়া! আর যে দুঃখ প্রাণে সয় না!

জয়া। রাজনন্দিনি! ভেবে ভেবে আর শরীর পাত কল্যে কি হবে? অকারণ ভাবনা দূর কর।

মণি। সখি! অকারণ—আমার এ অকারণ ভাবনা—এ কথা আর বলো না সখি! আমার ভাবনা অকারণ নয়। আমার চিন্তার শেষ নাই। রাবণের চিতার ন্যায় জ্বলছে—আবার চিরদিন জ্বল্‌বে! এ জন্মে আর এ আগুন নির্ব্বাণ হবে না। (রোদন।)।

জয়া। আমি তা বল্‌ছি নে। রাজা ইন্দ্রনীলের অবস্থা দেখে কার না দুঃখ হয়েছিল! সেই দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে তোমার পিতার কথাও মনে পড়্‌তো। ইন্দ্রনীলের এত কষ্টের মূলই তো তোমার পিতা। কি অশুভক্ষণেই কলিঙ্গ দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে ছিল! তোমার পিতা যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজা ইন্দ্রনীলের হাত পায় ছেকল্‌ দিয়ে বেঁধে আন্‌লেন—এনে বন্দী করে রাখ্‌লেন। সুখী লোক—ক দিন কষ্ট সহ্য কত্যে পারেন? তাঁর কষ্ট দেখে পরমেশ্বর তাঁকে স্বর্গে লয়ে গেলেন।

মণি। সখি! রাজা ইন্দ্রনীলের যা হয়েছিল—তা মনে কর্‌তেও গা কাঁটা দিয়ে উঠে। তাঁর যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না।

জয়া। তার আর সন্দেহ কি? আমি অনেক রাত্রে—যখন

সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে থাক্তো—প্রহরী নিব্‌ঝুম হয়ে বসে ঢুল্‌তো—তখন আমি আস্তে আস্তে কারাগারের জানালার নিকট গিয়ে রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে কথা কত্তেম্,—শরীরের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কর্‌তেম,—দুঃখ জানাতেম্—আবার আশাও দিতেম্। আমাদের যে অবস্থা, তায় কথায় আশা দেওয়া ভিন্ন আর কি কত্তে পারি!

মণি। সখি! তোমার স্বভাব বড় সুন্দর, সে জন্য সকলকে তুমি ভাল বাস। তোমার মন স্নেহে মাখা—সেই জন্যই লোকের ক্লেশ দেখ্‌লে তোমার দয়া হয়। রাজা ইন্দ্রনীলের চরিত্র যদি তুমি ভালরূপে জান্‌তে, তবে তাঁর কষ্ট দেখে তোমার চক্ষের জলে বুক ভেসে যেতো।

জয়া। রাজকন্যে! আমার জান্‌তে কিছুই বাঁকি নাই। বিশেষ তাঁর প্রতি তোমার যেরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ—তা দেখে আমি তাঁর গুণ অনেক বুঝেছি। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি! আমি যখন তোমার চক্ষে তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর সকলই আমি জান্‌তে পেরেছি। আমি শুনেছি তোমার পিতার সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে রাজা ইন্দ্রনীল জয়ী হন। সেই জয়ে তিনি অঙ্গদেশের অনেক ধন সম্পত্তি পান—অধিক কি বল্‌বো—বন্দীর মধ্যে তুমিও পড়েছিলে। তোমার পিতা যেমন বন্দীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন—রাজা ইন্দ্রনীল সে রকমের লোক ছিলেন না। তাঁর দয়া ধর্ম্ম ছিল। তিনি বন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর্‌তেন। যুদ্ধে জয়ী হয়েই তিনি যাতে এই দুঘরের চিরকালের বিবাদ নষ্ট হয়, এই জন্য তাঁর প্রিয় পুত্র বীরবর বীরভূষণের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করেন। কলিঙ্গ রাজপুত্র যথার্থই বীরবর বটেন। বীরভূষণ তাঁর উপ-

যুক্ত নামই বটে। তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ হলেই সকল গোল মিটে যেতো। ভবিতব্যতাই মূল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—মানু-ষের হাত নয়! রাজনন্দিনি! কেঁদে আর কি করবে বল!

মণি। প্রিয়সখি! আমি কি ইচ্ছা করে কাঁদি? ভগ-বান কাঁদালে আর উপায় কি বল! হা ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ইন্দ্র-নীল! হা রাজকুমার বীরভূষণ! তোমরা কোথায়? পিতা-পুত্র উভয়েই শান্তি লাভ করেছ—এই হতভাগিনীই কেবল কাঁদ্-বার জন্যে জীবিত আছে! "তোমরা নাই" এই পরিচয় দিবার জন্যেই কি জগদীশ্বর আমায় জীবিত রেখেছেন? এ হত জীবনের কি এই প্রয়োজন? ধিক্—আমার জীবনে ধিক্! আমার কি কেঁদেই জন্ম কাটাতে হবে! জগদীশ্বরের ইচ্ছা—তিনিই বল্‌তে পারেন। (রোদন।)

জয়া। এত ভাব্‌লে—এমন করে কাঁদ্‌লে,—শরীর কদিন থাক্‌বে?

মণি। শরীর নাই থাক্‌লো! আর সখি—আমি কি ইচ্ছা করে ভাবি—না কাঁদি। মনকে কি ধরে রাখা যায়? মন বারণ মানে না। যে মন প্রিয় বস্তুর অনুসরণে ব্যস্ত, সে কি ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে পারে! সখি! সাগরাভিগামিনী নদীর গতি রোধ করে কার সাধ্য!

জয়া। তা বলেই কি শরীর পাত করবে?

মণি। এ শরীরে প্রয়োজন? যার মনে সুখের লেশ নাই—তার জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।

সখি আর এ জীবনে কিবা প্রয়োজন,
বাঁচিয়া কি সুখ—যার নাহি প্রিয়জন!

চারি দিকে সখি মম দুখের পাথার,
অবলা অক্ষম জাতি না জানি সাঁতার।
কোথা সে জীবন কান্ত, সে বীর ভূষণ?
বিপত্তি কাণ্ডারী মাত্র শ্রীমধু সূদন!

জয়া। তা বলে আর কেঁদে কর্‌বে কি বল। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে?

সখি। প্রিয়সখি! আমি মনে করি, আর ভাব্‌ব না, মনে করি কাঁদ্‌ব না, কিন্তু কোথা হতে ভাবনা এসে যোটে বা বল্‌তে পারি না। সখি! আমার মন প্রাণ কি আর আমার আছে, যে আমি প্রবোধ দিয়ে রাখ্‌বো! মনকে আত্মবশে রাখ্‌বের ক্ষমতা ভগবান আমার লোপ করেছেন। হা জগদীশ! হা দীননাথ! হা দীনবন্ধো! দুঃখিনীর প্রাণে যে আর ক্লেশ সয় না! জন্ম জন্মান্তরে না জানি কত অপরাধ করেছিলাম, এ জন্মে কি তাহারই প্রতিফল ভোগ কর্‌ছি! হা রাজা ইন্দ্রনীল! কেন তুমি এ দুঃখিনীর প্রতি সদ্ব্যবহার করেছিলে? অরলক্ষ বন্দিনীর উপর সদ্ব্যবহার! চরণে কেন দলিত কর নাই! হাত পায় শৃঙ্খল দিয়ে কেন বাঁধিয়া রাখ নাই! বক্ষে কেন পাষাণ চাপাইয়া দেও নাই! হা প্রিয়তম বীরভূষণ! তুমি সাগর-গর্ভে শান্তি লাভ কল্যে, কিন্তু দুঃখিনী চিরদিন কাঁদ্‌বার জন্যে সেই ঘোর বিপদ্ হতে রক্ষা পেয়েছে। তোমার মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান। তোমার ছায়া আমার হৃদয় পটে অঙ্কিত। কালও সে অঙ্ক নষ্ট কত্তে সমর্থ নয়। বীরবর! আমি কেন তোমাকে দেখেছিলেম্? কেন তোমার প্রতি আমার মন তেমন ধাবিত হয়েছিল? কেনই বা তুমি প্রীত

নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলে? হা প্রিয়তম! হা প্রভু! হা স্বামিন্!—

জয়া। (সবিস্ময়ে) স্বামী—বল কি?

মণি। সখি! শোকে আমার হৃদয় অস্থির হয়েছে। যে কথাটী গোপনে রাখ্‌তে চেষ্টা করি, সেইটাই প্রকাশ করে ফেলি। তোমার নিকট আমার কিছুই গোপন নাই। তুমি আমার সুখের সুখী, দুঃখে দুঃখী। তোমার নিকট আমি সকল কথা ভেঙ্গে বলি। তুমি শুন্‌লে এখনি কাঁদ্‌বে।

জয়া। আমি তো কেঁদেছি, সাক্ষী এই চক্ষের জল। (চক্ষে অঞ্চল প্রদান।)

মণি। সখি! বীরভূষণের কথা শুন্‌লে জান্‌তে পার্‌বে আমার রোদন অকারণ নয়।

জয়া। সকলের মুখেই বীরবর বীরভূষণের সুখ্যাতি শুন্‌তে পাই।

মণি। সখি! তিনি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, সত্যের অবতার, প্রণয়ের ভাণ্ডার।

জয়া। পাছে তুমি শোকে অস্থির হও বলে আমি তোমাকে বীরভূষণের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।

মণি। সখি! আমার কিছুই তোমার নিকট গোপন নাই, এ কথাই বা কেন গোপন করি। বলি শুন। আমি বন্দিনী হলে রাজা ইন্দ্রনীল অতি যত্নে আমাকে নিজ অন্তঃপুরে রেখেছিলেন। আমার পিতা প্রথম পরাজয়ের আক্রোশে অনেক সৈন্য সামন্ত লয়ে ইন্দ্রনীলের রাজধানী আক্রমণ কল্যেন। রাজা ইন্দ্রনীল ঘোরতর যুদ্ধ করে যখন দেখ্‌লেন রাজ্যরক্ষার কোন উপায় নাই, তখন আমার পিতার হস্তে আত্ম সমর্পণ কল্যেন। হা ভগবন্! হা

জগদীশ! সেই সময়েই আমার কেন মৃত্যু হল না! তা হবে কেন দীননাথের সে ইচ্ছা নয়। যখন কুমার বীরভূষণ দেখ্‌লেন রাজ্য রক্ষার আর উপায় নাই, পিতা ইন্দ্রনীল বন্দী হলেন তখন তিনি কি করেন? কোন উপায় না দেখে এক খানি নৌকা করে কতিপয় স্বজন সঙ্গে রাণী ও আমাকে লয়ে রাজ্য হতে পলায়ন কল্যেন। কোন দুরাত্মা এই সমাচার জ্ঞাত হয়ে আমার পিতার নিকট জানায়। পিতা কয়েক খানি নৌকা কতিপয় সৈন্য সহ আমাদের অনুসরণে পাঠালেন। তারা যখন আমাদের নিকটবর্ত্তী হল, সেই সময় এক প্রবল ঝড় এসে আমাদের নৌকা জলমগ্ন হলো। রাণী আর বীরভূষণ জলমগ্ন হয়ে মরে গেলেন—কেবল এই হতভাগিনী চিরদিন কাদ্‌বার জন্যে বেঁচে গেল। পিতার অনুচরেরা আমাকে অজ্ঞানাবস্থায় লয়ে চলে এল।

জয়া। কি সর্ব্বনাশ! ধনি তবে তোমাদের বিবাহ হল?

মণি। সেই দিনেই—সেই কালসম দিনেই—সেই অশুভ দিনেই আমাদের শুভকার্য্য সমাধা হল। যখন প্রাণেশ্বর দেখ্‌লেন—ঘোরতর বিপদ, তখন তিনি আমার নিকট বিবাহের সম্মতি চেলেন। তাঁকে আমার কিছুই অদেয় ছিল না। ইতিপূর্ব্বে মন প্রাণ সকলি তাঁর হাতে সঁপে দিয়াছিলেম। সখি! কিছুই বাঁকি ছিল না। জগদীশ্বরকে সাক্ষী করে সেখানেই আমাদের বিবাহ হল। জয়ে পরাজয়ে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আমি তাঁরি হলেম। যে দিনে বিবাহ সেই দিনেই বিধবা! ভগবানের ইচ্ছা কে খণ্ডাতে পারে?

জয়া। ও মা! কি সর্ব্বনাশ! এমন সর্ব্বনেশে কথা তো কখনো শুনি নাই!

মণি। সখি! তুমি সর্ব্বনেশে কথা বলে অবাক হলে, আমার সেই সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার এ দুঃখের আর শেষ নাই,—এ যন্ত্রণার আর বিরাম নাই। এ চক্ষের জল নির্ঝরের জলের মত চির দিন সমান পড়্‌বে। এ জীবনে আর সুখ নাই—এ হৃদয়ের আর শান্তি নাই। উঃ—বুক কেবল হু হু করে জ্বল্‌ছে! হা জীবিত নাথ! হা প্রিয়তম! আমাকে পথ দেখাও আমি তোমার অনুসরণ করি। আর আমার জীবিত থাকায় ফল কি? হে জগদীশ! হে দীনবন্ধো! অবলার প্রতি একবার করুণ কটাক্ষে দর্শন কর। (ক্রন্দন।)

জয়া। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—কালে তোমার সকল শোক দূর হোক্।

মণি। কথায় নির্ব্বাণ কোথা মনের আগুন,
প্রবোধ প্রবোধ মাত্র—বাড়িছে দ্বিগুণ
নির্ব্বাণ নহে সে বহ্নি নয়নের জলে
ঔদাস্য পবনে সদা হু হু করে জ্বলে।
নিতান্ত দুর্লভ সুখ অবলা কপালে,
ঈশ্বর প্রদত্ত দুঃখ কার সাধ্য টালে।

সখি! কালে এ শোকের লয় হবে না, বরং বৃদ্ধিই হবে। কাল পরিবর্ত্তন হচ্যে সত্য বটে, কিন্তু কালের স্রোতে যে হতাশ, শোক, অন্তর্দ্দাহ, অনুৎসাহ ভেসে এসে আমাতেই বেধে থাকৃছে, তারা তো আর নড়্‌চে না। সুতরাং দিন দিন ক্লেশের বৃদ্ধিই হবে। ক্রমে শরীর জীর্ণ হবে। শরীরের পতন ভিন্ন সেগুলির হাত ছাড়াতে পার্‌বো না।

[দূরে জয়ধ্বনি।

জয়া। (চমকিত হইয়া) রাজনন্দিনি! ঐ শুন জয়ধ্বনি। বোধ হয় রাজা রাজধানী প্রবেশ কচ্চ্যেন। রাজকুমারি! এ সময় একটু ক্ষান্ত হও। দণ্ড কতকের জন্য চক্ষের জল সম্বরণ কর। রাজার জয় হয়েছে, সকলের আনন্দ, সকলের মুখে হাসি,—এ সময়ে তোমার বিরসবদন ও চক্ষের জল দেখ্‌লে রাজা কি মনে কর্‌বেন!

মণি। পিতা সকলের জন্য আনন্দ আন্‌বেন, কিন্তু আমার দুঃখের ভার দ্বিগুণ পূর্ণ করে আন্‌বেন। জয়প্রকাশ পিতার সঙ্গে আস্‌চেন। পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছা জয়প্রকাশের সঙ্গে আমার বিবাহ দেন। এবার আবার জয়ে মত্ত হয়ে আস্‌চেন—আর কি রক্ষা থাকবে? তবেই তো আমার ধর্ম্ম গেল। আমি আত্ম-ঘাতি হয়ে মরি। বীরভূষণের প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করা অপেক্ষা মরণ সহস্র গুণে ভাল। মরিলে আমি বীর ভূষণকে পাব। (ঊর্দ্ধমুখী হইয়া কর যোড়ে) হে জীবিতেশ বীরভূষণ! হে প্রিয়তম প্রাণেশ্বর বীরভূষণ! আমাকে রক্ষা কর।

পড়েছি বিপদাবর্ত্তে নাহি পাই তীর,
অসান পাষাণ সম হতেছে শরীর;
এ সময়ে প্রাণ নাথ করুণা প্রকাশি
অধীনা দাসীরে সখা দেখা দেও আসি।

হে জগদীশ! অনাথার ধর্ম্ম রক্ষা কর। হে অন্তর্যামি ভগবান! আমার মনের কিছুই তোমার অগোচর নাই। আমাকে সতী ধর্ম্ম রক্ষার উপায় বলে দেও। উঃ হৃদয়! ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর। (ক্রন্দন) সখি! আমার একটী ভিক্ষা আছে।

জয়া। বল—আমি প্রাণ পণে তোমার কাজ্ কর্‌বো।

মণি। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। যেখানে রাজা ইন্দ্রনীলের দেহের সৎকার হয় সেই শ্মশানে আমার পিতা কতিপয় মান্য প্রজার অনুরোধে এক সমাধি মন্দির প্রস্তুত করেছেন। আমাকে একবার গোপনে সেই স্থানে লয়ে যেতে হবে।

জয়া। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি কিছু দুরভিসন্ধি আছে?

মণি। কখনই না। আমার জীবনের কোন আশঙ্কা কর না। আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই। আমি সেই খানে বসে একবার ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর্‌বো।

জয়া। আচ্ছা আমি তোমায় সঙ্গে করে লয়ে যাব।

হলধরের প্রবেশ।

হল। রাজনন্দিনি! প্রধান অমাত্য শশিশেখর রাজার শুভাগমন সংবাদ দিতে আস্‌চেন।

মণি। আচ্ছা আসুন।

[হলধরের প্রস্থান

শশিশেখরের আগমন কেবল ছলনা মাত্র। এসে কেবল আমার নিকট জয়প্রকাশের বীরত্বের প্রশংসা কর্‌বেন্—আর কিছুই নয়। জানেন না যে, পাষাণে মন বেঁধেছি—কথায় আর দ্রব হবে না।

শশিশেখরের প্রবেশ।

শশি। রাজনন্দিনি। মহারাজের জয় শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হচ্চে। তিনি ম্লেচ্ছ দেশ জয় করে রাজধানী প্রবেশ কচ্চেন—

সমারোহের সীমা নাই—কত অশ্ব—কত পদাতিক—কত বন্দী—আর ধন রত্ন প্রভৃতি বিবিধ বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী তাঁর সঙ্গে আস্‌ছে। নগর সুদ্ধ মহারাজের আগমন পথ প্রতীক্ষা করে আছে। সমারোহ ব্যাপারে তুমি অন্তঃপুরে থাক্‌লে ভাল দেখায় চল আমরা অগ্রসর হয়ে মহারাজকে অভ্যর্থনা করি।

মণি। মন্ত্রী মহাশয়! বাহ্য আড়ম্বর দেখে আমার মনের আহ্লাদ হয় না। অনর্থক সুখ্যাতি শুনে আমার কান জুড়ায় না। তবে আমার পিতা যে জয়লাভ করে নির্বিঘ্নে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন, ইহাতেই আমার যথেষ্ট আহ্লাদ। সে জন্য আমি জগদী-শ্বরকে ধন্যবাদ করি।

শশি। রাজকুমারি। তোমাকে ধন্য! তোমার মনোবৃত্তি অমানুষিক। যা হোক, যে যুদ্ধে মহারাজ জয়ী হয়ে এলেন, তার বিশেষ সংবাদ বোধ হয় এখনো জান্‌তে পার নাই। এ যুদ্ধে জয়প্রকাশ যে বীরত্ব প্রকাশ করেছে তা বলে শেষ করা যায় না। সকলেই প্রশংসা কচ্চে।

মণি। জয়প্রকাশ যে এক জন বীর পুরুষ তা আমি বিশেষ রূপে জানি। আমার নিকট সে কথা বলায় কোন ফলোদয় নাই।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি।

জয়া। রাজনন্দিনি! ঐ শুন মহারাজ নগর প্রবেশ কচ্চেন এলেন বলে।

মণি। চল আমরা তবে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদপার্শ্বস্থ প্রকাশ্য স্থান।

অগ্রে রণবাদ্য, তৎপরে ক্রমান্বয়ে অশ্বসেনা, বন্দীগণ,
রক্ষী বর্গ, জয়প্রকাশ প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে
সুখাসনে রাজার প্রবেশ। রাজা ও জয়প্রকাশ ভিন্ন
সকলের প্রস্থান। শশিশেখর ও মণিমালিনী
আসিয়া জানু পাতিয়া প্রণিপাত।

রাজা। মণিমালিনী উঠো। শশিশেখর উঠো। একি অমাত্য! চক্ষে জল কেন?

শশি। মহারাজ এসকল আনন্দাশ্রু—জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আমার চক্ষু দিয়ে চিরদিন এইরূপ জল পড়ুক।

রাজা। তোমার রাজভক্তি যথার্থ, তা আমি জানি। তোমার এ চক্ষের জল যথার্থ আনন্দজনক। কিন্তু শশিশেখর! আমার রাজ্যে এমন লোকও আছে, যারা এই মহোৎসাহেও অসুখী। একি মনিমালিনীর চক্ষে জল কেন? তোমার মন এমন উদাস উদাসই বা কেন? যেন মনে মনে কত ক্লেশই হচ্ছে।

মণি। পিতা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি যে কাল পর্য্যন্ত শোক চিহ্ন ধারণ করে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কত্তে প্রতিজ্ঞা করেছি সে সময় এখনও শেষ হয় নাই। জগদীশ্বর আমাকে জল-মগ্ন হতে রক্ষা করেছেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর ভাবনা করি। আর সেই জন্যই আমি কিছু অন্যমনস্ক থাকি।

রাজা। ভগবানের প্রতি তোমার যে অচলা ভক্তি, সেটী অত্যন্ত সুখের বিষয়। গুরুজনে যে দৃঢ়ভক্তি তাও আমি বিশেষ জানি। কিন্তু এ মহোৎসাহে তোমার আনন্দ করা উচিত।

যাক্‌—তা ধরিনে। অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের এমন বুদ্ধিভ্রংশ হতেও পারে। আমার প্রধান শত্রু রাজা ইন্দ্রনীলের মরণের দিন হতেই তোমার এ শোকচিহ্ন আমি লক্ষ্য করেছি, তার জন্যই তোমার এ শোক। আরও একটা কারণ আছে। তোমার জলমগ্ন হতে রক্ষা এ শোকচিহ্নের কারণ নয় বরং বীরভূষণের মৃত্যুই তাহার এক প্রবল কারণ। বল দেখি, এজন্য কি তোমার শোক নয়?

শশি। মহারাজ! ক্ষান্ত হোন। রাজকুমারীর চক্ষের জলে বিরক্ত হয়েই আপনি এ কথা বলিতেছেন। কিন্তু মনে করুন দেখি, যদি এক সময়েই করুণাময় জগদীশ্বরের ইচ্ছায় রাজকুমারীর জীবন রক্ষা এবং বীরভূষণের মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে সেজন্য কি রাজকুমারীর দোষ!

রাজা। রাজকুমারীর দোষ নয় কেন? আমার প্রধান শত্রু যখন নিপাত হয়, তখন রাজ্য মধ্যে এমন লোক ছিল না, যে আহ্লাদ প্রকাশ করে নাই। সেই ঘটনায় মণিমালিনীর ক্রন্দন, শোকচিহ্ন ধারণ, এ সকল কি কৃতঘ্নতার কাজ নয়! বল কি শশিশেখর!

শশি। অত্যন্ত সরল প্রকৃতি বলেই এমন হয়েছিল। আপনি ক্ষমা করুন।

রাজা। অদ্যকার মত মহোৎসাহ দিনে আমি কাহারো শোক দেখ্‌তে ইচ্ছা করি না। যাও মণিমালিনি! অন্তঃপুরে যাও। আমার আজ্ঞা—এ সকল শোক চিহ্ন পরিত্যাগ কর।

জয়। (রাজসমক্ষে জানু পাতিয়া) মহারাজ! যুদ্ধ সময়ে আমার বীরত্ব দর্শনে যে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তাহাই আপনার স্মরণ করে দিতেছি।

রাজা। সে প্রতিজ্ঞা আমার স্মরণ আছে। তোমাকে আমি

উপযুক্ত পাত্র মনে করেই সে প্রতিজ্ঞা করেছি। এই জয়োৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বিবাহোৎসব সম্পন্ন হবে।

[রাজকুমারীর বেগে প্রস্থান।

শশি। জয়প্রকাশের প্রতি মণিমালিনীর মনের ভাব সন্তোষজনক নয় বলেই বোধ হয়।

রাজা। মণিমালিনীর মতামতের প্রয়োজন কি? বিবাহে পাত্রীর মতামতের কাল এখন আর নাই। ইচ্ছামত পাত্রে তাহার বিবাহ দিব। যে কন্যা ইহাতে অনভিমত প্রকাশ করে, আমি এমন কন্যার মুখ দেখতে চাইনা।

হলধরের প্রবেশ।

হল। বন্দিনী কালিন্দী অনেক লোক জন সঙ্গে যেন রাজরাণীর মত এসে পৌঁছেছেন।

রাজা। উাঁকে একটু সম্মানের সঙ্গে আনাই আমার ইচ্ছা। উাঁদের এখানে আনয়ন কর।

হল। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। জয়প্রকাশ! তুমি কোন্ বীরপুরুষের কথা বলেছিলে?

জয়। প্রতাপসিংহ,—ম্লেচ্ছরাজের অশ্বসেনার অধ্যক্ষ। তিনি বন্দী হয়েছেন—ম্লেচ্ছরাজমহিষী কালিন্দীর ইচ্ছানুসারে তিনি উাঁহারই সঙ্গে আস্‌ছেন।

রাজা। প্রতাপ তোমার দ্বারাই বন্দী হয়েছে, তুমিই তার উপর যথা কর্ত্তব্য ব্যবহার কর্‌বে; আমার তায় কোন আপত্তি নাই।

জয়। আমি উাঁর প্রতি সদয় ব্যবহারে প্রস্তুত, কিন্তু তিনি

তা গ্রাহ্যই করেন না। অধিক কথা কহেন না, কি প্রকার ভাব আমি তা বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

রাজা। বীরপুরুষের তাদৃশ ভাবে অবশ্যই কোন অভিসন্ধি আছে সন্দেহ নাই। কালিন্দী কি এমন প্রার্থনা করেছিলেন যে প্রতাপসিংহ তাঁর সঙ্গে আসেন।

জয়। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। এ বিষয়েও অনেক সন্দেহ এসে উপস্থিত হয়। প্রতাপের বন্ধন শৃঙ্খল, কালিন্দীর নিজ বন্ধন শৃঙ্খল অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক বোধ হয়েছে।

হলধর; বন্ধনদশায় কালিন্দী ও প্রতাপসিংহ;
প্রধান রক্ষী অনন্তরাম, শিখণ্ডী এবং
কতিপয় যুবকের প্রবেশ।

রাজা। লাবণ্যময়ী কালিন্দি! আমি রাজা এবং রণজেতা— তোমাকে আমি সাদরে সম্ভাষণ কর্‌তেছি। তোমার শুভাগমনে আমার রাজ্য পবিত্র হলো—তোমার সৌন্দর্য্যে এই মহোৎসব আরও আনন্দদায়ক হলো।

কালি। আমি আপনকার ব্যবহারে অত্যন্ত মোহিত হয়েছি। বন্দীর প্রতি এমন সদয় ব্যবহার কোথাও আছে বলে বোধ হয় না। কিন্তু মহারাজ—এই বন্ধন—এই লৌহশৃঙ্খল দেখ্‌লে মনে অত্যন্ত ক্লেশ হয়।

রাজা। এই বন্ধন! আমার অনুমতি ছিল যে তোমার বন্ধন মোচন হয়। অনন্তরাম! এখনো বন্ধন কেন?

অনন্ত। মহারাজ! এখানে আমার পর বন্ধন মোচন কত্যে অনুমতি দিয়াছিলেন।

রাজা। সুন্দরীর বন্ধন আর আমার প্রাণে সহ্য হয় না। এমন স্বর্ণ প্রতিমার অঙ্গে লৌহশৃঙ্খল! এখনই বন্ধন মোচন কর। ভাল থাক্ আমি স্বহস্তে মোচন করি। (কালিন্দীর বন্ধন মোচন) সুন্দরি! তোমার বন্ধন মোচন কল্যেম বটে—কিন্তু কোন অলক্ষ্য সূত্রে আমি তোমার নিকট বন্দী হলেম।

কালি। আমি অযাচিত হয়ে এমন রাজ অনুগ্রহ লাভ কল্যেম, এজন্য প্রার্থনা করি আপনার মঙ্গল হোক্। আপনি সুখে থাকুন। আমি ঘৃণিত বন্দী হয়েছি বটে, কিন্তু কৃতঘ্ন হতে পারি না। এ উপকারের প্রতিশোধ নাই। যদি প্রাণ দিলেও প্রতিশোধ হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

রাজা। রাজকুলবধুর উপযুক্ত কথাই বটে। আমার চিত্তের উপর এখন তোমার আধিপত্য হলো। জয়প্রকাশ! এ কি সেই বীরপুরুষ! বীরের বন্ধন মোচন কর।

জয়। আজ্ঞা হাঁ। ইনিই সেই প্রতাপ সিংহ।

[প্রতাপের বন্ধন মোচন।

রাজা। নির্ভীক চিত্ত বীরপুরুষ। বীরের মন যেন নিতান্ত চঞ্চল বলে বোধ হচ্যে।

প্রতাপ। আমার মন চঞ্চল হইবার কারণ আছে। আমি বন্দী হয়ে একটী প্রিয়বস্তু হারা হয়েছি।

রাজা। আমি একথার কিছু অর্থ বুঝ্তে পাল্যেম না।

প্রতাপ। আপনার না বুঝাই ভাল।

কালি। বীরবর এই যুদ্ধে এক প্রিয়তম বন্ধুকে হারায়েছেন। সেই জন্য মন সর্ব্বদা নিতান্ত উদাস আছে।

রাজা। (জনান্তিকে শশিশেখরের প্রতি) আমাদের সন্দেহ অনেকাংশে সত্য বোধ হচ্যে।

শশি। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। (জনান্তিকে শশিশেখরের প্রতি) পরে সে বিষয়ের অনুসন্ধান হবে। (কালিন্দীর প্রতি) কে সে বন্ধু?

কালি। এক জন বন্দী।

রাজা। তার নাম?

কালি। মহীধর।

রাজা। জয়প্রকাশ! তুমি এবিষয়ের অনুসন্ধান কর। বন্দীমধ্যে মহীধরকে পেলে বন্ধন মোচন করে দিবে। এ সকল বন্দীর বন্ধন নাই বটে কিন্তু সর্ব্বদা চক্ষের উপর রাখ্বে। (স্বগত) ম্লেচ্ছরাজমহিষীর রূপে আমি মোহিত হয়েছি,—ইচ্ছা এই মণি রাজমুকুটে ধারণ করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভার পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠ।

রাজা আসীন।

রাজা। কোথায় কারাগারে রাখ্তে হবে, তা না হয়ে হৃদয় পিঞ্জরে স্থান দিলেম। কতক্ষণে কালিন্দীকে দেখ্তে পাব, কতক্ষণে কালিন্দীর সহিত বাক্যালাপ করে তৃপ্ত হব, এখন কেবল এই ভাবনাই হয়েছে। রাজকার্য্যে আর তেমন মন লাগে না— সর্ব্বদাই মন কেমন যে উদাস ভাবে থাকে, তার কিছুই বুঝে উঠ্তে পারি না। মনে করি আর কালিন্দীকে মনে স্থান

দিব না—সে জাতিতে ম্লেচ্ছ, আবার ভাব গতিকে তাহার চরিত্র বিশুদ্ধ বলেও বোধ হয় না। (চিন্তা)—প্রণয়ে জাতি বিচার কোথায়? পঙ্কে জন্ম বলে কে পঙ্কজের প্রতি ঘৃণা করে থাকে? দেখি—কত দূর হয়।

রঙ্গলালের প্রবেশ।

রং। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ভারি আমোদ।

রাজা। কি হল হে—ভারি হাসির ঘটা যে!

রং। মহারাজ ভারি কাণ্ড কারখানা। "কালিন্দী জল-কল্লোল কোলাহল কুতূহলী।" হাঃ-হাঃ-হা।

রাজা। আরে কি হে—কি কবিতা বল্‌ছো। তুমি যে ভারি পণ্ডিত হয়ে পলে দেখ্‌ছি।

রং। "কালিন্দী জল কল্লোল" কি না যুদ্ধ রূপ যে জল-কল্লোল, সেই জল কল্লোল হতে কালিন্দীকে প্রাপ্ত হয়ে "কোলা-হল কুতূহলী" কি না এত কলরবের মধ্যেও এক জন কুতূহলী হয়েছেন।

রাজা। এ কথার ভাব কি?

রং। আপনি এ কথার ভাব জিজ্ঞাসা কচ্চোন এই আশ্চর্য্য। এ ভাবের ভাবুক আপনি।

রাজা। তার দোষ কি?

রং। দোষ আবার কি? দেবতা আর রাজা সমান। তাঁদের কাজে দোষ। কার সাধ্য বলে—অমনি হাতে মাথা কেটে ফেলি। রাজা হচ্চোন দেবতার অংশ। মানুষের পক্ষে যেটী পাতক, দেবতার পক্ষে সেটী লীলা।

রাজা। তবে কি তুমি আমাকে ক্ষান্ত হতে বল?

রং। বলেন কি মহারাজ—ক্ষান্ত হবেন না। যে লীলায় মেতেছেন—তা সম্বরণ করা বড় দোষ। এ সংসারে যত দিন লীলা খেলায় থাকা যায়, ততই ভাল। লীলাসম্বরণ কর্‌বেন না।

রাজা। বড় যে এক হাত নিলে ?

রং। এক হাতেই কি তালি বাজে ? আপনি কত্তে পাল্যেন, আমি বল্‌তে পারি নে ?

রাজা। আচ্ছা ভাই—আমি করেছি কি ?

রং। এমন কিছু নয়। পী—রি—তি।

রাজা। কার সঙ্গে ?

রং। এমন কেহ নয়। কালিন্দী—ম্লেচ্ছ ;—মে—লে—ছ মি—লে—ছ। মি—লে—ছে। ঠিক মিলে গিয়েছে। যাকে স্পর্শ কল্যে স্নান কত্ত্যে হয়—তার সঙ্গে আপনার—ছিঃ।

রাজা। ওহে প্রণয়ে জাতি বিচার নাই। দেবাদিদেব মহাদেবের অতি কুস্থানেই গমনাগমন ছিল।

রং। মহারাজ! পূর্ব্বেই তো আমি বলেছি দেব চরিত্রের কথা ছেড়ে দেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজার কথাও ধ ব্য নয়। আপনি রাজা—ম্লেচ্ছকে পবিত্র করা আপনার পক্ষে অযশের কথা নয়।

রাজা। রংলাল! ভাই—ওসব কথা ছেড়ে দেও। কিসে কি ঘটে কিছুই বলা যায় না।

রং। আজ্ঞা তা বটেই তো। হলো যুদ্ধ—বাধ্‌লো পীরিত।

রাজা। আবার ঐ সব কথা ? মুখ বন্ধ কর।

রং। আজ্ঞা না—এই আমি মুখ বন্ধ কল্যেম।

রাজা। তার পর আর খবর কি বল।

রং। হুঁ।

রাজা। হুঁ কি ?

রং। হুঁ—হুঁ—উঁ—হুঁ।

রাজা। রংলালের পোড়ানীর জ্বালায় আমি ঘুচ্‌লেম। মুখ ছাড়।

রং। আজ্ঞা ছাড়্‌লেম্। এই—হাঁ। (ব্যাদান)'

রাজা। কামড়াবে না কি ? ও প্রকার মুখ ছাড়্‌তে বলি নাই। কথা কহিতে বলেছি। গত যুদ্ধের সংবাদ বল দেখি।

রং। যুদ্ধের কথা যদি বল্যেন তবে আর কি বল্‌বো মহারাজ! এক রামরাবণের যুদ্ধ শুনা ছিল। তার পর আবার মহাভারতের যুদ্ধের কথা শুনেছিলাম। আর এই আপনার যুদ্ধ। আর যত সব যুদ্ধ জান্‌বেন, সে সব কুচো কাচার দল। ভবিষ্যতে যদি কোন মুনি ঋষি আবার এক খান মহাভারত প্রস্তুত করেন তবে আপনার এই যুদ্ধ তার মধ্যে ভারি বর্ণন কর্‌বেন।

রাজা। তবে এটা ভারি যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

রং। আজ্ঞা ভারি কেমন—ওজন করা যায় না।

রাজা। শত্রু যখন পলায়ন কল্যে, কেমন তামাসা দেখেছ। ভারি তামাসা দেখ্‌তে।

রং। আজ্ঞা তামাসা যাকে বল্‌তে হয়। জটেবুড়ী তাড়া কল্যে ছেলেরা যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, এ তেম্‌নি। পলা-য়ন—বলে পলায়ন।

রাজা। ব্যাটাদের মূর্ত্তি দেখেছ ?

রং। মূর্ত্তি বলে মূর্ত্তি মহারাজ! জটাজূট ঘটাচ্ছটাতে করি দিগন্ত ব্যাপিনী।

রাজা। তুমি ভারি পণ্ডিত হয়েছে।

রং। সুধুই পণ্ডিত—যুদ্ধে বীরত্ব দেখেছেন ?

রাজা। যুদ্ধে তুমি যে সব লম্ফ দিয়ে ছিলে—সে গুলি কিস্কিন্ধাকাণ্ডের অনুরূপ।

রং। তবে কিস্কিন্ধাকাণ্ড আপনার বেশ স্মরণ আছে। যাহোক মহারাজ—পলায়নের সময় যে সকল লম্ফ গুলি ব্যয় করেছি তা লক্ষ্য করেছেন তো ? তের হাত—চৌদ্দ হাত। আর দৌড়—পড়িতো উঠিনে।

রাজা। যাহোক তুমি ভারি যোদ্ধা।

রং। ঠাট্টা হলো বুঝি ?

রাজা। না হে ঠাট্টা নয়। তুমি ভারি যোদ্ধা।

রং। আজ্ঞা—ভারি যোদ্ধা। প্রায় ত্রিশ মোণ পৌনে তের সের হব।

রাজা। তা বল্‌ছি না—খুব শক্ত যোদ্ধা।

রং। আজ্ঞা তার সন্দেহ কি। কোপ বসে না।

রাজা। তা নয়, তা নয়, যুদ্ধে তুমি বেশ পারদর্শী!

রং। আজ্ঞা যথার্থ বটে। এ পারে যুদ্ধ হলে ও পারে বসে দেখি।

রাজা। বলিহারী সাহস।

রং। সাহসের জোরেই বেঁচে আছি মহারাজ। ব্রাহ্মণীর এক দিনের থামাটী যদি সহ্য কত্তে পারেন, তবে বলি মানুষ। আমি যেই সাহসী পুরুষ, তাই সাম্‌লাতে পারি।

রাজা। ধন্য তোমার সাহস! ব্রাহ্মণী কি সুধু থামাটীতে সারেন, না প্রধান আয়ুধ কখন কখন ধত্তো হয়।

রং। আমি তেমন অবাধ্য নই—তবে কখন কদাচ্—মহারাজ সেই সময় সাত গজা আট গজী লম্ফ ব্যবহার কত্তো হয়।

শশিশেখরের প্রবেশ।

রাজা। শশিশেখর! সংবাদ কি?

রং। (স্বগত) গবচন্দ্র মন্ত্রী এলেন (প্রকাশে) মহারাজ! মন্ত্রী যাকে বল্‌তে হয়। জাম্বুবানও এমন মন্ত্রিত্ব করে যেতে পারেন নাই।

শশি। মহারাজ! আপনার আস্পর্দ্ধাতেই রংলালের এত বৃদ্ধি হয়েছে। কাকেও মানুষ জ্ঞান করে না।

রং। মহারাজ! মানুষ হলেই মানুষ জ্ঞান করি। আমার কি চক্ষু নাই যে, বানরকে মানুষ বল্‌বো—আর মানুষকে বানর বল্‌বো!

রাজা। শশিশেখর! রংলালের কথায় রাগ কত্তে নাই, ও সকলকেই তামাসা করে থাকে।

শশি। মহারাজ! তা সত্য, কিন্তু তামাসার সময় অসময় আছে।

রং। মন্ত্রী মহাশয়ের অসময় কি এখন? উনি এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা; উপযুক্ত সন্তান জয়প্রকাশ মহাবীর হয়ে উঠেছে; আবার শুন্‌ছি মন্ত্রী মহাশয় শীঘ্রই রাজবৈবাহিক হবেন। তবে অসময় কি? সময়ই তো এই! আর কত দিন জ্বলাবেন! দেশে কিছু থাকৃতে ছাড়্‌বেন না বুঝি।

শশি। দেখ্‌লেন মহারাজ! মুখে যা আসে তাই বলে।

রাজা। রংলাল! চুপ কর।

রং। যে আজ্ঞা। (নিস্তব্ধ)

শশি। যুদ্ধবিগ্রহে কিছু দিন অতিবাহিত হল। এখন কিছু দিন শান্তি সম্ভোগ করুন; সুখে প্রজাপালন করুন; প্রজাগণ দেখে সন্তুষ্ট হোক্।

রং। (মুখভঙ্গি ও মস্তক দোলন)।

রাজা। কি হে অমন কর্‌ছ যে ?

রং। হুঁ।

রাজা। হুঁ কেন—কথা কও না ?

রং। হুকুম নাই।

রাজা। কার হুকুম নাই ?

রং। রাজার।

রাজা। আমিই তো আবার কথা কহিতে বল্‌ছি।

রং। হাকিম ফির্‌লেও হুকুম ফেরে না ; আপনি তো স্বয়ং হুকুম দাতাই উপস্থিত।

রাজা। আমি তো তোমারে এক বারে কথা বন্ধ কর্‌ত্তে বলি নাই ; যা ইচ্ছা তাই বকৃতেই নিষেধ করেছি।

রং। উপযুক্ত সময় বুঝ্‌লেই বাক্যব্যয় করা যাবে।

রাজা। শশিশেখর ! আমার সেই ইচ্ছা, যে এই যুদ্ধবিগ্রহের পর আমি দিন কতক বিশ্রাম করি, তুমি রাজ্যের সমুদায় বন্দোবস্ত কর।

শশি। আমাকে আদেশ কল্যেই আমি করি।

রাজা। তোমাকে কি আদেশের অপেক্ষা আছে ?

শশি। যে আজ্ঞা।

রং। (স্বগত) তা হলেই ষোল কলা সম্পূর্ণ হলো। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ। খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হবে। (উদরে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) সমুদায় এই স্থানে জম্‌বে আর কি ?

শশি। ঐ দেখুন কি বল্‌ছে।

রং। আহারের কথা বল্‌ছি, আর কিছু নয়।

শশি। এ সময়ে আহারের কথা ?

রং। আপনি আহারের কথা বল্যেন কেন ?

শশি। আমি কৈ বল্যেম ?

রং। কেন এই রাজ্য করা—কি না কোন রকমে সব উদরসাৎ করা—আর কি ?

শশি। দেখ্‌লেন মহারাজ।

রাজা। শশিশেখর! সময়ান্তে তোমার সঙ্গে কথা হবে, এখন যাও।

শশি। মহারাজ! জয়প্রকাশের বিবাহোৎসব কত দিনে হবে ?

রাজা। শীঘ্রই।

শশি। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রং। মহারাজ! এমন স্বার্থপর মন্ত্রীর হাতে দিন কতক রাজ্য থাকলেই সর্ব্বনাশ।

রাজা। না হে তুমি বুঝ না।

রং। আজ্ঞা আমিতো বুঝিই না।

রাজা। বুঝ্‌লে এমন কথা বল্‌তে না।

রং। আজ্ঞা তা বটে।

রাজা। শশিশেখর উপযুক্ত লোক।

রং। কেমন—কেটে জোড়া দিতে পারেন।

রাজা। তোমার সব তামাসা।

রং। আজ্ঞা বাসি হলে টের পাবেন।

রাজা। চল এখন স্নানাহার করা যাক্ গে।

রং। চলুন।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান সন্নিহিত পথ।

জয়প্রকাশ, মহীধর ও অনন্তরামের প্রবেশ।

জয়। আমরা শুন্‌লেম, প্রতাপসিংহ প্রত্যহ এই শ্মশানে এসে থাকেন—আর চক্ষু মুদিত করে কি ভাবেন।

মহী। তবে কি প্রিয়সুহৃদ্ প্রতাপ জীবিত আছেন! জগদীশ্বরকে ধন্য! তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই। সকল কার্য্যই তাঁর ইচ্ছার অধীন। আমি যে আবার প্রতাপের নাম শুন্‌বো, প্রতাপকে দেখ্‌বো,— তা মনেও ছিল না।

জয়। তোমাদের উভয়ের বন্ধুত্বের আমি অনেক প্রশংসা শুনেছি।

অনন্ত। ঐযে—ঐযে—ঐ প্রতাপ না?

জয়। কৈ দেখ্‌তে পাই না তো।

অনন্ত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোন্ দিকে গেল।

জয়। শীঘ্র চল, আমরা তার অনুসরণ করি।

মহী। প্রার্থনা করি, আপনি স্থির হোন। আপনারা ফিরে যান, আমি একাকী প্রতাপের অনুসরণ করি। ব্যস্ত হলে না জানি কোন্ বিপদ্ ঘট্‌বে। আপনারা সঙ্গে থাক্‌লে কোন গুপ্ত কথাই তিনি প্রকাশ কর্‌বেন না। তাঁর প্রকৃতি অসরল নয়। আমাকে তিনি সকল কথাই খুলে বল্‌বেন এখন।

জয়। উত্তম বলেছ। তুমি প্রতাপের অনুসরণ কর। তোমার পরামর্শই আমরা উপযুক্ত মনে করে তোমার উপর অনুসন্ধানের ভার দিলাম। তুমি যাও।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অনন্তরাম! রাজা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। ম্লেচ্ছ-রাজমহিষী কালিন্দী রাজার মন হরণ করেছেন। প্রতাপের সহিত কালিন্দীর গুপ্ত প্রণয় সন্দেহ করে রাজা বড় ব্যস্ত হয়েছেন, কোন প্রকারে এ বিষয় প্রমাণ হলেই ভাল হয়।

অনন্ত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুজনের দৃষ্টি লক্ষ্য কল্যেই সব সন্দেহ মিটে যায়। আমি স্থির সিদ্ধান্ত করে বসে আছি।

জয়। যদি দুজনের প্রণয় সত্য হয়, তবে তার পরিণাম কি সাংঘাতিক। রাজার রাগ সহজ ব্যাপার মনে করো না। প্রিয়বস্তু হস্তগত কর্‌তে রাজা কোন প্রতিবন্ধকই গ্রাহ্য কর্‌বেন না। দেখা যাক্ কি হয়। চল আমরা প্রস্থান করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মণিমালিনী ও জয়ার প্রবেশ।

মণি। কি শব্দ শুন্‌ছিলেম, আর তো কিছু শুনা যায় না।

জয়া। মানুষের শব্দ বোধ হলো।

মণি। এখানে মানুষ এসে বসে রয়েছে—দেখিস্ তোর যেন ধরে না।

জয়া। ঐ শুনো।—

মণি। ওলো ও বাতাসের শব্দ।

জয়া। উঃ—আমার ভয় কচ্যে।

মণি। স্থানটী যে বড় ভয়ানক। চারি দিক্ নিস্তব্ধ, জনমানবের সমাগম নাই। সম্মুখে ঐ শ্মশানভূমি। ওলো জয়া চুপ করে থাকলি যে? কথা ক না।

জয়া। আমার ভাই বড় ভয় হচ্যে—চল ভাই আমরা ফিরে যাই।

মণি। সখি! যদি এত দূর এসেছি তবে আর ফির্‌বো না।

নেপথ্যে। ভগবান্ রক্ষা কর। রাম! রাম!

জয়া। ঐ শুনো রাজনন্দিনি! ঐ শুনো! আমার গা কাঁপ্‌ছে।

মণি। আয় দুজনে হাত ধরাধরী করে যাই। তুই এত ভয়তরাসে! ছিঃ!

নেপথ্যে। রাম! রাম!

জয়া। রাজনন্দিনি! ফিরে চল। রাত্রিকালে এ সব জায়গায় আস্‌তে আছে?

মণি। জয়া, যদি এসেছি তবে আর ফির্‌বো না। ইন্দ্রনীলের সমাধি মন্দির পর্য্যন্ত একবার যেতে হবে। আমি সেখানে গিয়ে একবার তাপিত প্রাণ শীতল কর্‌বো। আর বীরভূষণের গতজীবনের মুক্তির জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর্‌বো।

জয়া। তবে চল—জানি না কি বিপদ্ ঘট্‌বে।

নেপথ্যে। ও মা গো—ভূতে খেলেরে—

জয়া। চল্ চল্ আমরা যাই।

[প্রস্থান।

ক্রুতবেগে রংলালের প্রবেশ।

রং। রাম রাম! বাপ্‌রে! ভূত বলে ভূত! এখনি একবারে খেয়ে ফেলেছিল। আমি যাই লম্ফ বিদ্যা বিশারদ রঙ্গলাল— তাই রক্ষা, নতুবা এমন কে বাপের ব্যাটা আছে, যে অমন ভূতের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসে! রাম রাম! আবার এদিকে কতকগুলো কি সন্ সন্ করে চলে গেল। পেত্নী হবে বুঝি। বাপ্‌রে! রাম রাম! একি ভূতের রাজ্যে এসে পলেম নাকি! জনপ্রাণীকেও দেখ্‌তে পাইনে। কি বিপদ্! (চীৎকার) তোমরা সব এসোগো—আমাকে ভূতে খেয়ে ফেল্যে গো।

একজন মূকের প্রবেশ।

একেরে বাবা! কাছে আসে যে! ভূত নাকি? তুই কেরে ব্যাটা? রাম রাম! কথা কয় না যে? কেবলই ঘাড় নাড়ে যে! বাবা ভূত! আমার অপরাধ হয়েছে বাবা! আমি না জেনে তোমার রাজ্যে পদার্পণ করেছি বাবা! রক্ষা কর বাবা! বাবা একি হাত নেড়ে এদিকে আস্‌চ কেন বাবা! তবে কি নিতান্ত ছাড়্‌বে না বাবা। আমাকে তবে খাবে—তবে খাও —রাম রাম রাম!

[ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন।

মূক। (হস্তপদ সঞ্চালন ও মুখভঙ্গি।)

শিখণ্ডির প্রবেশ।

শি। এখানে কি করিস্?

মূক। (মস্তক সঞ্চালন।)

শি। ভাল যা হোক! চিরকাল টা তোরা হাত পা নেড়েই কাটালি। রাণী এদিকে এসেছেন?

মূক। (মস্তক সঞ্চালন।)

শি। তোর গোষ্ঠীর মাথা নির্ব্বংশের ব্যাটা ভূত। ব্যাটারা কেবল অন্নধ্বংস করবে আর কোন কাজে লাগ্‌বে না। চল্ ব্যাটা চল্—আগে ঘরে চল্, তবে মজা দেখাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

শ্মশান—সমাধিমন্দির সম্মুখ।

মণিমালিনী ও জয়ার প্রবেশ।

জয়া। রাজনন্দিনি! এই সেই সমাধিমন্দির। এই খানে রাজা ইন্দ্রনীলের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়। একি! এ মন্দিরের দোর খোলা কেন? তাই তো! এই শ্মশান—এই অন্ধকার রাত্রি—জনমানবের সমাগম নাই! কে মন্দিরের দোর খুল্‌লে? আমার গা যে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে।

মণি। মন্দিরে কেহ নাই। আমাকে চিরশান্তি দিবার জন্য দোর খোলা রয়েছে। সখি! ঐ যে দুখানি কবাট বাহু হয়ে রয়েছে—ও আর কিছুই নয়, মৃত্যু বাহু প্রসারণ করে কোলে করিবার জন্য আমাকে ডাকছেন। হা মৃত্যু! আমাকে তুমি ক্রোড়ে স্থান দেও—আমি চিরশান্তি লাভ করি। এই আশীর্ব্বাদ কর যেন চরমে আমি বীরভূষণের চরণ পাই। মৃত্যু! আ— তোমাকে ভয় করি না। যখন আমার প্রাণবল্লভ বীরভূষণকে

তুমি ক্রোড়ে স্থান দিয়েছ, তখন তোমার ক্রোড় যে আমার পক্ষে আরাধ্য, তার আর সন্দেহ কি? হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! হা জীবিতেশ! তোমার দাসীর অবস্থা নিরীক্ষণ কর। আমার আর এ পাপ জীবনে প্রয়োজন নাই। জীবন তোমার অনুসরণ করুক। হা হৃদয় নাথ! হা হৃদয়বল্লভ বীরবর বীরভূষণ! তোমার চরণ সেবার দাসী ক্রন্দন করে—একবার দেখা দিয়ে আশ্বস্ত কর! বীরভূষণ! বীরবর বীরভূষণ!—

মন্দির মধ্যে প্রতাপ সিংহ।

প্রতাপ। (মন্দির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া) কে সেই দুর্ভাগা বীরভূষণের নাম করে।

মণি। এ কি স্বর্গের দূত বোধ হয়। আমার গা কাঁপে কেন? ভগবান আমায় রক্ষা কর! জগদীশ্বর আমায় রক্ষা কর!

প্রতাপ। বীরভূষণ পিতা ইন্দ্রনীলের সমাধি মধ্যে বসে ইষ্ট দেবের আরাধনা কর্‌তেছে, এ সময়ে কাহার স্বর বীরভূষণের কর্ণে প্রবেশ করিল। এ স্বরে বীরভূষণের হৃদয় পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মণি। ভগবান! দুর্ভাগা অবলাকে রক্ষা কর! জয়া—দূতের সঙ্গে কথা কও—আমার হৃৎকম্প হচ্চে। জয়া! তোমার বুকের মধ্যে আমি মুখ লুকাই।

প্রতাপ। কি চমৎকার! এ কি ব্যাপার! দেখি দেখি (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আমার কি দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? ঠিক্ আমার সেই মণিমালিনী। ঠিক, তার আর সন্দেহ নাই। কিছু মাত্র বিভিন্নতা নাই। রূপে—স্বরে—

একই। সেই মণিমালিনীই বটে। প্রিয়ে! আমি তোমার—আমি তোমার—আমি তোমার সেই বীরভূষণ। (অগ্রসর)

মণি। বীরভূষণ! বীরভূষণ! আমারই হৃদয়ের বীরভূষণ! বীর——(মূর্চ্ছা)

বীর। মণিমালিনি! প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে! আমি তোমারই আমি তোমারই।—(মূর্চ্ছা)

জয়া। হায় হায় কি হলো! দুজনেই যে অচৈতন্য হলেন! আমি কেমন করে রক্ষা করি, হায় হায়! সুখের মিলনের কি এই পরিণাম!

মহীধরের প্রবেশ।

মহী। এই তো বীরভূষণই বটেন! একি—এদিকে মণিমালিনী! কি আশ্চর্য্য ঘটনা! আশার অতিরিক্ত। মণিমালিনী কি এত দিন জীবিতা আছেন? মণিমালিনী—

প্রতাপ। (চেতন পাইয়া) কৈ কৈ আমার মণিমালিনী কৈ? আমার প্রাণেশ্বরী কৈ? কোথায় আমার প্রাণাধিকা প্রণয়িনী মণিমালিনী কোথায়? মণিমালিনী আজও জীবিতা! এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না! দেখি, ভাল করে দেখি।—(দেখিয়া) সত্যই তো! আমার দৃষ্টি বিভ্রম নয়। আমার মণিমালিনী—আমার প্রাণের মণিমালিনী। প্রিয়ে চক্ষু মেলে দেখ—তোমার বীরভূষণ সম্মুখে উপস্থিত। তোমার স্বামী সম্মুখে উপস্থিত।

মণি। (চেতন পাইয়া) এই কি পিতার ধর্ম্ম! এই কি পিতার কর্ম্ম! আমার স্বামী কোথায়? তিনি স্বর্গে! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, জয় প্রকাশকে বিবাহ করবো না—তথাপি তোমরা জোর করবে!

প্রতাপ। মণিমালিনি! এখানে তোমার নিষ্ঠুর পিতা নাই —জয় প্রকাশও নাই—চক্ষু মেলে দেখ, তোমার প্রিয়তম বীরভূষণ। তুমি কি আমার মূর্ত্তি ভুলেছ? তুমি কি আমার স্বর ভুলেছ? আমার কি এত পরিবর্ত্তন হয়েছে? আমার ছ বেশে কি তোমার ভ্রম হয়েছে? প্রিয়ে দেখ—তোমারই সেই বীরভূষণ।

মণি। (গাত্রোত্থান করিয়া) কৈ কৈ আমার বীরভূষণ কৈ? এই তো আমার বীরভূষণ। বীর! আমায় রক্ষা কর—আমাকে বক্ষে ধারণ কর। যে নদীগর্ব্ভে তুমি এত দিন বাস করেছিলে, সে খানে আমাকে লয়ে চল। এ পৃথিবীতে আর আমার সুখ নাই। আমার আর কেহ নাই। বীরভূষণ! প্রাণেশ্বর! তুমি কি ফিরে এসেছ? তুমি কি স্বর্গ হতে ফিরে এলে? তুমি কি মোহিনী শক্তি জান,— যে শক্তির প্রভাবে মৃত্যুও তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে আস্‌তে দিলেন। আমাকে আমার বল্‌তে দিলেন। ধন্য পরমেশ্বর—তোমার বিচিত্র খেলা!

প্রতাপ। কি আশ্চর্য্য সংঘটন! আমরা কেমন করে মৃত্যু মুখ হতে রক্ষা পেলেম—কেমন করে এখানে এসে আবার মিলিত হলেম, সে সকল অনেক কথা। সে কথার আলাপনে সময় নষ্ট করায় কোন প্রয়োজন নাই। প্রিয়তমাকে আবার পেলেম এই আমার যথেষ্ট। এই জন্যই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি। জল মগ্ন হয়ে যে জীবন রক্ষা হয়েছে, সে জীবন এত দিন বৃথা ধারণ করে ছিলেম—অদ্য আমার সেই জীবন সার্থক হলো। অদ্য আমার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে আমার সকল নিরানন্দ দূর হয়েছে।

মণি। একটু স্থির হও। আমি একবার নয়ন ভরে দেখে জীবন সার্থক করি। (স্থির দৃষ্টি)

প্রতাপ। এমন করে স্থির চক্ষে দেখ্‌ছো কেন?

মণি। কেন তা বল্‌তে পারি না। মনের ইচ্ছা কেন [illegible] সাধন করি। তোমার এই প্রেমপূর্ণ মুখ খানি কেবল দে[illegible] ইচ্ছা হচ্যে। প্রাণবল্লভ! আমার শরীরে আর আনন্দ ধরে না,— আনন্দ আজ উথ্‌লে উঠ্‌ছে। আমার অদৃষ্টে যে এমন ঘট্‌বে, তা স্বপ্নের অগোচর। উঃ! আমি আনন্দে মত্ত হলেম।

প্রতাপ। প্রেয়সি! প্রাণাধিকে! লাবণ্যময়ি! তোমার গুণের সীমা নাই।

মণি। তুমি কেমন করে রক্ষা পেলে? তোমার বর্ণ যে পাণ্ডু হয়ে গিয়েছে! এ কি?

প্রতাপ। সকলই শোকে।

মণি। আমি তা বুঝেছি। শোকে তোমার মূর্ত্তির অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ—অনেক কেঁদেছ।

প্রতাপ। তোমায় দেখে আমার সে সকল কষ্ট গিয়েছে। আর দুঃখ কোথায়? আমি এখন হারা ধন পেয়েছি—আর আমার কষ্ট কি? এস একবার তোমায় বক্ষে ধারণ করে শরীর শীতল করি। (আলিঙ্গন)

মণি। আমি যে তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব, এমন আশা ছিল না। পিতা আমার বিবাহের উদ্যোগে আছেন। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছি আর বিবাহ কর্‌বো না। ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাও স্বীকার, তথাপি অধর্ম্মের পথে এক পাও চলিব না। ধর্ম্ম থাকিলেই পরিণাম ভাল হবে। সতীত্ব ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কি ধর্ম্ম আছে?

প্রতাপ। মণিমালিনি! তোমার গুণের সীমা নাই। [illegible] রমণীরত্ন।

মণি। স্বামিন্! আমি যে কত কেঁদেছি—আর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছি তা বলে শেষ কর্‌তে পারি না! আমি কেবল তোমার নাম ধরেই কেঁদেছি। ভগবান্ আমার সে ক্রন্দন শুনেছেন—তিনিই তোমাকে মিলায়ে দিয়েছেন। তুমি এসে আমার রক্ষা করেছ—নাথ! বড় বিপদের সময় এসেছ। ভগবান্ অগতির গতি,—কিছুই তাঁর অসাধ্য নয়। তিনি না মিলালে চিরকাল কাঁদ্‌তে হতো! দুঃখিনীর ক্রন্দন আর কে শুন্‌তো!

প্রতাপ। যদি জগদীশ্বর জীবিত রাখেন তবেই এ ঋণ পরিশোধের চেষ্টা।

মণি। এ ঋণ কি? এত কর্ত্তব্য কর্ম্ম! তা যা হোক, আমার বোধ হল যেন তুমি সমাধির মধ্য হতে উঠ্‌লে।

প্রতাপ। সত্য।

মণি। তুমি এখানে কেমন করে এলে? তুমি কি একাকী?

প্রতাপ। আমি একাকীই এসেছি। পিতার সমাধি মন্দিরে বসে তাঁর জীবন মুক্তির জন্য জগদীশ্বরের আরাধনা কত্তেছিলেম, এমন সময়ে মনুষ্যের স্বর শুন্‌তে পেলেম,—আমার নামটী পর্য্যন্ত শুন্‌লেম। বোধ হলো যেন তোমার আত্মা আমার অনুসরণে এসে শ্মশানে বিচরণ কচ্চে। শেষে আবার তোমাকে দেখ্‌লেম বলেও বোধ হলো। কিন্তু এমন ভাবি নাই যে সত্য সত্যই তোমাকে পাব।

মণি। এখানে কেমন করে এলে? (মহীধরের প্রতি) ইনি কে? আমাদের এমন অবস্থা দেখে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন,—ইনি কে?

প্রতাপ। একি! পরম সুহৃদ্ সুবন্ধু! অদ্য আমাদের কি শুভ দিন! তুমিও যে রক্ষা পেয়েছ?

মহী। মৃত্যু মুখ হতে রক্ষা পেয়েও আমি তত সুখী হই নাই অদ্য যত খানি হলেম। এখন আমি তো সুখের সাগরে সাঁতার দিতেছি।

মণি। রক্ষা বলে রক্ষা। প্রথম জলমগ্ন হতে রক্ষা, দ্বিতীয় যুদ্ধ হতে রক্ষা।

মহী। আমি যুদ্ধে পড়েছিলেম বটে, কোন আঘাত লাগে নাই; কিন্তু বন্দী হয়েছি। হস্ত পদে শৃঙ্খল নাই বটে, কিন্তু প্রকৃত বন্দী। ইন্দ্রনীলের সমাধিস্থলে এলে তোমার সন্ধান পাব মনে করেই এখানে এসেছি।

প্রতাপ। কিছুই আশ্চর্য্য নয়, অথচ সকলই আশ্চর্য্য!

মহী। আমি এসেই দেখ্লেম, তুমি মূর্চ্ছিত হলে, এ দিকে দেখি মণিমালিনী তদবস্থায় পতিতা।

প্রতাপ। মণিমালিনীর প্রতি দৃষ্টি থাকায় তোমাকে দেখ্তে পাই নাই।

মণি। চক্ষের জলে আমার দৃষ্টি রোধ হয়ে ছিল, আমিও সে জন্য দেখ্তে পাই নাই।

প্রতাপ। জগদীশ্বর তুমি ধন্য! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! তোমার কৃপায় অদ্য আমরা আশাতীত সুখের অধিকারী হয়েছি।

মহী। বীর! এখানে এরূপ ভাবে অধিক ক্ষণ থাকা উচিত নয়। কালিন্দী শিখণ্ডীকে সঙ্গে লয়ে এই সময়ে তোমার সন্ধানে আস্‌বে শুনেছি। যদি সে এসে এরূপ অবস্থা দেখে,— কি জানি প্রেম পিপাসা বড় ভয়ানক!

মণি। প্রেম আবার কি? তোমরা এমন ব্যাকুল হলে কেন? কালিন্দী কে?

প্রতাপ। কালিন্দী মায়াবিনী রাক্ষসী। তার নাম করো না।

তোমার শাস্তিকুঞ্জের কোন ভয় নাই। এক্ষণে শান্তচিত্তে গৃহে যাও আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে। সে সাক্ষাতের পর আর বিচ্ছেদ হবে না।

মণি। মিলন হতে হতেই বিচ্ছেদ! কি সর্ব্বনাশ!

প্রতাপ। চিন্তা নাই। স্বাধীনতা লাভ পর্য্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। আমাদের প্রিয়বন্ধু সুবন্ধু ইতিমধ্যে তোমাকে সকল কথা বল্‌বেন। জলমগ্নের পর আমরা উভয়ে ম্লেচ্ছদেশে উঠি, সেখানে আমরা নাম পরিবর্ত্তন করেছি। আমার নাম প্রতাপ— সুবন্ধুর নাম মহীধর। সব কথা তুমি মহীধরের মুখে শুনতে পাবে।

মণি। কত দিনে আবার আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হবে?

প্রতাপ। শীঘ্রই। এবার সাক্ষাতে আর বিচ্ছেদ হবে না। এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

প্রতাপের এক দিকে, এবং অন্যান্য অপরদিকে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গিরিগুহা-সম্মুখ।

কালিন্দী ও শিখণ্ডির প্রবেশ,— গুহামধ্যে প্রতাপ।

কালি। শুন্‌লেম, প্রতাপ এই প্রকার সব নির্জ্জন স্থানে থাকেন। তা কৈ এখানে তো দেখ্‌ছি না। এখানে না পেলেই শ্মশানে গেলে দেখা পাব। (এ দিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান) এই যে, অন্যমনস্কের মত এই দিকে আস্‌ছেন। (গুহা মধ্য হইতে প্রতাপের বহির্গমন) নিষ্ঠুর! নির্দ্দয়! আমাকে কি এমনি করে কষ্ট দিতে হয়! এই কি উচিত! যার জন্য আমি যশ মান ও রাজ্য পর্য্যন্ত ত্যাগ কল্যেম, তার কি এই পুরস্কার! প্রণয়ের কি

এই প্রতিদান! প্রতাপ! কেন তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেও অনিচ্ছু? আমাকে নিকটে দেখ্‌লে তুমি এমন বিরক্ত হও কেন? আমার প্রণয় কি শ্মশান অপেক্ষাও ভয়ানক যে তুমি শ্মশানে মশানে বেড়াও, পাছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়! তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে কোথা? তুমি কি ভেবেছ যে এ রকম কল্যেই আমাকে ছাড়্‌তে পার্‌বে? তা কখনই মনে করো না। তুমি ছাড়্‌লেও আমি ছাড়ি না। তুমি যেখানে যাবে, আমি তোমার অনুসরণ কর্‌বো। কথা নাই কেন? নিষ্ঠুর! নির্ম্মায়িক! আমাকে এত অবহেলা? আমাকে এত ঘৃণা? কৃতঘ্ন! নরাধম!

প্রতাপ। কালিন্দি!

কালি। হাঁ! অকৃতজ্ঞ! অবিশ্বাসি! আমি কালিন্দী,—আমি তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়েছি—ধর্ম্মকেও ত্যাগ করিয়েছি, তথাপি তুমি আমাকে বাম চরণে ঠেলিলে? আমার কথাটীও কাণে তুল্‌ছো না—আমাকে চখেও এক বার দেখ্‌ছো না। পিশাচ!

প্রতাপ। এত অপমানের মত আমি কি অপরাধ করেছি! নানাবিধ দুশ্চিন্তার জন্য আমি এক একবার লোকালয় ত্যাগ করে নিভৃত স্থানে এসে গত ঘটনা সকলের আলোচনা করি। এই জন্যই সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকি। আমাতে আমি থাকি না। সেই জন্যই তোমাকে দেখ্‌তে পাই নাই। তোমাকে উপেক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

কালি। তবে এখন দেখ্‌তে পেয়েছ। কিন্তু এমন ঔদাস্য ভাবে দেখার অপেক্ষা না দেখাই ভাল।

প্রতাপ। যে দুর্ভাগার চিরজীবন কেবল ক্রন্দনেই যাচ্যে,—যে দুরদৃষ্টের শোক উদ্দাপন করিবার জন্য নিভৃত স্থানেরই সর্ব্বদা প্রয়োজন, তার নিকট তোমার প্রার্থনা কি? সেখানে আনন্দ

নাই, উৎসাহ নাই—কেবল শোক ও সন্তাপ। তুমি দুর্ভাগ্যের অনুসরণ করেছ। তোমার ভাগ্যে শান্তি লাভ নাই।

কালি। নির্দ্দয়! কঠিন! তোমার এই কথা! কি আনন্দে আমার প্রয়োজন? তুমি যদি ক্রন্দন কর, আমি সেই সঙ্গে ক্রন্দন কর্‌বো! আমি তোমার দুঃখের—শোকের অংশ চাই। আমি আনন্দ চাই না। যা চাই, তা পেলেই আমার আনন্দ। তোমার সঙ্গে ক্রন্দন কত্তে পেলেই আমার আনন্দ! তোমার শোকের অংশ পেলেই আমার আনন্দ! তোমার সঙ্গে থেকে যদি মুষ্টি ভিক্ষা করেও উদর পূরণ কত্তে হয়, তাহাও রাজভোগ বলে মান্‌বো। তোমার সঙ্গে কারাবাসকেও স্বর্গসুখ বলে আদর কর্‌বো। আমার প্রার্থনা কি? আমার ভিক্ষা কি? কেবল প্রণয়! প্রতাপ! আমি কেবল প্রেমধন ভিক্ষা চাই!

প্রতাপ। সেটী আরও ক্লেশকর। আমার অন্তর শূন্য। কালিন্দি! আমার অন্তর অনুসন্ধান করে দেখ, তথায় প্রেম নাই। তুমি যা চাও—আমার নিকট তা পাওয়ার আশা নাই।

কালি। তোমার মন আছে,—সেই নির্দ্দয় নির্ম্মায়িক মন পেলেই আমি আর কিছু চাই না। প্রতাপ! তোমার জন্য আমি কি না করেছি? একবার সে গুলি স্মরণ করেও আমার প্রতি তোমার দয়া করা উচিত। তুমি আর তোমার প্রিয় সহচর যখন অচেতন অবস্থায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে আমার বিলাস গৃহের নীচে এলে—আমি তুলে লয়ে গেলেম। কত যত্ন করে তোমাদের বাঁচালেম। মুখ দেখে আমার বুক ফেটে গেল। যখন তুমি চক্ষু মেল্‌লে তখন আমি হাতে স্বর্গ পেলেম। ভাবলেম, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে জগদীশ্বর আমাকে একটী অমূল্য রত্ন দিলেন। আমি এ রত্ন হৃদয়ে রেখে প্রাণ শীতল কর্‌বো।

প্রতাপ। সুন্দরি! সে সকল কথা আর আমার মনে তুলে দিয়ে কেন যাতনা দেও? আমার এ অবস্থায় সে ঋণ কোন মতেই পরিশোধ হতে পারে না। আমি নিতান্ত দুরবস্থায় পড়েছি।

কালি। শিখণ্ডী আর আমার সহচরীরা জানে তোমাকে গোপনে রাখ্‌তে আমার কত বিপদ্ বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়েছে। আমার স্বামী ম্লেচ্ছরাজকে কত কৌশলে ছলনা করে ছিলেম, তা তুমি নিজেই জান। আমার কুটুম্ব হিরণ্যরাজপুত্র বলে তোমার পরিচয় স্বামীর নিকট দিয়াছিলেম। আমি যা যা করেছি তা বলে ফল কি? না করেছি কি? এ যুদ্ধ কার জন্য? তোমার জন্য কি এ সমরাগ্নি জ্বলে নি? রাজা সমরকেতুর প্রতি তোমার মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা জেনে, আমি স্বামীকে এই যুদ্ধের জন্য অনুরোধ করি। সেই যুদ্ধেই সর্ব্বনাশ! ধন গেল, মান গেল, রাজ্য গেল, বিধবা হলেম! অবশেষে বন্দিনী হয়ে অঙ্গ রাজ্যে এলেম! আর বাঁকি কি? এ সকলই তোমার জন্য!

প্রতাপ। সকলই সত্য, কিন্তু আমাকে সে সকল কথা বলে কোন ফলোদয় নাই। যখন উপকার প্রতিশোধের ক্ষমতা না থাকে, তখন এ সকল কথায় হৃদয় দ্বিগুণ জ্বলে উঠে।

কালি। তোমার তো হৃদয় আছে, তা পেলেই আমার শান্তি। আমি আর কিছুই চাই না। চম্‌কালে যে! উত্তর নাই যে! এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা! নিষ্ঠুর! আমাকে দেখ, আমি কি ছিলেম, আর কি হয়েছি? কোথায় রাজরাণী—কোথায় বন্দিনী! কোথায় রাজ্য, ধন, দাস, দাসী—কোথায় বিদেশে পরাধীনী! মনে বুঝে দেখ—এসকলের মুল তুমি কি না!

প্রতাপ। আমি বন্দী—আমার স্বাধীনতা নাই। আমার কাছে

রোদন অরণ্যে রোদন মাত্র। আমি সময়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করবো।

কালি। আমার এত দূর সর্ব্বনাশ হয়েও যদি এখন তোমাকে পাই,— তাহলেও আমি সে সর্ব্বনাশকেও গৌরব মনে করি! আমি তা হলে আপনাকে রাজরাণী মনে করি! ধন, রাজ্য, ক্ষমতায় প্রয়োজন কি? তায় কি আশা মেটে? যে পথে পদার্পণ করেছি—সে পথে যেতে হলে ধনসম্পত্তিকে ধূলির মত ত্যাগ কত্যে হয়। আমি তা করেছি।

প্রতাপ। উঃ—কি পরিতাপ!

কালি। প্রতাপ! আমরা সহজেই স্বাধীন হতে পারি অঙ্গরাজ সমরকেতু আমার হাতে আছেন। আমি যে রত্ন তোমাকে দিতে ব্যস্ত হয়েছি, তিনি সেই রত্নের লোভে পড়েছেন; আমি তাঁকে যা মনে লাগে কত্যে পারি। প্রতাপ! আমাকে হৃদয় দেও—আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেই।

প্রতাপ। তুমি যা দিবে, তাও গ্রহণ কত্যে পারি না—তুমি যা চাও, তাও দিতে পারি না। আমার নিকট তোমার স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আমি বড়ই দুর্ভাগ্য। তুমি স্বয়ং স্বাধীন হও—আমি যেমন ভাগ্যহীন আছি, তেমনই থাকি। এখানে তোমার প্রার্থনার কোন ফলোদয় হবে না।

কালি। প্রতাপ! তুমি আমার মন জান না!

প্রতাপ। তুমিও আমার মন জান না।

কালি। কৃতঘ্ন! নির্দ্দয়! নরাধম! তোর উপযুক্ত শাস্তি দিব। তুই আমার প্রণয় উপেক্ষা কল্যি। যে প্রণয়ের জন্য রাজাও ব্যস্ত, তুই তা চরণে ঠেল্‌লি! জানিস্! রাজা স্বয়ং আমার প্রণয়াভিলাষী! রাজা তোর প্রতিদ্বন্দ্বী।

শিখ। দেবি! সাবধান;—রাজা এই দিকে আসছেন।

কালি। ভালই তো—আমারও ইচ্ছা তাই। আমি এ অপমানের প্রতিশোধ দিব। আমাকে এত অপমান—এত উপেক্ষা! থাক্ নরাধম হাতে হাতেই তুই উপযুক্ত দণ্ড পাবি। নির্দ্দয়! নরাধম! শীঘ্রই তোর আস্পর্দ্ধা চূর্ণ হবে। আর বিলম্ব নাই।

রাজা, অনন্তরাম ও রক্ষীবর্গের প্রবেশ।

রাজা। সুন্দরি! তুমি এ অধম স্থানে কেন? এ কি? ওষ্ঠাধর কাঁপ্‌ছে কেন? "রাজা প্রণয়াভিলাষী, রাজা প্রতিদ্বন্দ্বী" এই প্রকার কয়টী শব্দ আমার শ্রুতি গোচর হয়েছে। রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, কাহার সাধ্য? কোন্ দুরাত্মা রাজার প্রিয় বস্তুর উপর লোলুপ?

কালি। (প্রতাপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এই আপনার বন্দী—আমার দাস।

রাজা। (স্বগত) তবে কি আমাদের সন্দেহ মিথ্যা! প্রতাপের প্রতি কালিন্দীর প্রণয় কি কেবল জনরব মাত্র!

কালি। মহারাজ! আমি বন্দিনী হয়ে কি এতই নীচ হয়েছি! আপনার বাহুবল কি এতই দুর্ব্বল হয়েছে—যে দাসেও আমার প্রতি কুব্যবহার করবে! যে আমার দাস ছিল, আজ্ঞা মাত্রে তটস্থ হতো, সে কি না এখন আমার প্রতি প্রণয় দৃষ্টিতে চায়? বুঝ্‌লেম, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ!

রাজা। কি—এত দূর আস্পর্দ্ধা! চণ্ডালের চন্দ্র স্পর্শের

ইচ্ছা! রে দুরাত্মন্! তোর উপযুক্ত শাস্তি হবে। কে আছিস্—দুরাত্মাকে শৃঙ্খল বদ্ধ করে কারাগারে বদ্ধ কর্।

[প্রতাপকে লইয়া রক্ষীগণের প্রস্থান।

কালি। দুরাত্মার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।

রাজা। তোমার অভিরুচি মতে দুরাত্মার শাস্তি হয়েছে সন্তোষের বিষয়! চল এক্ষণে আমরা এই ভয়ানক স্থান হতে প্রস্থান করি। সুন্দরি! আমি তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, জানি না—তার পরিবর্ত্তে আমি তোমার হৃদয়ে স্থান পেয়েছি কি না? বল দেখি—কত দিনে আমাদের মিলন মহোৎসব হবে? কত দিনে সিংহাসনের অংশ তোমাকে প্রদান করে কৃতার্থ হব? চল আমরা এখন সেই শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

কারাগার।

এক খানি ছিন্নপত্র হস্তে প্রতাপ।

প্রতাপ। এ কারাগার আমার পক্ষে সুখের স্থান। পিতার সমাধি মন্দিরে রজনী অতিবাহন করেচি, তায় যথেষ্ট সুখ বোধ হয়েছিল, কিন্তু এ কারাগারে তদপেক্ষায় অনেক সুখ বোধ হচ্যে। এই গৃহেই পিতা রুদ্ধ ছিলেন—এই গৃহেই পিতার জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত হয়েছে—এই ভিত্তি সকলেই তাঁর শেষ দৃষ্টি নিপতিত হয়েছিল—এই ঘরের রুদ্ধ বায়ুতেই তাঁর শেষ নিশ্বাস মিশ্রিত হয়েছিল—এই গৃহেই তাঁর চৈতন্যের লোপ হয়। যদি তখন তিনি প্রিয়পুত্র বীরভূষণ বলে একবারও চীৎকার করে থাকেন—যদি তিনি একবার প্রিয় পুত্রের শেষ দর্শন বাসনা করে থাকেন—তবে সে এই গৃহেই—সে এই নিভৃত কারাগারেই! পিতঃ! তোমার স্বহস্ত লিখিত এক খণ্ড লিপি এই গৃহমধ্যেই পেয়েছি। তুমি সেই লিপিতে শত শত বার আমার নাম উল্লেখ করেছ! জগদীশ্বরের নিকট আমার মঙ্গল কামনা করেছ! পিতঃ! তোমার পবিত্র আত্মা পৃথিবীর নশ্বরতার হস্ত অতিক্রম করে এখন দিব্য লোকে বিচরণ কর্‌তেছে! আমার অবস্থা

এখন দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্য! হা পিতঃ! তোমার বীরভূষণ,—তোমার প্রিয়তম পুত্র বীরভূষণ অদ্যাপি জীবিত আছে! কিন্তু সে জীবনে আর কোন কাজ নাই! সে জীবনের আর কোন ক্ষমতা নাই! নিকৃষ্ট জীবের জীবনও তদপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ! পিতঃ! যে অন্ধকারময় গৃহে জীবনের শেষ কাল অতিবাহন করেছ, তোমার প্রিয়পুত্র বীরভূষণ এখন বন্দীভাবে সেই গৃহে বাস কর্‌তেছে। এই কারাগৃহকেই আমি পরম সুখের স্থান মনে করি। এ গৃহের ধূলায় তোমার চরণরেণু মিশ্রিত হয়েছে—অতএব আমি উহা মস্তকে ধারণ করি। (ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ) এই কারাগৃহে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ—পিতঃ! অধিক আর কি বল্‌বো—জননী জন্ম ভূমিকেও উপেক্ষা করে এই কারাবাস শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি। উঃ—কি ভয়ানক! হৃদয়ের শান্তি নাই! এ কি শব্দ! কে আস্‌ছে?

মহীধরের প্রবেশ।

একি প্রিয়সুহৃদ সুবন্ধু যে! তুমি এখানে কেমন করে এলে?

মহী। সমুদায় কথা প্রকাশ করে বল্‌বের মত সময় নাই, মণিমালিনীর অনুগ্রহে রক্ষী আমাকে দ্বার ছেড়ে দিয়েছে।

প্রতাপ। মণিমালিনী কেমন আছেন? (চিন্তা) সে কথা বলার প্রয়োজন নাই, তিনি যে আমারই মত অস্থির হয়েছেন তার আর সন্দেহ কি? ভাই! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কি সম্ভাবনা আছে?

মহী। অবশ্য আছে। মধ্যরাত্রে যখন রাজা নিদ্রা যাবেন—সেই সময়ে মণিমালিনী এসে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।

জয়প্রকাশ অনবরত তাঁহার কর প্রার্থনা কর্‌তেছে। তার জ্বালায় তিনি অস্থির হয়েছেন।

প্রতাপ। মণিমালিনী আস্‌বেন! আমার ইচ্ছাও বটে, আশঙ্কাও বটে। তিনি আস্‌বেন,—কোথায় আস্‌বেন? কাহার নিকট আস্‌বেন? সুবন্ধু এ অসম্ভব! তিনি স্বর্গকন্যা—তিনি মানুষী আকারে দেবী—তিনি এই অন্ধকূপ কারানিবাসী হতভাগ্য বীরভূষণের নিকটে আস্‌বেন? অথবা—তাঁর যে প্রকৃতি, তায় এ অসম্ভব নয়। তাঁর সাক্ষাৎ—উভয়েরই কষ্ট। সুবন্ধু! আমার অবস্থা দেখ—একি মণিমালিনীর সহিত সাক্ষাতের যোগ্য! উঃ কি পরিতাপ!

মন্ত্রী। বীর! আশা ত্যাগ কর্‌বেন না। অদৃষ্ট প্রসন্ন হতে অধিক সময় লাগে না। সমরকেতুর সৈন্য মধ্যে রাজবিপ্লবের সম্ভাবনা হয়েছে। রাজা সমরকেতু জয়লব্ধ দ্রব্যের অংশ কোন সেনানায়ককেই দেন নাই—সমস্তই আত্মসাৎ করেছেন; এজন্য সেনাগণের মধ্যে অনেকেই রাজার বিপক্ষতা কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছে। কলিঙ্গদেশে এই সংবাদ প্রচার হওয়ায় আপনার প্রজাবর্গ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্চে। তথাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে সেনাপতিত্বে বরণ করিবার জন্য আহ্বান কচ্চে। সমরকেতুর নিষ্ঠুর ব্যবহারে তারা জর্জ্জরিত হয়ে স্বাধীনতা লাভে কৃতসংকল্প হয়েছে।

প্রতাপ। আমার চিত্ত প্রসন্ন হলো—উন্নত হলো। আমার পিতা শান্তশীল রাজা ইন্দ্রনীল সমরকেতুর নির্দ্দয়তার ফল পেয়েছেন—আমি এখন পর্য্যন্তও পাচ্চি। এতদিন জড় হয়ে ছিলাম—আমার মনের ওজস্বিতা লয়প্রাপ্ত হয়েছিল। পিতার দুর্দ্দশা মনে করেও আমার মনে এত উত্তেজনা হয় নাই! প্রতিহিংসা কাল

কণির বিষে অন্তর জর্জ্জরিত হয়েও এত উৎসাহের উদয় হয় নাই! সুবন্ধু! অধিক আর কি বল্‌বো—আমার যে ওজস্বিতা মণি-মালিনীও পুনর্জীবিত কত্তে পারেন নাই—আজ তোমার এই কথায় যেন আমার বিগত ওজস্বিতা, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায় সব ফিরে এলো! পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার বাক্যের পরিণাম শুভকর হয়।

মন্ত্রী। বীর! একটু শান্ত হোন—নিস্তব্ধ হোন। জানি কি পায় পায় শক্র।

প্রতাপ। সুবন্ধু, যে আগুন জ্বলেছে, তা আর নির্ব্বাণ হয় না। মনমাতঙ্গ আর কোন প্রকার অঙ্কুশ মানে না। আমার অন্তরাত্মা যেন রণসজ্জায় সেজে বার হতে উদ্যত হচ্চো! আমি যেন শ্রবণ কচ্চি, আমার অনুগত প্রজাবর্গ কোথায় বীরভূষণ, কোথায় বীরভূষণ বলে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান কচ্চো! আমাদের পরাধীনতা দূর কর বলে আমাকে বার বার ডাক্‌ছে! তাদের রণজয় ভেরির শব্দে যেন চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হয়েছে! কিন্তু হায়! আমি কোথায়! দুরাত্মা সমরকেতু কর্তৃক পিঞ্জর বদ্ধ হয় রয়েছি—হিংস্রজন্তুর ন্যায় শৃঙ্খল বদ্ধ রয়েছি! জগদীশ্বর! আমার পূর্ব্বশক্তি পুনঃপ্রদান কর,—শৃঙ্খল ছিন্ন করে ফেলি! পদাঘাতে লৌহদ্বার ভগ্ন করি! কলিঙ্গদেশের জয়ধ্বনিতে শক্রকুলকে স্তব্ধ করি!

মন্ত্রী। বীর! শান্ত হোন। সময় অল্প। অধিক ক্ষণ আমার এখানে থাকার আদেশ নাই। আমি যা বলি, মনো-যোগ দিয়ে শুনুন্। কালিন্দী হতেই আপনার এ দুর্দ্দশা, কৌশলে তাহারই দ্বারা মুক্তির উপায় কত্তে হবে। তা হলেই আপনার পলায়নের উপায়ের অসদ্ভাব থাকবে না। ইতিমধ্যে আমি

এক কার্য্য করি। সমরকেতুর অত্যাচারে পীড়িত কতিপয় সাহসী বীরপুরুষ কিয়দ্দূরে একটী চক্রান্ত কচ্চো। তারা আপনার পক্ষপাতী, আপনার পিতার পক্ষপাতী। আপনার গুণময় নামে তারা অপরিচিত নয়। আপনি জীবিত আছেন শুন্‌লে তারা আপনার পক্ষ সমর্থনের জন্য অস্ত্র ধারণ কর্‌বে। আমি আজ রাত্রেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো। তাদের অভিপ্রায় জান্‌বো। কিন্তু সহসা সকল কথা প্রকাশ কর্‌বো না।

প্রতাপ। এ বিপদে তুমিই আমার মন্ত্রী। তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাই কর। আমি ধৈর্য্যের সঙ্গে আমার অদৃষ্টের গতি প্রতীক্ষা করি।

মন্ত্রী। কালিন্দী এলে তার প্রতি পূর্ব্ববৎ ঘৃণা প্রকাশ কর্‌বেন না। একটু সাবধানে চল্‌বেন।

প্রতাপ। মনের বেগে কি হবে বল্‌তে পারি না। তবে সাবধান হতে চেষ্টা কর্‌বো। প্রিয় সুহৃদ্‌! আমি তোমাকে এক খানি কাগজ দেখাতেম, কিন্তু পাছে তোমার উদ্দেশ্য স্থানে যেতে বিলম্ব হয়, এই জন্য এখন দেখালেম না। সে খানি আমার পিতার হস্তলিখিত। এই কারাগৃহের এক কোণে পেয়েছি। আমার মঙ্গল কামনা করে জগদীশ্বরের নিকট কতই প্রার্থনা করেছেন! তিনি যে শোকসূচক বাক্য গুলি বিন্যাস করেছেন, তা পাঠ কল্যে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়।

মন্ত্রী। তোমার মনে আশার সঞ্চারের জন্য জগদীশ্বরই সে কাগজ খানি মিলায়ে দিয়েছেন। জগদীশ্বর তোমার পিতার প্রার্থনা শুনেছেন, তার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি বিদায় হই।

প্রতাপ। এস ভাই—জগদীশ্বর তোমার অভিষ্ট সিদ্ধি করুন।

অবগুণ্ঠনবতী কালিন্দীর প্রবেশ।

প্রতাপ। (মণিমালিনী ভ্রমে) অন্ধকার মধ্যে যেন আলো-কের সমাবেশ হলো। প্রণয়িনি—

কালি। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক) তোমার মুখ হতে যে এমন মধুমাখা কথা বার হয়েছে—সুখের বিষয়।

প্রতাপ। কি কালিন্দি! আমার অত্যন্ত ভ্রম হয়েছে। (বিমর্ষ ভাব)

কালি। এ কি! আমার মুখ দেখে কি তোমার অসন্তোষ হলো! একবারে চমকিত হয়ে মুখ ফিরালে কেন? যদি মুখ দেখেই তোমার বাক্‌রোধ হয়ে থাকে—তবে না হয় আবার মুখ ঢেকে রাখি;— তুমি আমার ঐ মধুমাখা কথাটী বল—আবার প্রণয়িনী বলে সম্বোধন কর। ভুলে হোক—ভ্রান্তিতে হোক, কথাটী আমার কাণে মধুবৃষ্টি করেছে। ইচ্ছা আবার শুনি—শুনে কান জুড়াই! না—তুমি আর সে কথা মুখে আন্‌বে না। যে পাপীয়সীর দ্বারা তোমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে—হাতে পায় লৌহশৃঙ্খল পড়েছে—অন্ধকূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছ, সে পাপীয়সী রাক্ষসীকে আর ভাল কথা বল্‌তে ইচ্ছা হয় না! তা ভেবো না। প্রতাপ—আমি তোমারই! তোমার জন্য আমার মন হু হু করে জ্বল্‌ছে। যদি দেখ্‌তে চাও—বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে দেখাই—দেখ্‌লে তুমি আপনার দুরবস্থা ভুলে যাবে—তখন আমার জন্য কাঁদ্‌বে।

প্রতাপ। সুন্দরি! তোমার মত্ততা দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। তোমার মন মোহিত হয় আমাতে এমন গুণ নাই। আমার মনে সুখের লেশ নাই—আমি পথের কাঙ্গালী অপেক্ষাও

দুঃখী। তোমার রূপে নয়ন মোহিত হয় বটে,—কিন্তু মনে সে রূপের ছায়া পড়ে না,—কেন না মনে ছায়া পড়িবার আর স্থান নাই। তোমার কথায় কর্ণে সুধাবর্ষণ হয় বটে,—কিন্তু সে সুধা মনকে স্পর্শ কত্তেও পারে না,—কেন না, মন চিন্তাজালে জড়ীভূত। সুন্দরি! এ সকলই তুমি দেখ্‌তে পেয়ে ঔদাস্য কর কেন? তুমি মত্ততা দূর কর।

কালি। প্রতাপ! মত্ততায় অনেক মধু আছে। মত্ততা হতেই প্রণয়ের উৎপত্তি। মত্ততার নামান্তর প্রণয় বল্যে বোধ হয় দোষ নাই।

প্রতাপ। তুমি মত্ততার যে নামকরণই কর, তায় কোন ক্ষতি নাই। আমার এ অবস্থায় মনের কিছু মাত্র স্থিরতা নাই।

কালি। কোন্ অবস্থা?

প্রতাপ। পরাধীনতা,—বন্দীর মন অপেক্ষা স্বাধীনের মনের কত প্রসন্নতা তা বলা যায় না। স্বাধীন ভাবে মনের অনেক পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা।

কালি। প্রতাপ! আমা হতেই তোমার এ দুর্দ্দশা হয়েছে, কিন্তু আমি বলছি—প্রভাতের পূর্ব্বে তুমি স্বাধীন হবে। আমিও শীঘ্র পলায়ন করবো। এখন রাত্রি অনেক হয়েছে—তায় আবার রাজা একটী নিগূঢ় সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন—এখন পর্য্যন্ত নিদ্রা যান নাই। ফলে তোমার স্বাধীনতা পক্ষে আর কোন সন্দেহ করো না।

প্রতাপ। সুন্দরি! আমি এত দূর অনুগ্রহের পাত্র নই। যদি আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, তবে প্রত্যুপকারের চেষ্টা করবো।

কালি। আমি মন প্রাণ সকলই তোমায় সমর্পণ করেছি একণে তোমার ধর্ম্মে যা হয় কর। এখন আমি আসি।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। কালিন্দীর ন্যায় মোহিনী শক্তি অনেক স্ত্রীলোকের নাই কিন্তু পাপীয়সীর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, কালিন্দীকে পিশাচী বলে বোধ হয়। আমার যথার্থ মনের ভাব যখন কালিন্দী জান্‌তে পার্‌বে তখন না জানি ক্রোধে অধীর হয়ে কি একটা সাংঘাতিক কাজ করে বস্‌বে! অতি সুকৌশলে কালিন্দাকে উপেক্ষা কত্তো হবে।—ঐ আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি আস্‌চেন।

মণিমালিনীর প্রবেশ।

আমার জীবন, আমার স্বাস্থ্য, আমার স্বাধীনতা, আমার সর্ব্বস্ব!—এ অন্ধকূপে—এ জঘন্য কারাগারে আমি কেমন করে তোমার অভ্যর্থনা করি। এ দুরবস্থায় আমি তোমাকে কেমন করে আনন্দ উৎসাহের কথা বলি! হস্ত পদে বন্ধন শুদ্ধ আমি কেমন করে তোমার প্রসারিত বাহুযুগলের মধ্যবর্ত্তী হই,—তোমাকেই বা কি রূপে বক্ষে ধারণ করি! লৌহ ঘর্ষণে তোমার বক্ষঃস্থলে বেদনা হবে। আমাকে চোরের ন্যায়—আমাকে নরঘাতকের ন্যায় বন্ধন করে রেখেছ। মণিমালিনি! এমন কদর্য্য অবস্থাতেও তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো?

মণি। স্থানের ইতর বিশেষে সাক্ষাতের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, পুনঃ সাক্ষাতে আর বিচ্ছেদ

হবে না। বীর! এবার আমার সেই সাক্ষাৎ। আর আমি তোমার নিকট হতে যাব না। আজ হতে আমি তোমার অবস্থার অংশ ভাগিনী হলেম।

প্রতাপ। তোমার কোমল শরীর, এ সকল কষ্টসহ হবে কেন। নিষ্ঠুর বিধাতা আমাকে যে অবস্থায় ফেলেছেন, তা চক্ষেই দেখ্‌ছ। এখন আমার বোধ হয়, তোমার সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল ছিল। তা হলে তুমি অবশ্যই সুখী হতে পার্‌তে। তোমার নির্ম্মল হৃদয়ের প্রশস্ততা দেখে তোমার দিকে দৃষ্টি দিতেও ক্লেশ বোধ হচ্চে।

মণি। অত্যন্ত ভাল বাস বলেই এমন কথা বল্‌চো। তোমার নিকট হতে আমি আর কোন মতেই বিচ্ছিন্ন হব না। আমি এখন তোমার জীবনের সহচরী হলেম।

প্রতাপ। আমি নিজের অবস্থায় তত কাতর নই—তোমার অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত কাতর। তুমি রাজকুমারী,—সুখে তোমার কালাতিপাত হবে,—তোমার এত দুঃখ কেন? তুমি অঙ্গ রাজের এক মাত্র দুহিতা—ভবিষ্যতে তুমি রাজরাণী হবে। রাজা সৎপাত্র দেখে তোমার বিবাহ দিবেন, তার সন্দেহ নাই। আমাদের এই প্রণয় সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হলে আর রক্ষা থাকবে না। তোমার সাহস দেখে আমার আশঙ্কা হচ্চে।

মণি। এ সকল কথায় কি আমার প্রণয়গ্রন্থি শিথিল হবে মনে করেছ? কখনই না। জীবন মরণে আমি তোমার সহচরী হলেম। বীর! আমার যে আর গতি নাই!—আমার প্রাণ জুড়াবার আর স্থান কৈ? আমার আর কেহ নাই বীর!

প্রতাপ। উঃ—প্রিয়ে! তোমার আত্মা পরম পবিত্র। তুমি

আমার জন্য সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। তুমি রমণীরত্ন! জগদীশ্বর তোমার আশা ফলবতী করুন্।

কারাগৃহ দ্বারে কালিন্দী ও অনন্তরামের
প্রবেশ।

কালি। প্রতাপের স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন। তুমি কি রাজাজ্ঞা অবহেলা কর্‌ত্যে চাও? এই দেখ রাজাদেশ।

অনন্ত। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য—রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করি সাধ্য কি? তবে একটু বিলম্ব করুন্। এখন রাজকুমারী বন্দীর সঙ্গে কথা কচ্যেন। তিনি গেলেই আপনি যাবেন।

কালি। কি বল্যো—রাজকুমারী!—

প্রতাপ। প্রিয়ে! সর্ব্বনাশ! আমাদের গুপ্ত সাক্ষাৎ প্রকাশ হয়েছে। শীঘ্র গমন কর—প্রণয়সূচক বাক্যালাপ ত্যাগ কর।

মণি। আমার কথা সর্‌চে না—আমার গা কাঁপ্‌ছে।

প্রতাপ। যেন আমরা জান্‌তেই পারি নাই—এই ভাবে তোমাকে আগিয়ে দিয়ে আসি।

কালি। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, কান্‌তে কান্‌তে প্রতাপ মণিমালিনীকে বিদায় দিচ্যেন। প্রতাপের মুখে ব্যস্ততার চিহ্ন—মণিমালিনীর মুখে শোক চিহ্ন। এতো প্রণয়ের বিদায়। দেখি—ইহার রহস্য ভেদ কর্‌ত্যে হবে।

প্রতাপ। গোপনে গৃহ প্রবেশ কর্‌বে। তোমার নিরাপদ সংবাদ দিয়ে আমার শোক শান্তি কর্‌বে।

[মণিমালিনীর প্রস্থান।

কালি। (নিকটস্থ হইয়া) নরাধম—পাপিষ্ঠ—কৃতঘ্ন! এত অপ্রতিভ কেন?

প্রতাপ। এত শীঘ্র ও এমন অসময়ে তোমার আসা দেখে।

কালি। বড় অসময়ে এসেছি—তোমার বড় সুখে বাধা দিয়েছি। খুব প্রণয় জমিয়ে তুলেছ—দেখে বড় সন্তুষ্ট হলেম।

প্রতাপ। সুন্দরি—

কালি। আমি এত দিন রাজকুমারীর প্রাণবল্লভকে জান্‌তে পারি নাই। মহাশয়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি রাগে অন্ধ হয়ে অনেক কথা বলেছি—সে সকল মনে কর্‌বেন না। আপনি রাজ জামাতা—তা এত দিন জানি নাই। পাপিষ্ঠ! নরাধম! আমি তোমাকে মুক্তি দান কত্তে এসেছিলাম। এই দেখ রাজাজ্ঞা! কিন্তু আমার তায় কোন প্রয়োজন নাই। আমি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে চল্যেম। তুমি আমা অপেক্ষায় উচ্চ আশ্রয় পেয়েছ। আর তোমার চিন্তা কি?

প্রতাপ। তুমি কি আমায় এই ক্লেশের সময়ে তামাসা কত্তে এসেছ?

কালি। এসেছি।

প্রতাপ। আমার পক্ষে তোমার ব্যঙ্গ বিরক্তজনক। তামাসার পাত্রাপাত্র আছে। এ ব্যঙ্গের সময় নয়, অবস্থাও নয়।

কালি। তোমার অসময়ই বা কি—আর মন্দ অবস্থাই বা কি? এ কারাবাস রাজসিংহাসনকেও উপেক্ষা করে। রাত্রিকালে নির্জ্জনে রাজকুমারীর সহিত হাস্য পরিহাস কত্তে পেলে অনেকেই কারাবাস বাসনা করে। কি ভয়ানক সাহস! নরাধম—পাপিষ্ঠ—কৃতঘ্ন!

প্রতাপ। যথেষ্ট হয়েছে—আর না।

কালি। কৃতঘ্ন—পিশাচ!

প্রতাপ। পাপীয়সি—কলঙ্কিনি !

কালি। তোমার মৃত্যু নিকট।

প্রতাপ। চরিতার্থ হলেম।

কালি। কপটাচারী মিথ্যুক ! কার জন্য এখন তোমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা তা বুঝেছি।

প্রতাপ। যার জন্য মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি, তাও বুঝেছ।

কালি। নারকি কৃতঘ্ন ! কপট ! তোমার মুক্তি আর আমার দ্বারা হলো না। এই ভাবেই তোমার জীবন যাবে।

প্রতাপ। যাক্ তায় ক্ষতি নাই—তোমার দ্বারা মুক্তি পাওয়া-অপেক্ষা জীবন যাওয়াই ভাল ! পিশাচি ! ধর্ম্মের দিকে তোমার দৃষ্টি নাই—চরমে কি গতি হবে তার ভাবনা নাই ! অথবা তোমার সে ভাবনায় প্রয়োজন কি ? তুমি জাতিতে ম্লেচ্ছ। যথেচ্ছাচারই তোমার ধর্ম্ম ! চণ্ডালিনি ! কলঙ্কিনি ! তোর অনুগ্রহে মুক্তি লাভ ! সে মহাপাপ ! দূর হ।

কালি। কৃতঘ্ন ! তোর মৃত্যু আসন্ন। নতুবা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন ? তুই মনে করেছিস—কোন কৌশলে রাজকুমারী দ্বারা মুক্তি লাভ কর্‌বি ? সে পথে আমি এখনই কণ্টক দিব।—রক্ষি ! সাবধান যেন বন্দী পলায়ন না করে। জনপ্রাণীও যেন বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তো না পায় ! এমন কি রাজকন্যাও যেন আর প্রবেশ কত্তো না পান ! নরাধম ! আমার প্রণয়ের যে পুরস্কার দিয়েছিস্, তার ফল ভোগ এখনি কর্‌বি। অনুতাপের আর সময় নাই। আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এখনি প্রতিবিধান কর্‌বো।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। পাপীয়সী দূর হ—এতক্ষণে আমার চক্ষের পাপ গেল। যার নিকৃষ্টবৃত্তি এত প্রবল—সে ধর্ম্মপথে এক পদও চল্‌তে পারে না। পাপীয়সীর লজ্জা নাই—ধর্ম্মজ্ঞান নাই—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সংযমের ক্ষমতা নাই। উঃ জগদীশ্বর তোমার ইচ্ছা।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণিমালিনীর মন্দির।

মণিমালিনী ও জয়ার প্রবেশ।

জয়া। তার পর?

মণি। আমি মনের সুখে কথা কচ্চি—এমন সময় হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত। আমি তাকে দেখ্‌তে পাই নাই বটে, কিন্তু সে কালিন্দী ভিন্ন আর কেহ নয়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পিতা কালিন্দীর জন্য ব্যস্ত—কিন্তু কালিন্দী তাঁকে গ্রাহ্য ও করে না। কালিন্দীর মন বীরভূষণের দিকে। প্রতাপ যে বীরভূষণ তা বোধ হয় পিতাও জানেন না—কালিন্দীও জানে না।

জয়া। কি জানি ভাই—জানেন কি জানেন না, তা কেমন করে বল্‌বো।

মণি। পিতা জান্‌লে বীরভূষণকে এতদিন আস্ত রাখ্‌তেন না।

জয়া। কিন্তু ভাই আর এক কথা বলি—রাজা যদি এখন

জান্‌তে পারেন যে কালিন্দী প্রতাপের জন্য ব্যস্ত, তবে তো প্রতাপের জীবন সংশয়।

মণি। সখি! প্রতাপের জন্য তোমার ভয় নাই। আমার প্রতাপ আমার বীরভূষণ! আমার বীরভূষণের কেশ স্পর্শ করে সাধ্য কার! আমার প্রাণ থাকৃতে তা হতে দিব না। আমি তাঁকে মুক্তিদান করবো, সে জন্য না হয় অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দিব। জয়া! আমার আর আছে কে? পিতার স্বভাব জান। তিনি গুরুলোক তাঁর নিন্দা কত্তো নাই। তিনি যতই কেন মন্দ হোন না, তথাপি আমার পিতা, কিন্তু তাঁর কাছে আমার কোন সুখ নাই। তাঁর ইচ্ছা আমি জয়প্রকাশের সহধর্ম্মিণী হই। তিনি জয়প্রকাশকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেছেন। আমি যে বীরভূষণকে বিবাহ করেছি—আর সেই বীরভূষণই প্রতাপ—এ কথা তাঁকে বল্যে আর রক্ষা থাকবে না। আমার পক্ষে উভয় সংকট। যদি বলি বিবাহ হয় নাই—তা হলে মিথ্যা কথা হলো—তবেই পিতা জোর করে জয়প্রকাশের সঙ্গে বিবাহ দিবেন। ধর্ম্মে পতিত হতে হলো। যদি আত্মঘাতিনী হলেম, তবে মহা-পাপ স্পর্শ কল্যো। যে দিকেই হোক, আমার সর্ব্বনাশ।

জয়া। এখন কি উপায় কচ্যো।

মণি। আমি ভেবে চিন্তে কিছুই ঠিক্ কত্তে পারি নাই। মনে করেছি—কোন রকমে বীরভূষণকে মুক্ত করে, তাঁকে লয়ে পলায়ন করি। তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় তো দেখি না।

জয়া। রাজকুমারি! কোন দুঃসাহসিক কাজে হাত দিও না।

মণি। সখি! হাত না দিয়ে করি কি? জয়া আমার কে আছে বল্? জয়া—আমি রাজকুমারী হয়েও পথের কাঙ্গালিনী! আমার যে আর আশ্রয় নাই—আমার যে আর সহায় নাই।

জয়া। পরমেশ্বরই অসহায়ের সহায়। তাঁর নিকট প্রার্থনা কর—তিনি সকল দিক্ বজায় রাখ্‌বেন।

মণি। অনাথা অবলার কথা কি ভগবান্ শুন্‌বেন? সখি! এখন যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলেই সকল দিক্ বজায় থাকে। হে ভগবন্! দুঃখিনীর দুঃখের কি আর শেষ আছে? পরমেশ্বর! অনাথ নাথ! দীনবন্ধো! দুঃখিনীর প্রতি এক বার করুণা-কটাক্ষে চাও। দুঃখিনীর যে আর কেহ নাই! তুমি যদি রক্ষা না কর্‌বে তবে আমাদের মত দুঃখিনীরা কোথায় দাঁড়াবে? ভগবন্! তুমি ভিন্ন আর আমার আশ্রয় নাই। জগদীশ! অনাথ-বন্ধো! অখিলনাথ! অনাথিনীর কি আর রক্ষার উপায় নাই? হে ধর্ম্ম! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তোমায় পরিত্যাগ কর্‌বো না। পৃথিবীশুদ্ধ জীবে যদি আমার শক্রু হয়, তথাপি আমি তোমার আশ্রয় ত্যাগ কর্‌বো না। তুমি আমায় রক্ষা কর। সখি! এ জীবনে আর সুখ কি? মৃত্যু কি আমাকে ভুলে থাকৃলেন? মৃত্যু! তুমি আমাকে ক্রোড়ে লয়ে আমার সকল দুঃখের শান্তি কর। উঃ—কি পরিতাপ!

জয়া। সখি! আর কেঁদ না। ভগবান্ অবশ্যই তোমার পানে চাইবেন। চুপ কর,—শান্ত হও। ভয় কি? তোমার শরীরে পাপ নাই—তুমি কখনই কষ্ট পাবে না। চুপ কর।

জয় প্রকাশের প্রবেশ।

জয়। রাজনন্দিনি! তোমার শরীর অসুস্থ শুনে মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। সেই জন্য আমাকে একবার দেখ্‌তে পাঠালেন।

জয়া। রাজনন্দিনী এখন অনেক সুস্থ হয়েছেন সে জন্য কোন চিন্তা নাই।

জয়। আমি শুনে সুখী হলেম।

মণি। আপনার এতে সুখ কি?

জয়। আমার সুখ নয় তো কার সুখ? রাজ প্রতিজ্ঞাই আমার সুখের কারণ।

মণি। রাজপ্রতিজ্ঞা যে সফল হবে, তা কেমন করে জান্‌লেন।

জয়। রাজপ্রতিজ্ঞা কি কখন মিথ্যা হয়। রাজকার্য্যে মহারাজ বিশেষ ব্যস্ত থাকার জন্যই এত দিন সে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই—নতুবা এত দিন,—

মণি। তা মনেও কর্‌বেন না। আমার বিবাহ আমার ইচ্ছাধীন।

জয়। তোমার সহিত আমি সে বিষয়ের তর্ক কর্‌তে ইচ্ছা করি না।

মণি। স্থির জান্‌বেন—রাজাজ্ঞা সফল হবে না। তার আমার অনেক প্রতিবন্ধক আছে।

জয়। কেন?

মণি। আমি বিবাহ কর্‌বো না।

জয়। চিরকাল অনূঢ়া থাকৃবেন।

মণি। থাকৃবো।

জয়। অবশ্যই কিছু নিগূঢ় আছে।

মণি। অবশ্যই আছে।

জয়। আমি কি জান্তে পাই না?

মণি। আপনার তায় অধিকার কি?

জয়। অধিকার আছে।

মণি। কি অধিকার ?

জয়। মহারাজ আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন।

মণি। থাকুন,—তায় ক্ষতি নাই।

জয়। রাজপুত্রি! তুমি স্ত্রীলোক এ সকল বিষয়ে তোমার স্বাধীনতা নাই। তোমার পিতা যা স্থির কর্‌বেন—তাতেই তোমার মত দিতে হবে।

মণি। আচ্ছা—সে বিষয় আপনার সহিত পরামর্শ কর্‌বো।

জয়। আমি এ বিষয় রাজাকে জানাব।

মণি। অবশ্য।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

রাজোদ্যান।

রঙ্গলালের প্রবেশ।

রং। (স্বগত) আঃ—আজকাল যে সময় পড়েছে, খোসামোদ না কর্ত্তে পাল্যে কেউ তুষ্ট হন না। দেবতার পূজা কর্ত্তে হয়, পূজার মানে আর কিছুই নয়—কেবল খোসামোদ! পূজার মন্তর গুলি আর কিছুই নয়—কেবল তোষামোদ পূর্ণ। দেবতা-রাই যখন তোষামোদ প্রিয় তখন মানুষে হবে তার বিচিত্র কি! কিন্তু তাও বলি—খোসামোদ করাও একটু বিদ্যার কাজ। আমাকে দিয়েই তার দৃষ্টান্ত দেখনা কেন? লেখা পড়ার ধার

পারি না। গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কখন শর্ম্মা পদার্পণ করেন নাই। ঐ যে এক খোসামোদ করা বিদ্যা অভ্যাস করেছিলেম, তাতেই অনায়াসে দিন গুজরান হয়ে যাচ্যে—কোন চিন্তা নাই। ঐ জোরেতেই বাড়ী ঘর দোর করেছি, ব্রাহ্মণীর দশ খান অলঙ্কার প্রতীকারও হয়েছে—দশ টাকা সংস্থানও করেছি। এ কি বিদ্যার জোর নয়! লেখা পড়া না জেনে—গুরু মহাশয়কে পয়সা না দিয়ে—আর চুরি ডাকাতি না করে—সৎপথে থেকে দশ টাকা রোজগার সহজ ব্যাপার নয়। কারো ক্ষমতা আছে—কর দেখি বাবা, তবে বলি যে মানুষ, বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। আমরা যদি লেখা পড়া জান্তেম তবে কি আর রক্ষা থাক্‌তো? দেশে পয়সা রাখ্‌তেম না। আবার তাও বলি—ভাল লেখা পড়া জান্‌লে এ সিদ্ধকারী বিদ্যাটীও এমন অভ্যাস হতো না। একি সামান্য বিদ্যা। হঠাৎ কেউ যে এ বিদ্যায় হাত দেখাবেন তার জো নাই। রাজা বল্যেন 'জল উঁচু';—আমি অমনি বল্যেম 'আজ্ঞা উঁচু বৈ কি—প্রায় তিন হাত তের পোয়া উঁচু হবে।' রাজা বল্যেন 'না হে জল নীচু',—আমি অমনি বল্যেম 'আজ্ঞা নীচুই তো। নীচু বলে নীচু—যেন কূয়ার মত দেখ্‌চেন না'! রাজা বল্যেন 'রংলাল'—অমনি আমি বল্যেম 'আজ্ঞা'। এই যে আজ্ঞা বলাটী, এ বড় শক্ত। যাদের অভ্যাস নাই তারা কখনই পারবে না—বেসুরো হয়ে যাবে। প্রশ্ন যেমন সুরে হবে—উত্তরটী ঠিক্ সেই সুরে না হলে কখনই ভাল লাগ্‌বে না। যখন বল্‌বে—'রং—লা—ল,' অমনি উত্তর দিতে হবে 'আ—জ্ঞা'। সে সময় 'আজ্ঞা' শব্দটী ফুস্ করে,বল্যে ভাল লাগ্‌বে না। এ সকল বিশেষ অভ্যাসের কাজ। যাক্ সে সব কথা যাক্—এখন একবার মহারাজ এলে হয়, তা হলেই এক ছড়া চিকের কাজ করে

যাব। ব্রাহ্মণীর নেহাত্ ইচ্ছা, এবার ১ ছড়া চিক্ হয়। দেখা যাক্—মহারাজের আস্‌বের সময় প্রায় হয়ে এলো।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। কি হে রংলাল যে?

রং। আজ্ঞা।

রাজা। কতক্ষণ?

রং। বড় কমও নয়—বড় বেসিও নয়!

রাজা। চারি দণ্ড হবে প্রায়?

রং। আজ্ঞা—হবে।

রাজা। না দণ্ড দুই।

রং। আজ্ঞা দুদণ্ডই বটে।

রাজা। যা হোক তুমি এসেছ।

রং। আজ্ঞা—এসেছি।

রাজা। আহা—কেমন চারিদিকে সৌরভ বেরুচ্ছে।

রং। সৌরভ যাকে বল্‌তে হয়।

রাজা। ফুলের মধ্যে বেল অতি উত্তম।

রং। মহারাজ! ফুল যাকে বল্‌তে হয়। যেমন দেখ্‌তে তেমন গন্ধে। ফুলের শ্রেষ্ঠ।

রাজা। তবে আরো একটা কথা কি জান। গোলাপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

রং। আজ্ঞা গোলাপের তুল্য কি আর ফুল আছে। সব-রকমে শ্রেষ্ঠ—দেখ্‌তে, শুন্‌তে,—

রাজা। ফুলের আবার শুন্‌বে কি?

রং। উটী কথার টান মহারাজ!

রাজা। তোমার বড় দোষ। আমি যে কথাটী বল্‌বো—তুমি তারই প্রতিধ্বনি কর্‌বে মাত্র। তোমার নিজের কোন মতামত নাই। আচ্ছা বল দেখি—খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে উত্তম কি?

রং। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কোন্‌টার নাম করি। (অনেক চিন্তার পর প্রকাশে) ছাতু।

রাজা। দূর মূর্খ!

রং। মহারাজ—আমাদের পক্ষে ছাতু অতি উপাদেয় পদার্থ। অল্প পয়সায় পেট ভরা আর কিছুই নাই।

রাজা। তা সত্য কিন্তু দ্রব্য অতি অপদার্থ।

রং। আপনাদের নিকট।

রাজা। (স্বগত) ক্ষণকাল রঙ্গ করা যাক্‌। (প্রকাশে) শুন রংলাল! রামায়ণের সকল কথা বিশ্বাস হয় না।

রং। এক বর্ণও বিশ্বাস হয় না। জঙ্গলে বসে মুনি ব্যাটা মনে যা এসেছে, তাই লিখেছে। যদি তার লেখার জবাব দিহি কত্তো হতো তবে কখনো এমন সব অসঙ্গত কথা লিখ্‌তো না।

রাজা। কিন্তু তাও বলি—মুনি ঋষিরা কখনো মিথ্যা কন না। মিথ্যা কথায় তাঁদের লাভ কি?

রং। তার আর সন্দেহ কি! তাঁরা মিথ্যা কথা করেন কেন? তবে কি না কথাগুলি কিছু অসঙ্গত।

রাজা। অনেক অসঙ্গত আছে, কিন্তু তখন সে প্রকার ঘটনা সর্ব্বদাই ঘট্‌তো।

রং। মহারাজ! সে সব সত্যযুগের কথা ছেড়ে দেন।

রাজা। সত্যযুগ নয় রে খ্যাপা—ত্রেতা যুগ বল্‌।

রং। ঐ হলো—এপিঠ্‌ আর ওপিঠ্‌!

রাজা। তা বটে। আচ্ছা বল দেখি—রামায়ণের কোন্ কোন্ বিষয় তোমার বিশ্বাস হয় না? আমার তো কিছু অসম্ভব বলে বোধ হয় না।

রং। মহারাজ! আপনার যদি কিছু অসম্ভব বলে বোধ হয় না, তবে আমারই কোন্ হয়!

রাজা। তোমার কি কোন একটা নিজের অভিপ্রায় নাই?

রং। মহারাজ! আমি গরিব ব্রাহ্মণ—আমার আবার অভিপ্রায়?

রাজা। তথাপি—

রং। তথাপি কি জানেন মহারাজ! আপনার যায় সন্দেহ—আমাদেরও তায় সন্তোষ।

রাজা। মূর্খের অনেক দোষ।

রং। আজ্ঞা তা বটেই তো!

রাজা। আচ্ছা—রাবণের দশ মাথা, কুড়ি হাত তোমার বিশ্বাস হয়!

রং। এক এক বার বিশ্বাস হয়, আবার এক এক বার হয় না।

রাজা। কেন এক এক বার বিশ্বাস হয় না?

রং। দশ মাথা আর কুড়ি হাত শুদ্ধ নিকসার পেটের মধ্যে ছিল কেমন করে?

রাজা। আবার এক এক বার বিশ্বাস হয় কেন?

রং। রাক্ষুসে পেট—তার মধ্যে ত্রিভুবন ধত্তো পারে।

রাজা। ভাল রংলাল! মহাভারত কিছু স্মরণ আছে?

রং। কণ্ঠস্থ।

রাজা। আচ্ছা বল দেখি—কুন্তী আর দ্রৌপদীর মধ্যে কে অধিক সতী।

রং। দ্রৌপদী।

রাজা। কিসে?

রং। কুন্তী কেবল সন্তান কামনায় বার পাঁচ ছয় দেবতার আশ্রয় লয়েছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী এক কালে পাঁচটী লয়ে ঘর কন্না করেছেন।

রাজা। তামাসা হলো বুঝি!

রং। তামাসা কেন মহারাজ।

রাজা। এঁরা সব ত্রিভুবন বিখ্যাত সতী—তা জান।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

রং। মহারাজ যে কবিতা বল্যেন, এমন কবিতা আমারও সংগ্রহ আছে।

"অদি খুদি পুণির্ম্মাতা ভৈরবী রাধা বৈষ্ণবী।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

মহারাজ! যদি আপনার অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা আর মন্দোদরী সতী হন, তবে আমার অদি কলুনী, খুদী কুমারণী, পুণির মা, ভৈরবী ময়রাণী, আর রাধা বৈষ্ণবী এ পাঁচ জনেও সতী হবেন।

রাজা। তোমার এতও সংগ্রহ।

রং। না হবে কেন মহারাজ! আমি থাকি কতবড় রাজার সভায়!

রাজা। রংলাল! আমার এত যে ঝন্ঝাট, তথাপি তুমি যতক্ষণ কাছে থাক, ততক্ষণ মন বড় সন্তুষ্ট থাকে—এক্ষণে চল রাজ সভায় যাই।

রং। মহারাজ! অধীনের এক নিবেদন আছে।

রাজা। কি?

রং। কিঞ্চিৎ অর্থ—নচেৎ আজ বাটীতে অনর্থ ঘট্‌বে।

রাজা। আচ্ছা তা হবে এখন। ব্রাহ্মণী কি খড়্গহস্তে আছেন?

রং। খড়্গ হলে তো এক কালে নিবৃত্তি হতো—শতমুখী।

রাজা। শতমুখী কেমন লাগে?

রং। শীঘ্রই তার আস্বাদন পাবেন। ম্লেচ্ছরাজমহিষীর সঙ্গে যে পীরিত জমিয়ে তুলেছেন—শতমুখীর ভাবনা থাক্‌বে না। এক্ষণে চলুন।

রাজা। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপুরীর অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠ।

কালিন্দী ও শিখণ্ডীর প্রবেশ।

কালি। তোমার ভারি বিলম্ব হয়েছে। শেষ কি মীমাংসা হলো?

শি। আপনি রাজ সমীপে প্রতাপের নামে যে অভিযোগ করেছেন—তাই যথেষ্ট হয়েছে। তায় আবার রাজা একটা বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েছেন। বন্দীর মধ্যে মহীশ্বর বলে একজন প্রতিপন্ন লোক ছিল, সে পলায়ন করে বিদ্রোহীদলে মিশেছে, সেই সঙ্গে রাজ্যের কয় জন প্রধান প্রধান লোকও গিয়াছেন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতাপের যে কথা বার্ত্তা চল্‌ছে, এটী রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। এই সকল বিবেচনা করে রাজা প্রতাপের মস্তকচ্ছেদনের আদেশ করেছেন।

কালি। তবেই তো আমার সকল কৌশল নষ্ট হলো! তুমি ঐকবার এখনি রাজার নিকট যাও,—গিয়ে বলো যে প্রতাপের মস্তকচ্ছেদনের পূর্ব্বে আমি একবার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ বাসনা করি।

শি। রাজা শীঘ্রই এদিকে আস্‌বেন—যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

কালি। রাজার চক্ষে ধূলি দিয়ে প্রতাপকে বাঁচাতে হবে। প্রতাপ প্রাণের ভয়ে আমার হতে পারে—সেই জন্যই এত কৌশল। প্রতাপের যদি প্রাণ দণ্ড হয় তবে আর আমার বেঁচে সুখ কি? আমার প্রতাপগত জীবন হয়েছে। প্রতাপ আমার প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই বটে কিন্তু আমি একবারে তার আশা ত্যাগ করি নাই। তার প্রাণ দণ্ড হলেই আমার আশা একবারেই গেল। আমি প্রণয় পিপাসায় কাতর—সে পিপাসা শান্তির পদার্থ হাতে আছে বলেই আমার আশা আছে। শিখণ্ডি! এই বিপদের সময় আমার মন্ত্রী হও। কি কৌশলে প্রতাপের জীবন রক্ষা কত্তো পারি, তার মন্ত্রণা দেও। আমি হত বুদ্ধি হয়েছি—নিজে কোন মন্ত্রণা স্থির কত্তো অক্ষম।

শি। আমি প্রাণ দিয়ে আপনার কর্ম্ম করবো। আমি একটী পরামর্শ স্থির করেছি।

কালি। তোমাকে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে,—তোমার উপর আমি নির্ভয়ে নির্ভর কত্তো পারি। এই উপস্থিত বিপদ হতে সব দিক্ কিসে রক্ষা হয়, তা বলে আমার প্রাণ শীতল কর।

শি। আপনার ব্যবহারে আপনি পাছে ধরা পড়েন, এই আমার ভয়। এখন প্রাণ দণ্ড নিবারণ কত্তো গেলে রাজার মনে অনেক রকম সন্দেহ উপস্থিত হবে। আপনি রাজার নিকট প্রার্থনা করুন যে, প্রতাপের প্রাণদণ্ড প্রকাশ্যে না হয়ে খুব গোপনে হয়।

কালি। কি ছলে প্রার্থনা করি?

শি। আপনি রাজাকে বলুন—যে আমার আশঙ্কা হয়

পাছে কারারক্ষীরা ঘুস খেয়ে কোন রকমে প্রতাপকে মুক্তি দেয়। এখন রাজ্যের যে প্রকার অবস্থা, তায় এ সন্দেহ সম্ভব বলে বোধ হবে। প্রতাপের প্রাণদণ্ড ঘোষণা হলে বিদ্রোহী পক্ষেরা তার মুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বে। এই জন্যই গোপনের প্রয়োজন। তার পর আপনি বল্‌বেন যে আমার জন কতক বোবা চাকর আছে—তাদের দ্বারা প্রতাপের প্রাণ সংহার কত্তে হবে। সেই চাকর কয় জন ভিন্ন আর কেহ যেন প্রতাপের নিকট না যেতে পায়, এই অনুমতি লবেন। ঠাকুরাণি! রাজা আস্‌ছেন—সাবধানে কথা কবেন।

রাজা, শশিশেখর ও অনন্তরামের প্রবেশ।

রাজা। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা ধরা পড়েছে, তাদের এখনি কারাগারে নিক্ষেপ কর—আর যে তাদের দুজন সর্দার ধরা পড়েছে—কালি সিংহ আর করিম খাঁ—তাদের এখনি প্রাণ দণ্ড কর। এ কাজে যেন বিলম্ব না হয়।

শশি। মহারাজ! আমার এক প্রার্থনা আছে,—প্রতাপের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত এ আদেশ স্থগিত থাকে। তা হলে ইতিমধ্যে আমরা চক্রান্তের অনেক সংবাদ পেতে পার্‌বো।

রাজা। ভাল—তাহাই হোক। মহীধরের সংবাদ আন্‌তে যারা গিয়াছিল, তাদের মধ্যে কেহই এখনো ফিরে আসে নাই?

শশি। না মহারাজ। সিরাজ খাঁর ঘরে কতকগুলি কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে। সিরাজ খাঁ মহীধরের সঙ্গে পলাতক। সেই কাগজ গুলিতে এমন আভাস পাওয়া যায়, যে বীরভূষণ জলমগ্ন হয়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ম্লেচ্ছ দেশে গিয়ে রক্ষা পান। ম্লেচ্ছ

রাজের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনিই এই গত যুদ্ধ বাধান। তার পর এখন তিনি কলিঙ্গ দেশে গিয়ে সেনা সংগ্রহ কর্‌ছেন। আমাদের রাজ্য হতে যারা পলায়ন করেছে, শুনা-যায় তারা সেই দিকেই গিয়েছে। জনরবের সঙ্গে এ কথা অনেক-মিল্‌ছে।

কালি। (স্বগত) আঃ—এ কি! আমি এ কি কথা শুন্‌লেম! তবে কি সেই প্রতাপ—সেই বীরভূষণ! কি সর্ব্বনাশ! রাজা এ বিষয় জান্‌লে কখনই প্রতাপের জীবন রক্ষা হবে না—তা হলে আমারও আশা শেষ হলো! যা হৌক—যতক্ষণ আমার ক্ষমতা ততক্ষণ আমি প্রতাপের সমস্ত কথা গোপন রাখ্‌বো। দেখি কি হয়!

শশি। মহারাজ! নিতান্ত অসম্ভব নয় যে কেহ বীরভূষণের নাম ধারণ করে এসব কাজ কর্‌তেছে। যা হৌক ম্লেচ্ছ রাজ মহিষী এ বিষয়ের কোন অনুসন্ধান অবশ্য বল্‌তে পারেন। এরূপ কোন ব্যক্তি ম্লেচ্ছ রাজ সভায় কখনো উপস্থিত হয়েছিল কি না তা উনি অবশ্যই বল্‌তে পার্‌বেন।

রাজা। (কালিন্দীর প্রতি) সুন্দরি! রাজ্য সংক্রান্ত জটিল বিষয়ের কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক ছিলেম এই জন্য তোমাকে লক্ষ্য করি নাই—ক্ষমা কর।

কালি। মহারাজ! বিপদ্ অতি নিকট ও নিশ্চয়। আপনি বোধ হয় সব এখনো অবগত হন নাই। প্রতাপ জীবিত থাকৃতে আপনি নিরাপদ নন।

রাজা। প্রতাপের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছে।

কালি। সে উত্তম হয়েছে। সে সম্বন্ধে আমার আরও কিছু কথা আছে—শুন্‌লে আপনি অনেক বিষয় জান্তে পার্‌বেন। বীরভূষণ বলে একজন আমাদের দেশে উপস্থিত হয়েছিল—

গোপনে রাজার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করেছিল। তার অভিপ্রায় কি—তা আমি জান্‌তেম না। গত যুদ্ধ আরম্ভের সময় সে কোন্ দিকে চলে যায় তার ঠিকানা নাই। আমি আরও শুনেছি বীরভূষণ, মহীধর আর প্রতাপ এই তিনজন পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ।

রাজা। এ কথায় জনরব সম্পূর্ণ সত্য বলে বোধ হচ্যে।

কালি। সেই জন্য প্রতাপের প্রাণদণ্ড নিতান্ত আবশ্যক হয়েছে।

রাজা। বন্দীমাত্রেরই প্রাণবধের আজ্ঞা দেওয়া যাক।

কালি। একটু স্থির হোন। আরও কিছু কথা আছে—আপনি ও মন্ত্রী মহাশয় শ্রবণ করুন।

রাজা। শশিশেখর ভিন্ন সকলেই ক্ষণ কালের জন্য বাহিরে যাও।

[অনন্তরাম ও শিখণ্ডীর প্রস্থান।

কালি। আমাকে আপনি বন্দী করে এনেছেন, আমার প্রতি বন্দীর মত ব্যবহার না করে যত দূর ভদ্রোচিত ব্যবহার হতে পারে তা করেছেন। সে জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী। সেই ঋণ কিয়ৎ পরিমাণে পরিশোধের জন্য আমি অনেক অনুসন্ধানে প্রতাপের দুরভিসন্ধি জেনেছি। আপনার বিপক্ষে সে চক্রান্ত কর্‌তেছে। আর এটীও আমি জ্ঞাত হয়েছি—রক্ষীদের সঙ্গে প্রতাপের এমন বন্দোবস্ত হয়েছে যে প্রাণ দণ্ড সময়ে তারা কোন কৌশলে প্রতাপকে মুক্তি দেবে।

রাজা। তবে কি বিপদ্ এত নিকটবর্ত্তী?

কালি। নিশ্চয়!

রাজা। এখন উপায়?

কালি। সে পরামর্শও আমি স্থির করেছি। আমার ভৃত্য-গণ মধ্যে কতকগুলি বোবা লোক আছে, তারা বালককাল হতে মানুষমারার কৌশল শিক্ষা করেছে। তারা গোপনে প্রতাপকে হত্যা করুক।

শশি। সুন্দরী উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন।

রাজা। সুন্দরি! তুমি আমার যে উপকার কল্যে—আমি কি দিয়ে তার প্রত্যুপকার করিব। আমার রাজমুকুট তোমার চরণতলে রক্ষা করে কৃতজ্ঞের কাজ করি।

কালি। সে পরে বিবেচনা হবে। ইতিমধ্যে আপনি প্রধান রক্ষীকে আদেশ করুন, আমি যে সকল মূক ভৃত্যকে প্রতাপের নিকট পাঠাব, তদ্ভিন্ন যেন এক প্রাণীকেও প্রতাপের নিকট যেতে না দেয়।

রাজা। অনন্তরাম—

অনন্তরামের প্রবেশ।

দেখ অনন্তরাম! ম্লেচ্ছ রাজমহিষী প্রেরিত মূক ভৃত্য ভিন্ন অপর কেহ যেন প্রতাপের নিকট না যায়। সাবধান—বিপর্য্যয়ে প্রাণ দণ্ড হবে।

কালি। তারা ভিন্ন আর কেহ নয়। রাজকুমারীও যেন যেতে না পান!

অনন্ত। যে আজ্ঞা।

রাজা। যাও—সকলকে সাবধান কর।

[অনন্তরামের প্রস্থান।

শশি। (স্বগত) রাজা কালিন্দীর প্রণয়ে অন্ধ হয়েছেন। কালিন্দী যে রাজকুমারীর নাম করিল, রাজার কর্ণে তা প্রবেশ কল্যে না। (প্রকাশে) মহারাজ! কালিন্দীর কথার শেষ-ভাগটী আপনি মনোযোগ করে শুনেন নাই। বোধ হয় আপ-নার এমন বিশ্বাস হয় না যে রাজকুমারী এই চক্রান্তে মিলিত আছেন।

কালি। আমি শুনেছি রাজকুমারী বড় দয়াবতী—তিনি দয়া করে একবার প্রতাপকে দেখ্‌তে গিযাছিলেন।

রাজা। কি! মণিমালিনী—আমার কন্যা!— কারাগারে অপরাধী বন্দীকে দেখ্‌তে গিয়াছিল।

কালি। মহারাজ! বোধ হয় আপনার অনুমতি লয়ে রাজকুমারী গিয়াছিলেন।

রাজা। কখনই না! তুমি ভুল শুনেছ।

কালি। বটে! তবে এটী জনরব মাত্র। মহারাজ আমি এক্ষণে বিদায় হই। ভৃত্যগণকে কর্ত্তব্য আদেশ করি গে।

[কালিন্দীর প্রস্থান।

শশি। (স্বগত) এ রহস্যের ভিতর প্রবেশ করা সহজ নয়। সুন্দরীর কথা ও কাজে সমন্বয় নাই। একবার মিলছে আবার গোলাপ হয়ে যাচ্চে। বড় সুবিধা বোধ হয় না।

রাজা। কেমন শশিশেখর! কালিন্দীর নিকট আমরা এ সকল বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ ঋণী।

শশি। স্ত্রীলোকের কথায় আমি এত শীঘ্র বিশ্বাস স্থাপন কত্তে পারি না। এ কথা গুলি ভাল বোধ হয় না। প্রতাপের প্রতি কালিন্দীর ঘৃণা অথবা অপর কোন অভিসন্ধি থাকতে

পারে। মৃক ভৃত্যের নিয়োগ একটী বিশেষ ছলনা বলে বোধ হয়। রক্ষীবর্গ চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। কেমন করে—কালিন্দীকে এ কথা কে বলেছে? মধ্যাকালে প্রতাপের প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রার্থনা কল্যে মধ্যরাত্রে প্রতাপকে মুক্ত করবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রার্থনা কল্যে। আবার প্রাতঃকালে তার মৃত্যুর প্রয়োজন। আবার তার নিজের মৃক ভৃত্যের দ্বারা সেই মৃত্যু সাধিত হবে, নচেৎ প্রতাপ পলায়ন কর্‌বে। এত অসংলগ্ন কথা সহজে বিশ্বাস হয় না।

রাজা। কিন্তু এ কথাগুলিতে অনেক সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বীরভূষণ জীবিত আছে এটা বড় প্রয়োজনীয় কথা।

শশি। মহারাজ! আমি তা স্বীকার করি। রাজকুমারীর বিষয়ে এত সাবধানতার প্রয়োজন কি? তিনি প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এটী যদিও অসম্ভব তথাপি কালিন্দীর তার যায় আসে কি? তাঁর মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখে প্রতাপের মত্ততা বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে—এমন আশঙ্কা কালিন্দীর মন মধ্যে হয়েছে—মনে হয়ে ঈর্ষা হয়েছে—তাতেই আপনার সাক্ষাতে নানা কৌশলে নানা কথা বল্‌ছে।

রাজা। শশিশেখর! তোমার সন্দেহ সত্য—তোমার কথায় আমার জ্ঞানোদয় হলো। আমি অচৈতন্য ছিলেম, আমার এখন চেতনা হলো। কিন্তু ভাই—বল দেখি কারাগারে প্রতাপের সহিত মণিমালিনীর সাক্ষাতের ভাব কি?

শশি। কালিন্দীর বাক্যানুসারে প্রতাপ বীরভূষণের বন্ধু তখন সে সম্বন্ধে নিভৃতে উভয়ের সাক্ষাৎ নিতান্ত অসম্ভব বলে বোধ হয় না।

রাজা। ভূমি কম্পে যেমন হঠাৎ পৃথিবী কেঁপে উঠে,

তেমনি তোমার কথায় আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ্‌লো। মনোমধ্যে নানাবিধ চিন্তা উপস্থিত হলো। এখন বোধ হয় মনিমালিনীও চক্রান্তে লিপ্তা।

শশি। সে বিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত করা সহজ নয়। সময়ান্তরে আপনি বিবেচনা করে দেখ্‌বেন—আমিও বিবেচনা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ প্রকোষ্ঠ।

রাজা ও শশিশেখরের প্রবেশ।

রাজা। আমি তো কিছুই স্থির কত্তো পারি নাই।

শশি। সহসা কোন সিদ্ধান্ত কর্‌বেন না। জটিল বিষয়ের মীমাংসা সুস্থির হয়েই করা কর্ত্তব্য। রাজকুমারী আস্‌ছেন—কৌশলে রহস্য ভেদের চেষ্টা কত্তো হবে। আমাদের বিবেচনা যদি সত্য হয়, তবে এখনি রাজকুমারী প্রতাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বেন—তার সন্দেহ নাই।

মণিমালিনী ও জয়ার প্রবেশ।

রাজা। মণিমালিনী এসেছ—বেশ হয়েছে। একটী বিশেষ কার্য্যের জন্য তোমাকে প্রয়োজন হওয়ায় ডাকৃতে পাঠায়েছিলাম। জয়া ক্ষণকালের জন্য গৃহান্তরে যাক্। অতি গোপনীয় কথা বলেই এত সাবধানতার প্রয়োজন।

[জয়ার প্রস্থান।

মণি। কি কথা বলুন।

রাজা। নিকটে এস। তুমি কাঁপ্‌ছ কেন? তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ কেন? যেন কতই কেঁদেছ বলে অনুমান হচ্চে। তোমার এ কি অবস্থা?—কোথায় তুমি আনন্দে প্রফুল্ল হবে,—তা না হয়ে এমন ম্রীয়মানা কেন? কিসের দুঃখ? কিসের শোক?

মণি। (স্বগত) কি ছলনায় মনের ভাব গোপন করি? (প্রকাশে) আমার মনে সুখের লেশ নাই।

রাজা। তোমার এত দুঃখের কারণ কি? সত্য বল—এখনি যাতে তোমার দুঃখ শান্তি হয় তার উপায় করা যাবে।

মণি। আমার এ দুঃখ জগদীশ্বর প্রদত্ত। এতে মানুষের হাত নাই।

শশি। তুমি অঙ্গরাজের একমাত্র দুহিতা। তোমার অভাব কি?—তোমার দুঃখ—এ অসম্ভব!

মণি। আমার দুঃখের কথা কারো কাছে বল্‌তে আমি ইচ্ছা করি না। যদি কারো কাছে বল্‌লে সে দুঃখের শান্তি হবে জান্‌তেম তবে অবশ্যই আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ কত্তেম—কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। জগদীশ্বর ভিন্ন আর কারো দ্বারা আমার সে দুঃখের শান্তি হতে পারে না।

রাজা। (ক্রোধভরে) আমার নিকট কপটতা! আমার সমক্ষে প্রবঞ্চনা! দুশ্চারিণি! আমি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা সব শুনেছি।

শশি। রাজনন্দিনি! মহারাজের প্রশ্নে উত্তর দেও। কেন মিছে রাজার ক্রোধ বৃদ্ধি কর?

মণি। কি আর মাথা মুণ্ড উত্তর দিব। এ সকল অশ্রু কেবল শোক চিহ্ন।

রাজা। অশ্রুই তোমার নির্ব্বাক উত্তর—তোমার অপরাধের পরিচায়ক। অশ্রুগুলিতে আমাকে বলে দিচ্চে—দুরাচারিণী মণি-মালিনী কতকগুলি দুরাচার চক্রান্তকারীর সহিত পরামর্শ করে আমার জীবন সংহারের চেষ্টায় আছে। পাপীয়সি! সত্য কি না বল্! নিশাচরি! নীচগামিনি! পিশাচি!

মণি। (বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক) মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি বিধা হও—আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আর সহ্য হয় না। পিতার মুখে এমন দুর্ব্বাক্য! স্নেহময় বাক্যের পরিবর্ত্তে জঘন্য সম্বোধন!

রাজা। ক্রন্দনে ফল নাই, আর্ত্তনাদের প্রয়োজন নাই। এই সকল জঘন্য সম্বোধন হতে যদি নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা হয়, তবে সত্য কথা বল। আমাদের সন্দেহ দূর কর।

মণি। আমি কোন্ প্রশ্নের উত্তর দিব।

রাজা। শপথ করে বল্—কারাগারে দুরাচার প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ কত্তে গিয়াছিলি কি না?

মণি। গিয়াছিলেম সত্য। কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে যাই নাই। ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছি—আমার কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল না।

রাজা। (ক্রোধভরে) কলঙ্কিনি! কুলনাশিনি! মন্দ অভি-সন্ধিতে নয়! গিয়াছিলি স্বমুখে স্বীকার করেছিস্! দূর হ! আমি সেই দুরাচার নরাধম প্রতাপকে এখনি খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলবো! মানুষে যে কষ্ট সহ্য কত্তে না পারে—সেই কষ্ট দিব। আমার নির্ম্মলকুলে কলঙ্কপাত! শৃগাল হয়ে সিংহের ঘরে চুরি! বামনের চন্দ্রস্পর্শ বাসনা! এখনি যদি তার মস্তকচ্ছেদন করি—তবে তো তার সকল কষ্ট একবারে দূর হয়। তা হবে না। তার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করে লবণ প্রয়োগ কত্তে হবে! লৌহ শলাকা

দগ্ধ করে তার গাত্রে বিদ্ধ কত্তে হবে! তাকে জীবিতাবস্থায় কুকুর দিয়ে খাওয়াতে হবে!

মণি। কি সর্ব্বনাশ! পিতা ক্ষান্ত হোন। চরণে ধরি—ক্ষান্ত হোন।

রাজা। মোর্ পাপীয়সি! বীরভূষণ জীবিত, তা আমি জ্ঞাত হয়েছি। প্রতাপ কে, তাও আমি সবিশেষ জেনেছি।

মণি। (বক্ষে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! তবেই তো সমুদায় প্রকাশ হয়েছে! প্রতাপ কে তাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে! আমি যদি প্রাণ দিতে যাই তথাপি আমি তাঁকে গোপন করবো। (প্রকাশে) পিতঃ! তাঁকে যত কষ্ট দিবেন বলেছেন আমি সে সমুদায়ই সহ্য কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—আপনি তাঁর কেশস্পর্শ করবেন না। আমি নিজের প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করবো। পিতা! আমি নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যদি বন্দী প্রতাপের উপর আপনার ক্রোধ শান্তি না হয়—যদি তাঁর প্রাণ বধ করা আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ বোধ হয়,—তবে আমি আমার মস্তক দান করে দিচ্চি অগ্রে আমার মস্তকচ্ছেদন করে তবে বন্দীর দণ্ড বিধান করবেন। আমি প্রাণ থাকতে প্রতাপের দণ্ড চক্ষে দেখতে পারব না।

রাজা। কি আমার সমক্ষেও এই ব্যবহার! পাপ স্বীকা-রের আর বাকি কি? আমার সম্মুখ হতে দূর হ পাপীয়সি!

মণি। (জানুপাতিত হইয়া) পিতঃ! স্নেহ চক্ষে সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমার অপরাধ বিবেচনা করে দেখুন। পিতার কাজ করুন—পিশাচের ন্যায় কাজ করবেন না। আপনি রাজ্যেশ্বর রাজা, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন আপনার হস্তে, আপনি অবিচার কল্যে কলঙ্কে পৃথিবী পূর্ণ হবে—নিষ্কারণে

কর্ণপাত কত্তো পারবেন না। আমি অল্প বুদ্ধি অবলা—তথাপি আমার কথা শুনুন।

রাজা। দূর হ পিশাচি! রাক্ষসি! কুলটা! আমার সম্মুখ হতে দূর হ! তোর মুখ দর্শন কত্তো চাই না!

মণি। পিতঃ! যতক্ষণ আপনি তাঁর প্রাণদণ্ড আজ্ঞা রহিত না কর্বেন—ততক্ষণ আমি এখান হতে এক পাও নড়বো না। প্রাণ যায়—যাক. তায় ক্ষতি নাই—তথাপি আমি এখান হতে যাব না।

রাজা। কার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত কত্তো বলিস্ পাপীয়সি! মন্দভাগিনি! যদি সবংশে নির্ব্বংশ হতে হয়, তথাপি সে দুরাত্মার রক্ষা নাই। আমার সম্মুখ হতে দূর হ। দাসীরা কোথায়?—দুর্ব্বৃত্তাকে শীঘ্র আমার সম্মুখ হতে লয়ে যাক।

জয়া ও অপরাপর দাসীর প্রবেশ।

মণি। আমি কখনই যাব না। আমার স্বামীকে অব্যাহতি না দিলে আমি কখনই যাব না।

রাজা। স্বামী—স্বামী—বলিস্ কি কলঙ্কিনি! স্বামী কে?

মণি। সেই বন্দীই আমার স্বামী।

রাজা। বিষ আন—বিষ আন—অস্ত্র কৈ!

মণি। উঃ—(মূর্চ্ছিত প্রায়া)

শশি। ধর—ধর—

মণি। আমাকে আর ধত্তো হবে না—আমি পড়ি—আমি মরি—কিছুমাত্র ক্ষতি নাই—আমার আর কে আছে? কার জন্য আমি আর জীবন রাখি? যিনি আমার জীবন সর্ব্বস্ব—যদি তাঁরই জীবন গেল—আমার জীবনে আর ফল কি? তিনি আমার

স্বামী—তাঁকে মারো—আর কাটো—তথাপি তিনি আমার স্বামী।

রাজা। আমি এ কি শুন্‌ছি—আমার কি ভ্রম হচ্যে! আমার কি বুদ্ধিভ্রংশ হলো? কে তোর স্বামী?

মণি। সেই বন্দী—প্রতাপ আমার স্বামী।

রাজা। প্রতাপ!

মণি। হাঁ—জগদীশ্বর সাক্ষী। জগদীশ্বরকে সাক্ষী করে পরস্পরের অভিমতে বিবাহ হলে যদি তাকে ধর্ম্ম বিবাহ বলা যায় তবে আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী। প্রতাপ আমার স্বামী,—প্রতাপ কেন—বীরভূষণ!

রাজা। আমার মস্তক ঘূর্ণিত হলো—আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হলো—আর আমি কিছু শুন্‌তে চাই না—যা শুনেছি তাই যথেষ্ঠ। পাপিষ্ঠা! নীচাশয়া! আমি এখনি নরাধম প্রতাপের মস্তকচ্ছেদন কর্‌বো। আমি চল্যেম—এখনি প্রতাপের দণ্ড বিধান কর্‌বো! মন্ত্রী সাবধান—যেন পাপিষ্ঠা নিজ জীবনের উপর অত্যাচার না করে।

[প্রস্থান

মণি। (উঠিয়া) পিতা—যাবেন না—যাবেন না—একটু বিলম্ব করুন—আমার একটী কথা শুনুন। আঃ—গেলেন—গেলেন।

শশি। রাজনন্দিনি! শান্ত হোন।

মণি। ধিক্ আমাকে—আমি পিতার দয়ার উদ্রেক কত্যে পাল্যেম না! আমি তাঁকে ধরে রাখ্‌তে পাল্যেম না! আমার ক্রন্দনে পিতার মনে স্নেহ সঞ্চার হলো না! আমাকে ধিক্! পিতা গেলেন—কোথায় গেলেন? প্রাণনাথের প্রাণদণ্ড বিধান

কর্ত্তে গেলেন! বীরবর বীরভূষণের প্রাণবধ কর্ত্তে গেলেন! হায় হায়—

শশি! রাজকুমারি! অত্যন্ত শোকে তোমার জ্ঞানের ব্যতিক্রম হয়েছে। বীরভূষণ কোথায়? তিনি তো নিকটে নাই যে তাঁর প্রাণে তোমার এত আশঙ্কা! তাঁর জন্য তোমার চিন্তা কি?

মণি। বর্ব্বর! তোষামোদা! ধিক্—তোমার বংশে ধিক্! এ শোকের মূল তোমরাই। তুমি কি জান না—প্রতাপ আর বীরভূষণ ভিন্ন নহে! যে প্রতাপ সেই বীরভূষণ।

শশি। সে কি?

মণি। তটস্থ হলে যে? কি শুনে একবারে চমকে উঠ্‌লে? মৃত্যু নিকট বলে এমন হলে? না আমার বীরভূষণের প্রাণান্ত সময়ের চীৎকার শুনে কেঁপে উঠ্‌লে? ঐ শুনো পিতা চীৎকার কচ্চেন—"বধ কর! এখনি নরাধমকে বধ কর!" আমি চল্লেম—আমি চল্লেম প্রাণনাথের প্রাণ রক্ষা করবো নিজের প্রাণ দিয়ে প্রাণবল্লভকে বাঁচাব।—আমি চল্লেম—চল্লেম.—

[সহচরীগণ সঙ্গে দ্রুতবেগে প্রস্থান।

শশি। কি আশ্চর্য্য! আমি যত শুনে চমৎকৃত হয়েছি। যে প্রতাপ—সেই বীরভূষণ। আবার ছুঁড়া বলে বীরভূষণ তার স্বামী। তা হলেই তো দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ! তবে আমার জয়প্রকাশের উপায় কি? তার যে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ভেবেছিলেম—তা তো আর দেখি না। তবে তো জয়প্রকাশের মস্তকে রাজমুকুট দিতে পাল্লেম না—আমার বংশে তো আর রাজবংশ নাম দিতে পাল্লেম না। আমার সমুদায় চেষ্টাই বিফল হলো।

দেখি—কিছু করে উঠ্‌তে পারি কি না। আমি যদি রাজাকে এমন কথা বলি যে মণিমালিনীর বিবাহ হয়ে গেছে—তাতে যদি রাজা বলেন, যা হয়েছে তার আর হাত কি? তবেই তো সব ফুরালো। যদিও ইন্দ্রনীলের বংশে রাজার জাতক্রোধ—তথাপি যদি কন্যার মায়াতে সে ক্রোধ পরিত্যাগ করেন—তবেই তো আমার সব আশা গেল। উপায় কি? (চিন্তা) আচ্ছা সেই ভাল। রাজাকে এই কথা বলি যে প্রতাপ বীরভূষণের বন্ধু। তাও খুব ভাল বোধ হচ্যে না। আর একটা কিছু স্থির কত্তো হবে। এমন উপায় কত্তো হবে যে কোন দিকে তার ছিদ্র না থাকে। কেও হলধর এলে? বেস সময়ে এসেছ।

হলধরের প্রবেশ।

হল। মহারাজ আপনাকে ডাক্‌ছেন। শীঘ্র আসুন। বিশেষ কথা আছে বলেছেন।

শশি। আঃ—এ সময়ে আবার রাজার ডাক্! ওহে হল-ধর! বলগে আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।

হল। যদি আপনার এমন ইচ্ছা হয়, তবে বলি গে—তাঁর সাক্ষাৎ পেলেম না।

শশি। বেস কথা—তাই বল গে। আর শুনো—একটা কাজে তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন হয়েছে। তুমি ভিন্ন আমার সে কাজ উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই।

হল। আমি তো আপনারই আছি—যা আজ্ঞা করেন।

শশি। তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে—সেই জন্যই তোমার উপর সে কাজটীর ভার দিব।

হল। আপনার যা ইচ্ছা আজ্ঞা করুন—আমি প্রাণ পণে সাধন করবো।

শশি। ম্লেচ্ছ রাজমহিষী কালিন্দীর সঙ্গে যে সকল লোক জন এসেছে—তাদের তুমি দেখেছ? তাদের মধ্যে জন কতক বোবা আছে শুনেছি।

হল। হাঁ আমি তাদের দেখেছি। তারা সঙ্কেতে কথা কয়।

শশি। তাদের এক জনের একটা পোশাক আমাকে শীঘ্র এনে দিতে হবে। যদি একজনের প্রাণবধ করেও আন্‌তে হয়, তাতেও ভয় করো না। আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।

হল। সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। যখন আমার উপর ভার দিলেন তখন ভাবুন যে সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোথায় এসে আপনার সাক্ষাৎ পাব।

শশি। আমার গৃহে। বিশেষ সতর্ক হয়ে কাজ করবে। আর মহারাজকে বলগে যে আমার দেখা পেলে না। বুঝেছ!

হল। যে আজ্ঞা।

[হলধরের প্রস্থান।

শশি। এই বার ঠিক হয়েছে। এ কৌশল আর ব্যর্থ হবে না। বীরভূষণের প্রাণবধ হবে, মণিমালিনীর আশা যাবে। তখন রাজাকে বলে কয়ে জয়প্রকাশকে রাজ জামাতা করবো। তা হলেই রাজসিংহাসন, রাজমুকুট, রাজছত্র, রাজদণ্ড সমুদা-য়ই আমার হস্তগত হলো। এই বেস পরামর্শ হয়েছে। এখন যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজগৃহের অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠ।

রাজা, অনন্তরাম ও হলধরের প্রবেশ।

রাজা। কি উৎপাত! এমন সময় অনুপস্থিত! কোথাও দেখা পেলে না?

হল। আজ্ঞে না।

রাজা। হঠাৎ এর মধ্যে কোথায় গেলেন? আমি অস্থির করেছি। অনন্তরাম—

অনন্ত। আজ্ঞা।

রাজা। কেহই প্রবেশের অনুমতি চায় নাই?

অনন্ত। আজ্ঞা না।

রাজা। শিখণ্ডী নয়,—স্বয়ং কালিন্দী নয়—মূক কৃত্য নয়। কেহই নয়?

অনন্ত। না মহারাজ। অনুমতি প্রার্থনা দূরে থাকুক—কারাগারের দ্বারেও কেহ যায় নাই।

রাজা। আমি যেমন বলেছিলেম, প্রতাপকে সেই মত করে রেখেছ তো?

অনন্ত। আজ্ঞা ঠিক সেই মত করে রেখেছি, তুমি শয্যায় চিৎ করে শুয়ে আছে পার্শ্ব পরিবর্তনের উপায় নাই—হাত পায় শৃঙ্খল দিয়ে টানা বাঁধা আছে।

রাজা। উত্তম করেছে।

এক জন যুবকের প্রবেশ এবং রাজাকে দেখিয়াই পলায়ন।

দেখ তো হলধর—ব্যাটা এসেই আমাকে দেখেছে—আর অমনি

ভয় চকিত হয়ে পশ্চাৎবর্ত্তী হয়েছে। বুকে হাত দিয়ে যেন কিছু লুকায়ে রেখেছে বোধ হলো। ওরা কালিন্দার লোক। ব্যাটার অভিপ্রায় কি? আমার সন্দেহ হচ্চে।

[হলধরের প্রস্থান।

উঃ—মনের সন্দেহ কিছুতেই মেটে না। চারি দিকে রাজবিপ্লবের সংবাদ—ঘরে কালসাপিনী। জানি না অদৃষ্টে কি আছে!

এক খানি কাগজ হস্তে হলধরের প্রবেশ।

হল। যেমন কর্ম্ম—তেমনি ফল হয়েছে।

রাজা। কি হলো?

হল। আমি যাই ব্যাটাকে ধরেছি—অম্‌নি ব্যাটা তাড়াতাড়ি বুকের কাপড়ের ভিতর হতে এই কাগজ খানি বার্ করে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ব্যাটাকে ধরে টানাটানি কত্তে ব্যাটা কোমর হতে এক খানি ছোরা বার্ করে আপনা আপনি বুকে মেরে মরে গেল। কাগজ খানা গিলে ফেল্‌তে পারেনি। আমি এই কাগজ খানা এনেছি। (কাগজ প্রদান।)

রাজা। শীঘ্রই মৃত দেহটা সরিয়ে ফেল। হঠাৎ কালিন্দী এসে না দেখ্‌তে পায়।

হল। (স্বগত) বেস হলো—পোশাকটা হাতিয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের কার্য্যোদ্ধার করি।

[প্রস্থান।

অনন্ত। (স্বগত) কাগজ খানি কিসের? রাজা কাগজ খানা পড়্‌তে পড়্‌তে বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌লেন যে?

রাজা। (পড়িতে পড়িতে) একি ! পায় পায় শত্রু ! সকলেই চক্রান্তে লিপ্ত। আমার গৃহ মধ্যেই পরম শত্রু। (পাঠসমাপনান্তে) উঃ— প্রাণ বড় অস্থির হলো—কে আছে ?

অনন্ত। মহারাজ আমি এখানে উপস্থিত আছি।

রাজা। দুরাত্মা—তোর এই কাজ! পাপিষ্ঠ! নরাধম! কৃতঘ্ন ! ভৃত্যের হাতে ধন প্রাণ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুতে হয়—এই কি তোর প্রতিফল! বিশ্বাসঘাতক! জানিস না—এখনই তোর মস্তক চ্ছেদন করবো। প্রতাপ যে বীরভূষণ তা তুই বেস জেনেছিস্! মণিমালিনা যে প্রতাপের নিকট গিয়ে পরামর্শ করে, তাও তুই জেনেছিস্! চারি দিকে চক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে তুই অবশ্যই আছিস! আমার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আমারই সর্ব্বনাশ! থাক্—এখনি তোর উপযুক্ত দণ্ড দিব।

অনন্ত। মহারাজের কথায় আমি অজ্ঞান হলেম্। এ কি কখন হতে পারে ?

রাজা। আবার মিথ্যা কথা! কালিন্দীর সহিত তোর পরামর্শ হয়েছে। এই দেখ্—পত্র মধ্যে কি লেখা রয়েছে। (পত্রমধ্যস্থ কিয়দংশ পাঠ) "তথাপি আমি তোমাকে মুক্ত করবো" আবার এক স্থানে লেখা রয়েছে "কারারক্ষীগণের উপর আমার ক্ষমতা আছে।" দেখ্রে দেখ্—বিশ্বাসঘাতক! প্রবঞ্চক! কৃতঘ্ন !

অনন্ত। কালিন্দীর আজ্ঞা পালন কত্তে আপনিই তো আদেশ দিয়াছেন ?

রাজা। (পত্রপাঠ) "বীরভূষণ! তথাপি আমি তোমাকে কারাগার হতে মুক্ত কর্‌বো!" দুরাচার দুরন্ত বীরভূষণ! পতিতা অবিশ্বাসিনী কালিন্দী! কলঙ্কিনী কন্যা! কোন্ দিক্ রক্ষা

করি? চারি দিকেই বিপদ! কালিন্দীর কি ভয়ানক নীচ প্রকৃতি? পবিত্র প্রণয়ের কি এই পরিণাম! এই বিশ্বাসঘাতক-দের হাতে হাতে প্রতিফল না দিয়া আর শান্ত হতে পারি না। নরাধম পাজি! আমার কথার উত্তর দে।

অনন্ত। (করযোড়ে) আমরা পুরুষানুক্রমে এ সংসারের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আসছি, কিন্তু মহারাজ! আমরা কখনই অবিশ্বাসী নই—আমরা এরূপ কুৎসিত গালির পাত্র নই। যদি অবিশ্বাসের কাজ করে থাকি—এখনি তার দণ্ড বিধান করুন।

রাজা। কি—আবার উত্তর! এই তোর উপযুক্ত পুরস্কার। (আঘাত করিতে উদ্যত) জানিস্—তোর ধনপ্রাণ আমার এক মুহূর্তের আরামের সঙ্গেও তুলনা হয় না! এখন আমার আজ্ঞা শোন—যদি সে আজ্ঞা প্রতিপালন না করিস্—প্রাণদণ্ড কর্‌বো। তুই স্বহস্তে এখনি বীরভূষণকে কেটে আস্‌বি নচেৎ তোর নিস্তার নাই। ভটস্থ হলি যে!—প্রতিজ্ঞা কর্—নতুবা—

অনন্ত। যে আজ্ঞা।

রাজা। স্বহস্তেই।

অনন্ত। এখনি?

রাজা। এই দণ্ডে। যেন কালিন্দী তাকে মুক্ত কত্তো গিয়া দেখে যে তার বীরভূষণ অসাড়—অচৈতন্য—মৃত! (অনন্তরামের গমনো-দ্যম) আর শোন—স্বতন্ত্র একটা কৌশল করে কালিন্দীর অন্তর্দাহ কত্তো হবে।—প্রতাপের জীবনসংহারের পর তার পোশাক এনে আমাকে দিবি। আমি সেই পোশাক পরিধান করে সেই স্থানে গিয়ে শুয়ে থাক্‌বো—কালিন্দী যখন আহ্লাদে গদ গদ হয়ে বীর-ভূষণকে মুক্ত কত্তো আস্‌বে সেই সময় আমি তার উপযুক্ত প্রতি-

ফল দিব। পাপায়সী জানে না যে আমি তার সকল রহস্য জান্‌তে পেরেছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

কালিন্দী ও শিখণ্ডীর প্রবেশ।

কালি। বোবা ব্যাটা এখনো ফেরেনি বটে! শিখণ্ডি! তোমার অভিসন্ধি বুঝি বিফল হলো—তোমার পরামর্শেই বুঝি সর্ব্বনাশ হলো—অদৃষ্টে কি আছে কিছুই বলা যায় না।

শিখ। আমার অভিসন্ধি কখনই বিফল হবে না—যদি হয়, তাতে আমার দোষ কি? আমি তো মন্দ অভিপ্রায়ে করি নাই!—আপনার মন্দ হবে, তা তো একবারও ভাবি নাই! যদি আপনার অমঙ্গল সাধনের জন্য আমি এমন করে থাকি—জগদীশ্বর সাক্ষী—আমি শপথ করে বল্‌ছি—এখনি আমার মস্তকে বজ্রপাত হোক্‌।

কালি। যা হোক—এখন হতে বিশেষ সাবধান হতে হবে। ঐ ব্যাটা বোবা যেন সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে, এমন কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করে দেবে। আর তাদের সঙ্গে এমন কোন প্রাণনাশক বিষ থাকে যে পান কর্‌লেই বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়। উঃ—প্রতাপ অথবা বীরভূষণ! তুমি যেই হও—তথাপি আমি তোমাকে মুক্তি দেব,—জীবনে মরণে তোমার অনুগামিনী হব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মণিমালিনীর মন্দির।

মণিমালিনী ও জয়া আসীনা।

জয়া। রাজনন্দিনি! কেঁদে কেঁদে সারা হলে যে? আহার গিয়েছে,—নিদ্রা গিয়েছে,—সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে! এখন কেবল কান্না, কেবল কান্না! শ্রাবণের ধারার মত চখের জলের বিরাম নাই। কেঁদে কেঁদে মারা পড়্‌বে যে!

মণি। সখি! ভয় নাই,—আমার মৃত্যু কোথা? মৃত্যু আমাকে ভুলে আছেন। মলে তো আমি বাঁচি! আমার মত হতভাগিনীর বাঁচায় ফল কি?

জয়া। ও কথা কি বল্‌তে আছে? শত্রুর মরণ হোক।

মণি। কেন এমন কথা বল্‌বো না? পৃথিবীতে আমার আর আছে কে? সখি! আমি পথের কাঙ্গালিনী।

জয়া। রাজনন্দিনি! এমন কথা মুখে এনো না। তুমি রাজনন্দিনী,—রাজার ঝি; তোমার অভাব কিসের?

মণি। সখি! আমার সকলি অভাব। আমার আছে কি?

জয়া। রাজকুমারি! তোমার নাই কি? তুমি অমররাজের এক মাত্র কন্যা। সৎপাত্র দেখে আজ বৈ কাল তোমার বিবাহ দিবেন। রাজা অবর্ত্তমানে এই বিস্তীর্ণ রাজ্যই তোমার,—তবু তুমি বল—আমার আছে কি?

মণি। সখি! তোমার বুদ্ধি নাই। আমার কি আর

কেহ আমার রয়েছে যে আমি বেঁচে থাকবার জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবো?

জয়া। তোমার নাই কি? যখন তোমার পিতা বর্ত্তমান আছেন, তখন তোমার সকলি আছে।

মণি। সখি! অবশ্য আমার পিতা আছেন—তা স্বীকার করি, কিন্তু জয়া বল দেখি, যে পিতা সন্তানের ক্রন্দনে কর্ণপাত কল্যেন না,—যে পিতা এক মাত্র কন্যাকে বিধবা কত্তে উদ্যত হয়েছেন, সে পিতার কাছে কি কিছু সুখ আছে?

জয়া। হঠাৎ মহারাজের অত্যন্ত রাগ হয়ে পড়ায় তিনি এমন করেছেন। সন্তানের প্রতি পিতার ক দিন রাগ থাকে? হয় তো এতক্ষণ তিনি সে রাগ ভুলে বসে আছেন।

মণি। সখি! তোমার সরল প্রকৃতি বলেই এমন সব কথা তোমার মুখ দিয়ে বার হচ্চে। সখি! পিতার দোষ মুখে প্রচার কত্তে নাই। তিনি আমার উপর যতই কেন অত্যাচার করুন না,—তথাপি আমি তাঁর দোষ দশ জনের কাছে বলতে পারি না। তুমি আমার ব্যথার ব্যথিত বলেই সকল কথা তোমার কাছে প্রকাশ করি। জয়া—রাজা ভাল হলে কখনো তাঁর রাজ্যে বিদ্রোহ হয়? তা মনেও করো না। প্রজারঞ্জন রাজার কখনো কোন অমঙ্গল নাই।

জয়া। রাজনন্দিনি! শত্রু মিত্র সকলেরই থাকে।

মণি। তা সত্য—কিন্তু যিনি আপনার লোকের মনোরঞ্জন কত্তে সমর্থ নহেন, তিনি যে প্রজাসাধারণের মনোরঞ্জন করে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করবেন—এ অতি অসম্ভব।

জয়া। তা সত্য,—কিন্তু মহারাজ এখনো তো তোমার প্রতি কোন বিশেষ অত্যাচার করেন নাই।

মণি। সখি! আর তুমি এমন কথা বলো না। তিনি করেন নাই কি? আমার জীবিত সর্ব্বস্ব বীরভূষণের মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দিয়াছেন—তিনি আর কি করবেন?

জয়া। কি সর্ব্বনাশ! শেষে কি এমন আজ্ঞা দিয়াছেন?

মণি। সখি! তুমি এতক্ষণ অন্ধকারে ছিলে, কিছুই জান্‌তে পার নাই। পিতা আমার সর্ব্বনাশের আদেশ দিয়াছেন। কালিন্দী কাল হয়ে এসেছে পিতা কালিন্দীর কথা বেদ প্রমাণ মান্য করেন। কালিন্দী পাপীয়সী তার কথায় যাঁর বিশ্বাস—তাঁর আর পদার্থ কি আছে?

নেপথ্যে। বধ কর, বধ কর।

মণি। বাহিরে এত কিসের গোল?

নেপথ্যে। বিদ্রোহীদের বধ কর।

মণি। সখি! কিসের গোল একবার শুনে এস দেখি।

জয়া। রাজকুমারি! আমি গেলেই এখনি তুমি কাঁদবে।

মণি। না সখি তুমি এখনই যাও।

জয়া। আমি চল্লেম—কিন্তু তুমি আর কেঁদো না।

[জয়ার প্রস্থান।

মণি। জয়া বলে গেল কেঁদো না। আমার কান্না দেখ্‌লে জয়ার চক্ষে জল থাকে না। বড় ভাল বাসে কি না? যেখানে ভাল বাসা—সেখানেই কি যন্ত্রণা! ভাল বাসায় কি কিছু পাপ আছে? ভাল বাসার পরিণাম কি ক্রন্দনেই অবসান হয়! যাকে ভাল বাস্‌বে, তারই কি অনিষ্ট হাতে হাতে হবে রয়েছে! কেন আমি বীরভূষণকে ভাল বেসে ছিলাম! আমি ভাল বেসেছি বলেই কি প্রিয়তম বীরভূষণের এত কষ্ট! বীরভূষণ!

প্রিয়তম বংশভূষণ! (ক্রন্দন) বীর! আমি তোমারই! জীবন মরণে আমি তোমারই। বীর! তুমি সকলের ভূষণ! তুমি বীরগণের ভূষণ! তুমি অভাগিনী মণিমালিনীর কণ্ঠভূষণ! উঃ মা! তুমি কোথায়? লোকে যে বলে যার মা নাই, তার কেহই নাই, এ কথা সত্য! মা থাকলে কি আমার এমন দুর্দশা হতো? আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন, তবে কি পিতা আমার প্রতি এমন অত্যাচার কত্তে পাত্তেন! মাতৃক্রোড়ে থাকলে সন্তানের কি কোন বিপদ আছে? মা মা—তুমি দিব্য লোক হতে তোমার প্রিয়তমা কন্যার যাতনা জানতে পাচ্চ! দিব্য চক্ষে তোমার মণিমালিনীর মনোবেদনা দেখতে পাচ্চ! মা! তোমার মণিমালিনী,—তোমার বড় সাধের মণিমালিনী মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করে, একবার দেখ। মণিমালিনীর গলায় যে এমন দুঃখের মালা ধরে না! মা—অভাগিনী মণিমালিনীকে ক্রোড়ে স্থান দেও। আমি তোমার ক্রোড়ে মস্তক রেখে চির শান্তি লাভ করি। মা! তুমি মৃত্যুকালে আমাকে পিতার হাতে সমর্পণ করে গিয়াছ,—আমি যেন কষ্ট না পাই বলে পিতার হাতে ধরে কত অনুরোধ করে গিয়াছ; কিন্তু মা! তখন তুমি জান্তে পার নাই যে আমার অদৃষ্টক্রমে পিতাই কালস্বরূপ হবেন! পিতা স্বহস্তে কন্যার বৈধব্য সাধনে উদ্যোগী হয়েছেন! আমি পিতার কোপ নয়নে পড়েছি। পিতা আমার সর্ব্বনাশ না করে ক্ষান্ত হবেন না। পিতা একবার সন্তানের প্রতি স্নেহ নয়নে দেখ। পিতা যদি সন্তানকে রক্ষা না করবেন তবে আর উপায় কি? পিতা যখন আমায় ত্যাগ কল্লেন, তখন আর আমার আছে কে? আমার দাঁড়াবার স্থল নাই? জগদীশ! অসহায় অবলার

প্রতি করুণা কটাক্ষ পাত কর। দৈববলের আশ্রয় ভিন্ন এ বিপদুদ্ধারের উপায় নাই। পিতা আর মুখ দেখবেন না। কুৎসিত গালি দিয়া আমাকে সম্মুখ হতে তাড়ায়ে দিয়াছেন। এমন কুৎসিত শব্দ নাই যা তিনি আমাকে বলেন নাই। অবশেষে আমার বীরভূষণের আমার প্রিয়তম বীরভূষণের—আমার কণ্ঠ-ভূষণ বীরভূষণের আমার সর্ব্বস্ব ধন বীরভূষণের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা পর্য্যন্ত ও দিয়াছেন। এখনো আমি জীবিত আছি? বীর-ভূষণের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা শুনে এখনো আমার জীবন আছে? (বক্ষে করাঘাত) এ জীবন আর কি জন্য? যদি বীরভূষণের জীবনরক্ষা কর্ত্তেই অসমর্থ হলেম, আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? এখনো আমি জীবিত আছি হতভাগ্য আশা! প্রাণ তুই পাষাণ। প্রাণনাথের বিপদে তুই যখন দ্রব হস নাই—জীবন-কান্তের জীবন যাবে শুনেও যখন তুই নিশ্চিন্ত রয়েছিস, তখন তুই পাষাণ—অক্ষয় পাষাণ—তোর ক্ষয় নাই তোর বিনাশ নাই—তোর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। তুই যদি সহজে বার না হস্ তবে তোর উপর বল প্রয়োগ করবো। আমার আর তোর প্রয়োজন কি? প্রাণনাথ ছেড়ে যাচ্চেন তবে আর তুই কেন আমাকে জ্বালাতন করিস? জান্‌লেম তুই আমার শত্রু। ২

জয়ার পুনঃ প্রবেশ।

জয়া। কা আর্য্যার দশা! করেছ কি? এত কান্না কেন? কপালটা চাপ্‌ড়ে রাঙ্গা করেছ। কেঁদে কেঁদে চক্ষু জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ করেছ! ছিঃ চুপ কর।

মণি। সখি! আর আমার বেঁচে প্রয়োজন নাই। আর কা'র জন্য জীবন? যখন জীবিতনাথ ছেড়ে চল্যেন তখন আর জীবনে প্রয়োজন কি?

জয়া। রাজনন্দিনি! এখনো রাজার মতি ফিরতে পারে। এত হতাশ হও কেন?

মণি। সখি! আর মনে প্রবোধ মানে না। আর মন শান্ত হয় না। আমি অনেক সয়েছি আর সহ্য হয় না। কোন প্রকারে বীরভূষণকে রক্ষা কর্ত্তে পারি, তবেই এ জীবনে সুখ। যদি আপনার জীবন দিয়াও প্রাণনাথের জীবন রক্ষা কর্ত্তে পারি তা হলেও অন্তিমে সুখ। নতুবা সখি- আমার ইহ পরকালের সুখের আশা নাই। তবে কোন্ সুখের প্রত্যাশায় জীবন! পিতা উপযুক্ত পাত্রে আমাকে সমর্পণ করবেন, ভবিষ্যতে আমি রাজরাণী হব। সখি! বীরভূষণ ভিন্ন আর উপযুক্ত পাত্র কে? ধর্ম্মসাক্ষী করে বীরভূষণের গলে বরমালা দিয়াছি। তুমি কি আমাকে ধর্ম্মে পতিত হতে বল। বিবাহিতা রমণীর আবার বিবাহ! সখি! সে মহাপাপ! অমন সে পাপের কথা আর আমার কানে তুলো না। সখি! রাজসিংহাসন রাজমুকুট রাজদণ্ড, সে সব কিছুই নয়। পথের ধূলির ন্যায় অপদার্থ। যদি তায় কিছুমাত্র সুখ থাক্‌তো—তবে পিতা'র এত অসুখ কেন? মনের সুখই প্রকৃত সুখ। যার মনে সুখ নাই—তার আবার সুখের প্রত্যাশা কোথা? সখি! আমি রাজসিংহাসন চাই না, রাজমুকুট চাই না,—রাজদণ্ড চাই না, সখি! তবে চাই কি? চাই মনের সুখ। সে মনের সুখ কোথায়? সখি! বীরভূষণগত যে মন, সে মনের সুখ কোথায়? প্রিয়সখি—সেই বীরভূষণেই আমার মনের সুখ! সেই বীরভূষণকে

পেলেই মনের আনন্দ, মনের সুখ, মনের উৎসাহ। সখি! যদি বীরভূষণের সঙ্গে একত্রে পর্ণকুটীরে বাস কত্তে হয়, তাহাও আমার পক্ষে রাজপ্রাসাদ। যদি মুষ্টি ভিক্ষা করেও জীবন ধারণ কত্তে হয়, তাহাও আমার পক্ষে রাজভোগ! আমার সুখে তিনি রাজা, তাঁর সুখে আমি রাণী। সখি! বীরভূষণকে পেলেই আমার সকল কষ্ট দূর হয়। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) হে প্রিয়তম! হে প্রাণবল্লভ! তুমি কারাগারে আবদ্ধ রয়েছ, যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছ, আমি নিশ্চিন্ত রয়েছি। আমাকে ধিক্! আমার জীবনে ধিক্! আমার ধন রত্নে ধিক্! সখি এ সকল ভূষণে প্রয়োজন কি? আমার কণ্ঠভূষণই চলে গেল, তখন আর কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর ভূষণে প্রয়োজন নাই। (অলঙ্কার উন্মোচনের উদ্যোগ)

জয়া। রাজকুমারি! কর কি কর কি! বীরভূষণের অকল্যাণ হবে! আহ্‌ তাঁর চিহ্ন ত্যাগ করো নাই।

মণি। সখি! বীরভূষণের কি অকল্যাণের কিছু বাকী আছে?

জয়া। ভয় কি! যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আশাও আছে। এখনো চেষ্টার সময় যায় নাই।

মণি। সখি আমি তো চেষ্টার ত্রুটী করি নাই! জয়া বাহিরে তুমি কি শুনে এলে সত্য করে বল।

জয়া। বাহিরে কিছুই নয়, কেবল কতকগুলি ভূয়ো গোল মাত্র। যেখানে দশজন লোক, সেখানেই নানান কথা।

মণি। তথাপি সখি আমার মাথা খাও—বল্‌তে হবে।

জয়া। মাথার দিব্য কেন? আমি কিছু কি তোমার কাছে গোপন করি? বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা ধরা পড়েছে, তাদের

দণ্ড দিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। সেই গোল—আর কিছুই নয়। হয় তো তাদের প্রাণদণ্ড হবে।

মণি। তবেই তো সর্ব্বনাশ। বীরভূষণও বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কি সর্ব্বনাশ! আমি কোথায় যাব? আমি কার কাছে দাঁড়াব? সখি আমার সর্ব্বনাশ হলো। (কপালে করাঘাত) আমার অদৃষ্টে কি এত দুঃখ ছিল! (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি। জীবন দিয়া বীরভূষণের জীবন রক্ষা করবো। সখি চল—আমাকে বধ্য ভূমিতে লয়ে চল। কার সাধ্য আমার বীরভূষণের কেশস্পর্শ করে? কার সাধ্য আমার বীরের প্রাণ বিনাশ করে? কার সাধ্য আমার সুখতরুর মূল উৎপাটন করে? কার সাধ্য আমার হৃদয়ের ধন হরণ করে? আমি জীবিত থাকতে নয়! পিতার সমক্ষে আমি অগ্রেই জীবন দিব। ([illegible]) চল বীরের কাছে যাই। বীরের কাছে গিয়া প্রাণ জুড়াই। আর আমার কেহ নাই। তিন কুলে আর কেহ নাই। তিনি আমার—আমি তাঁর। বিলম্বে বিপদ্ ঘটবে। শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গিরিগুহা সম্মুখ।

সন্ন্যাসীবেশে দুই জন গুপ্ত চরের প্রবেশ।

প্রথম। আমি তো কিছুই অনুসন্ধান কত্তে পারি নাই। নগর মধ্যে কে শত্রু, কে মিত্র কিছুই বুঝতে পারা যাচ্চে না।

দ্বিতীয়। নগর মধ্যে আমাদের দলের লোকই বেশি।

রাজার পক্ষের লোক অতি কম। মুখে রাজপক্ষ অনেকেই কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই আমাদের দিকে। রাজপরিবর্ত্তন সকলেরই মনের একান্ত ইচ্ছা।

প্রথম। তা সত্য কিন্তু নগর মধ্যে সকলের তেমন মত দেখা গেল না। সকলের মত ভিন্ন এ গুরুতর ব্যাপার কি সম্পন্ন হতে পারে?

দ্বিতীয়। প্রকাশ্যে মত নাই সত্য কিন্তু মনে মনে মতের ক্রটী নাই। আমাদের এই সকল আয়োজন কোথা হতে হলো? যদি ধনবান্ প্রজারা আমাদের অর্থ সাহায্য না করতো, তবে আমাদের কোন আয়োজনই হতো না। ধনবল আর বাহুবল যুদ্ধে প্রয়োজন। প্রজাদের নিকট হতেই আমরা সে সাহায্য পাচ্চি।

প্রথম। নগর আক্রমণের উপযোগী সৈন্য সংগ্রহ এখনো আমাদের হয় নাই। কলিঙ্গ দেশ হতে সৈন্য এসে না পৌঁছিলে সকল আয়োজনই বৃথা হবে।

দ্বিতীয়। তাহার আর বিলম্ব নাই। কলিঙ্গ দেশ হতে সংবাদ এসেছে আজ কালের মধ্যেই প্রয়োজনমত সৈন্য এসে পৌঁছিবে। বিশেষতঃ বীরভূষণ অদ্যাপি জীবিত আছেন শুনে কলিঙ্গদেশের উৎসাহের সীমা নাই। সকলেই অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছে। বীরভূষণকে রাজসিংহাসনে বসাতে তাদের নিতান্ত ইচ্ছা, ফলে তাহাই ঘটবে।

প্রথম। বীরভূষণ জীবিতাবস্থায় কারাগার হতে ফেরেন, তবেই তো সব দিক্ মঙ্গল!

দ্বিতীয়। সে জন্য চিন্তা নাই। বীরভূষণের গায় হস্তক্ষেপ করে কার সাধ্য।

কড়ি জিনিষ পত্র আর বাড়ীতে রাখতে পারি না। রাজ পরিবর্ত্তন হলে আমার এ ব্যবসাও কিছু দিন অচল হবে—আবার ব্যবসা চলতি হবে কি না তারও সন্দেহ। টাকা কড়ি শত্রুর হাতে পড়লে ডান হাতের ব্যাপার পর্য্যন্ত বন্ধ হবে। সেই জন্যই সাবধানের প্রয়োজন। এই জন্যই বলে থাকে সাবধানের বিনাশ নাই। ও—শালকার ব্যাটারা কিছুই ছাড়ে নাই। যা হোক এখন সে গুলি রাখি কোথা? এই জঙ্গলের মধ্যে পুঁতে রাখি। তবে আনা যাক্ এনে এই খানে এক জায়গায় পুঁতে রাখি।

[প্রস্থান।

প্রথম সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

প্রথম। (যে দিকে রঙ্গলাল গমন করিল, সেই দিকে অঙ্গুলি দৃষ্টি পূর্ব্বক) কে লোকটা গর্ গর্ করে চলে গেল। আবার এখনি আসবে বলে গেল। এ ব্যাটাকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে হবে। এ ব্যাটার কাছে সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। যখন আবার আসচে তখন ব্যাটার কিছু অভিসন্ধি থাকতে পারে। বুঝেছি কি কথা বার্ করেছি। একটু গা ঢাকা থাকতে হবে। লোক দেখলে কখনই আসবে না। আমাদের যদিও ছদ্মবেশ, তথাপি দেখলেই বুদ্ধিমান্ লোকের সন্দেহ হতে পারে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

দ্বিতীয়। তুমি কতক্ষণ এসেছ?

প্রথম। এই মাত্র এসেছি।

দ্বিতীয়। সংবাদ কি?

প্রথম। আপাততঃ একটী উপস্থিত সংবাদ আছে।

এখানে একটা লোক দাঁড়ায়ে ছিল—তার চেহারা আমি পরিষ্কার রূপে দেখ্‌তে পাই নাই। বোধ হয় রাজবাড়ী সংক্রান্ত লোক হবে। আপন মনে কি বকৃতে বকৃতে গেল। বোধ হলো যেন আবার এখানে আস্‌বে বলে গেল। তার কোন প্রকার অভিসন্ধি অবশ্যই থাকৃতে পারে।

দ্বিতীয়। ব্যাটাকে গ্রেপ্তার কত্তো হবে। এসো আমরা দুজনে লুকায়ে থাকি। ব্যাটা এসে কি করে দেখ্‌তে হবে।

[উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি।

কতকগুলি দ্রব্য সামগ্রী কক্ষে রঙ্গলালের প্রবেশ।

রং। কি কর্ম্মভোগ! জিনিষ পত্র লুকায়ে আনা কি সহজ ব্যাপার! যার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে মহাশয় বগলে কি? আমি অমনি বলি ভাই—কাপড় গুলো বড় ময়লা হয়েছে তাই ধোপা বাড়ী নিয়ে যাচ্যি। না বলে করি কি? এ গুলোকে রক্ষা করা চাই তো! এত কাল চমিশটার নর মজুরি করে যে গুলি সংগ্রহ করেছি সে গুলি রক্ষা করা চাই তো! মজুরি—মজুরি নয় কেন? মাথায় মোট কত্যে হয় নাই বটে, কিন্তু বুড়ি বুড়ি আজ্ঞা মহাশয় বহন কত্যে হয়েছে—তবে আর মজুরি নয় কেন? এখন এ গুলোকে কোথায় পুঁতি? (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি; কোথায় পুঁতি? (স্থান অনুসন্ধানার্থ পরিভ্রমণ) হাঁ—হয়েছে। এইটা বেশ জায়গা। এই খানেই পুঁতি। (কক্ষ হইতে দ্রব্যাদি ভূতলে রক্ষা এবং বস্ত্র মধ্য হইতে খনত্র বাহির) কোন্ ব্যাটা পাছে দেখে—তবেই হাতে খোলা। (চতুর্দ্দিকে সাবধানে দৃষ্টি) কি উৎপাত! কোন খানে কিছু নাই—কোথা হতে এক যুদ্ধ বেধে গেল! (গর্ত্ত খনন করিতে করিতে)

রাজবিদ্রোহ কেন? ভাল—রাজার অপরাধ কি? কতকগুলো পাষণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড জুটে রাজার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছে। কখনই তারা সমরকেতুকে রাজ্যচ্যুত কত্তে পারিবে না। আমাদের রাজার একটী মহৎ দোষ এই যে, শশিশেখরের উপরেই রাজ্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত। ঐ ব্যাটাই তো রাজ্য ছার খার কল্লো! ক্রমে ক্রমে প্রজা উত্যক্ত হবার উপক্রম হয়েছে। রাজা তো স্বচক্ষে কিছুই দেখ্বেন না। তা ব'লে ও ব্যাটাদের কিন্তু কাজ ভাল হয় নাই। রাজার উপর এমন দৌরাত্ম্য কেন? রাজা হচ্চেন দেবতার অংশ। রাজার সঙ্গে তোদের তুলনা কিসে? রাজা যে সকল লুটের জিনিষ আনেন, সেনাপতিরা তার ভাগ পায় নাই বলেই চটেছে। এরাই এই বিদ্রোহের মূল। তার পর আবার কলিঙ্গ দেশের প্রজারা গত যুদ্ধের জন্য বিশেষ চটে আছে। আর ঐ যে একটা প্রতাপ না বীরভূষণ কারাগারে আছে, সেই ব্যাটাই শুনেছি এ গোলের মূল। এক্ষণে তো গর্ত্ত শেষ হলো—এখন এগুলো গর্ত্তের মধ্যে রেখে চাপা দিতে পাল্লে বাঁচি। (গর্ত্তের মধ্যে দ্রব্যাদি স্থাপন) যাক্ এখন এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। (ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী দুই জনকে দেখিয়া খনত্র দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই স্থানে শয়ন)

সন্ন্যাসী দুই জনের পুনঃ প্রবেশ।

প্রথম। এখানে শুয়ে কে?

দ্বিতীয়। এ ব্যক্তির নিকট সমাচার পাওয়া যাবে।

রং। (স্বগত) আজ কদিন হতে এ দুব্যাটা সন্ন্যাসীকে নগর মধ্যে দেখ্তে পাচ্চি—এরাই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, তার

সন্দেহ নাই। তবেই তো আমার সর্ব্বনাশ। (প্রকাশে। উঃ—গেলাম রে—বাবা রে—মলেম রে—পীড়িত মানুষ বাবা।

প্রথম। তুই এখানে পড়ে কেরে ব্যাটা?

রং। আমি কেউ নই বাবা! পীড়িত মানুষ বাবা।

দ্বিতীয়। পীড়িত, তা এখানে পড়ে কেন?

রং। কদিন ধরে এখানে পড়ে আছি বাবা। নড়বের শক্তি নাই বাবা। ও মা—প্রাণ গেল।

প্রথম। এই মাত্র এখান দিয়ে আমরা হয়ে গিয়াছি, কৈ তোকে তো পড়ে থাক্‌তে দেখে যাই নাই।

রং। তবে বুঝি ছিলাম না বাবা! ওমা ওমা ওমা (মুখ-ভঙ্গি সহকারে) প্রাণ যে যায় মা! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

দ্বিতীয়। উঠে দাঁড়া।

রং। উঠতে পারবো না বাবা। উঠতেই যদি পারবো তবে আর পড়ে কেন বাবা?

প্রথম। উঠতেই হবে তোর। পীড়িত—ব্যাটা পীড়িত হয়ে পড়ে আছেন! আমরা যেন কিছুই বুঝতে পারি না, কেমন? ধরতো ব্যাটাকে তোলা যাক্।

রং। ও বাবা—হাড় গোড় ভাঙ্গা ম বাবা। টানাটানি কল্লেই মরেছি বাবা।

প্রথম। ন্যাকামিতে কাজ নাই। ধর ধর—ব্যাটাকে টেনে তোলা যাক্। (উভয়ে ধারণ)

রং। ও বাবা গেলাম—ও বাবা গেলাম। ও সন্ন্যাসী বাবা আমাকে ছেড়ে দেও—আমার প্রাণ গেল বাবা। (উঠে দাঁড়াইয়া খঞ্জ ভাবে অবস্থিতি)

দ্বিতীয়। ব্যাটা সং।

রং। সং নয় বাবা আমি রং—

প্রথম। এ স্থানটী এমন খোঁড়া কেন?

রং। সর্ব্বনাশ বাবা সম্মুখায় যত ছট্‌কট্ করেছি, তাতেই জায়গাটা খুঁড়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয়। তা আমরা বুঝেছি। দেখতো মাটী যেন নরম বোধ হচ্চে।

রং। সর্ব্বস্বধন নীলরতন বাবা। (খঞ্জভাবে যাইয়া তথায় বুক দিয়া পতন)

প্রথম। ধর ব্যাটাকে।

দ্বিতীয়। আমি ধরে রাখি—তুমি ওখানে যা পোঁতা আছে তা তুলে ফেল। (রঙ্গলালকে তুলিয়া ধরিয়া রাখন)

রং। গরিব মেরে ফল কি বাবা? তোমরা সন্ন্যাসী মানুষ তোমাদের ও জিনিষের দরকার কি বাবা?

প্রথম। দরকার আছে।

রং। (করযোড়) দোহাই বাবা সাত দোহাই সন্ন্যাসী, তোমাদের চিনেছি বাবা তোমরা পেয়াদা সাহেব বাবা। বেস বাবা।

প্রথম। চিনেছিস্।

রং। চিনেছি বাবা তোমরা গুপ্তচর।

প্রথম। (গর্ত্ত হইতে দ্রব্যাদি তোলেন) এখন ব্যাটাকে বাঁধ আর এই সব জিনিষ শুদ্ধ চল সেনাপতির কাছে লয়ে যাই।

রং। সেপাই বাবা—পায় ধরি, এমন কর্ম্ম করো না। গরিব ব্রাহ্মণকে মেরে কি ফল হবে বাবা।

দ্বিতীয়। তুই এখনি আমাদের গালি দিয়েছিলি কেন?

রং। কখন্ সেপাই বাবা ধর্ম্মাবতার?

দ্বিতীয়। যখন গর্ত্ত খুঁড়্‌তেছিলি।

রং। তখন তোমরা কোথায় ?

প্রথম। আমরা এই খানেই লুকায়ে ছিলাম।

রং। না বাবা কখনই আমি গালি দেই নাই। বরং তোমা-দের খুব খোস্‌নাম কর্ত্তেছিলাম।

প্রথম। খোস্‌নাম কেন ?

রং। বিদ্রোহ করে বেস করেছ।

দ্বিতীয়। কেন ?

রং। এমন বদ রাজাও কি আর ত্রিভুবনে আছে। রাজা ব্যাটার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। এমন অকাল কুষ্মাণ্ড ভণ্ড রাজা ব্যাটার উপযুক্ত শাস্তি হয় সকলেরই ইচ্ছা।

দ্বিতীয়। সত্য বল্‌ছিস।

রং। সত্য বল্‌ছি ধর্ম্ম অবতার। কিন্তু আমার জিনিষ পত্র গুলো আমাকে দিলে ভাল হয় না বাবা ?

প্রথম। সে বিষয় সেনাপতি জানেন।

রং। আবার সেনাপতি কে বাবা ?

দ্বিতীয়। চল্‌তো—তার পর জান্‌তে পারবি।

রং। আবার চল্‌তে হবে কোথায় বাবা ?

দ্বিতীয়। চল্ চল্ আর বিলম্বে কাজ নাই।

রং। (অঙ্গ ভঙ্গি সহ) আমাকে কেন বাবা ? আমি করেছি কি বাবা ? আমার অপরাধ কি বাবা ?

প্রথম। তোর দ্বারা আমরা অনেক অনুসন্ধান পাব।

রং। কিছু না বাবা—আমি কিছুই জানি না—খাই দাই নেচে কুঁদে বেড়াই।

প্রথম। রাজার সমুদায় বিষয় তোর কাছে জানা যাবে।

বৃ°। এক বিন্দুও নয় বাবা। রাজার সঙ্গে কেবল ইয়ারকি সেই মাত্র—আর কিছুর মধ্যেই থাকি না।

প্রথম। মিথ্যা কথা।

বৃ°। এক তিলও মিথ্যা নয়।

প্রথম। আমাদের সেনাপতির নিকট তোর যেতেই হবে।

বৃ°। খোঁড়া মানুষ, যেতে পারব কেন বাবা।

দ্বিতীয়। যেতেই হবে। যেমন করে পারিস্। গেলেই তোর জিনিষ পত্র পাবি।

বৃ°। তবে চল। (খঞ্জ ভাবে)

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার সম্মুখ।

ছদ্মবেশে, তরবারি হস্তে শশিশেখরের প্রবেশ।

শশি। শান্ত্রী পাহারা কেহই উপস্থিত নাই। দ্বার বেশ খোলা রয়েছে। জন প্রাণীর সাড়া শব্দটী শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে না। যেন চম্ চম্ কচ্চো। যে কাজে এসেছি তার মত সকলই উপযুক্ত দেখ্‌ছি। (কারাগারের ভিতর দৃষ্টি করিয়া) হা বেশ হয়েছে। প্রদীপ টীপ্ টীপ্ কচ্চো। না, তাহার সুবিধা দেখ্‌ছি পাশ ফিরে শুয়ে আছে। আহা—একবারও ভাবে নাই যে এই শয়নেই মহানিদ্রা। নিঃশব্দে প্রবেশ করে কাজ নিকাশ কত্তো হবে। ও কি! (চকিত ভাবে) কিসের শব্দ? কে আসচে বুঝি? জলধর—না কেহ নয়। জলধর বাহিরেই

থাকবে, আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তবে ও শঙ্কা কিছুই নয়। কাজ নিকাশ করেই এই পোশাকটা ঐ খানে ফেলে [illegible] হবে। তা হলেই কেহ আর কোন প্রকার সন্দেহ কত্তে পারবে না।

[ভিতরে প্রবেশ।

জয়প্রকাশ ও জলধরের প্রবেশ।

জয়। জলধর! পিতা কোথায় গেলেন? রাজাই বা কোথায় গেলেন? সকলই গোলমাল। রাজ্য বিদ্রোহীদের হস্তগত হলো। কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের জন্য সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। তুমি যে বল্লে পিতা এই দিকে এসেছেন। কৈ? তিনি কোথায়? তুমি কি আমার সঙ্গে ছলনা করেছ? এ কি ছলনার সময়?

জল। মন্ত্রী মহাশয় এই মাত্র এই দিকে এসেছেন। আমি স্বচক্ষে তাঁর আস্তে দেখেছি। আমাকে এখানে এসে অপেক্ষা কত্তে বলে এসেছেন। এখানেই কোথায় আছেন।

সর্ব্বাঙ্গ রক্তমাখা শশিশেখরের প্রবেশ।

শশি। কি হয়েছে কি হয়েছে এত গোল কেন?

জয়। পিতঃ! নগর দ্বারে আমাদের নাশ আর মৃত্যু উপস্থিত। রাজা কোথায়? আপনার গায় এত রক্ত কেন? আপনার মুখ এমন ম্লান কেন?

শশি। ও কিছুই নয়! অসময়ে তোমরা এমন চীৎকার কর কেন তাহাই শুন্তে চাই।

জয়। আর কি শুনবেন - সর্ব্বনাশ উপস্থিত। নগরের পূর্ব্বদ্বার শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়েছে। আমাদের লোক জন যারা সেই দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, আর যারা তার নিকটে ছিল, সমুদায়ই প্রায় মারা পড়েছে। এখন আমাদের সৈন্যগণ প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সৈন্যদের উৎসাহ না দিলে আর কিছুই রক্ষা হয় না, সব যায়, নগর পর্য্যন্ত শত্রুদের হস্তগত হয়। এই জন্যই আমরা মহারাজের অনুসন্ধানে এসেছি। প্রধান রক্ষী অনন্তরাম আর রক্ষী প্রতাপ পলায়ন করে শত্রুদলে মিশেছে।

শশি। রক্ষী প্রতাপ পলায়ন করেছে—এ কথা আমি শুনতে চাই না এ কথা অযথার্থ। সে প্রতাপ সেই বীর চূড়ামণি। সে নাই। তারই রক্তে আমার বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়েছে। এই তরবারি এই মাত্র সেই দুরাত্মা দুর্দ্দান্ত বীর চূড়ামণির রক্ত পান করে এসেছে।

জয়। পিতঃ এ কথা অসম্ভব। আমরা স্বচক্ষে দেখে এলাম যে প্রতাপ অগ্রে দৌড়িতেছে, এবং পশ্চাতে অনন্তরাম দৌড়িতেছে, আর প্রতাপকে বীর চূড়ামণি বলে সম্বোধন করতেছে।

শশি। এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। আমি স্বহস্তে এই মাত্র বীর চূড়ামণিকে কেটে এসেছি, যদি বিশ্বাস না হয় এখনি যাও, গিয়া দেখে এস।

জয়প্রকাশের কারামধ্যে প্রবেশ।

হল। মন্ত্রী মহাশয়। অনন্তরাম যে পলায়ন করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহারাজ অনন্তরামকে যে অপমান করেছিলেন, তাতেই সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা সাধন করেছে।

জয়। (প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! পিতঃ সর্ব্বনাশ করেছেন! কি ভয়ানক দৃশ্য দেখে এলেম!

শশি। কি দেখে এলে? কি সর্ব্বনাশ হয়েছে?

জয়। পিতঃ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! আপনি প্রতাপ ভ্রমে এ কি সর্ব্বনাশ করেছেন! আপনি মহারাজের প্রাণ বধ করে এসেছেন! -সর্ব্বনাশ হলো—রাজ্য ছারখারে গেল!

শশি ও বল। কি—মহারাজকে!

জয়। হাঁ মহারাজকে। রাজা প্রতাপের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে শুয়ে ছিলেন। পিতঃ কেন আপনার এমন ভ্রম হলো? কেন আপনি এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন? এক বারে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! হায় হায়! এক্ষণে উপায় কি? রাজাবিহনে রাজ্য রক্ষার আর কোন উপায় নাই। এখন আমরা আপনারা কাটা কাটি করে মরি।

শশি। হায় আমি কি দুষ্কর্ম্ম করেছি! রাজার শোণিত পাত করেছি—রাজার প্রাণবধ করেছি! এ মহাপাপের এখনি প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন! ইহার আর প্রায়শ্চিত্ত কি? নিজের জীবন দানেই এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। এখনি তোমরা তরবারী দ্বারা আমার প্রাণ বধ কর। আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না।

জয়। না না—তা কখনই হতে পারে না। যে সর্ব্বনাশ হইবার তা হয়েছে—তার উপর আবার সর্ব্বনাশের প্রয়োজন নাই।

শশি। জয় প্রকাশ! তোমারই মঙ্গল কামনায় আমি এই ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হয়েছিলাম। বীরভূষণের প্রাণ বধ দ্বারা তোমার উন্নতির পথ পরিষ্কার করাই আমার উদ্দেশ্য।

জয়। পিতঃ কি ভয়ঙ্কর দুরাশার বশবর্ত্তী হয়ে এই মহা-

পাপে লিপ্ত হয়েছেন। (শত্রুপক্ষের জয়ধ্বনি) বিপদ অধিক দূরবর্ত্তী নয়। আমাদের যে অল্প সংখ্যক সৈন্য আছে, তারা যদি রাজার মৃত্যু জান্‌তে পায় তবে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পলায়ন করবে। তারা ছত্র ভঙ্গ হলে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

হল। আমি মৃত দেহ লুকায়ে রেখে আসি। (শত্রুপক্ষের জয় ধ্বনি)।

[প্রস্থান।

শশি। পুনরায় শত্রুপক্ষের জয়ধ্বনি শুনা যাচো। কি ভয়ানক ব্যাপার! সৈন্যরা মহারাজকে না দেখতে পেয়েই বা কি মনে করবে? বাপ জয় প্রকাশ। শীঘ্র গিয়া সৈন্য দিগকে উৎসাহান্বিত কর। কোন প্রকারে তারা যেন ভগ্নোৎসাহ না হয়।

জয়। যত দূর সাধ্য চেষ্টার ত্রুটী হবে না। মৃত্যু হয়, তাহাতেও স্বীকার! জীবনের আশঙ্কায় ভীরুর ন্যায় কাজ আমার দ্বারা হবে না! প্রাণ দিয়াও যদি রাজ্য রক্ষা কত্তে পারি, তাও গৌরব বলে মানি। পিতঃ আমি চল্যেম।

[প্রস্থান।

হলধরের পুনঃ প্রবেশ।

শশি। কি করে এলে?

হল। যে কাজ করে এসেছি নিতান্ত বিপদে না পলে কেহ কখন তেমন কাজ করে না। মুণ্টা কেটে আপনার পরিত্যক্ত মুকের পরিচ্ছদ জড়ায়ে এক কোণে পুঁতে রেখে এসেছি। বড় যে ভাবে পড়ে আছে, রাজার দেহ বলে কারো অনুমান হবে না। যদি

সৈন্যরা বা অপর কোন ব্যক্তি রাজার অনুসন্ধানে এ দিকে এসে পড়ে, মৃতদেহ দেখে সেই প্রতাপের দেহই অনুমান কর্‌বে।

শশি। উঃ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌ছে, আমি স্থির হয়ে থাকৃতে পার্‌ছি না! কি দুর্দ্দৈব! কি দুর্ঘটনা! এক্ষণে আর অনুতাপের সময় নাই। যাও, শীঘ্র জয় প্রকাশের নিকটস্থ হয়ে, তাহার সাহায্য কর। অবশিষ্ট সৈন্য যা কিছু আছে আমি সে গুলি সঙ্গে করে শীঘ্রই তোমাদের নিকটস্থ হচ্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

কামিনী, তৎপশ্চাৎ শিখণ্ডী এবং বিষপাত্র হস্তে
দুইজন মৃকের প্রবেশ।

কামি। চারি দিক্ নিস্তব্ধ,—জন মানবের সমাগম নাই,—কাহার সাড়া শব্দও শুন্‌তে পাওয়া যাচ্যে না। যেন মৃত্যু এখানে রাজ্য বিস্তার করেছে। (মৃকদ্বয়ের প্রতি) তোরা বিষপাত্র রেখে কারা মধ্যে প্রবেশ কর্। তোদের দেখ্‌লেই বীরভূষণ আমার আগমন বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মৃকদ্বয়ের কারা মধ্যে গমন।

(শিখণ্ডীর প্রতি) রাজা কোথায় আছেন, তুমি একবার অনুসন্ধান করে এস।

[শিখণ্ডীর প্রস্থান।

ভয় চকিত ভাবে মৃকদ্বয়ের প্রত্যাবর্ত্তন।

কি হয়েছে কি? কি দেখে এলি? তোদের এমন শঙ্কিত

ভাব কেন? তোদের মুখ দেখে আমার ভয় হচ্যে। (মুকভৃত্য কৃত সঙ্কেতানুসারে কালিন্দীর কারা মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ) ও কি! কি সর্ব্বনাশ! এ কি রক্তারক্তি যে! প্রতাপ মৃত! বীরভূষণ মস্তক শূন্য! কি ভয়ানক! কে এমন দশা কল্যে! হা নিষ্ঠুর বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে! আমার প্রেমপিপাসা কি এই খানেই শান্ত হলো! বীরভূষণকে কারা মুক্ত কত্তে এসে কি এই ভয়ানক কাণ্ড দেখ্‌তে হলো! নিষ্ঠুর সমরকেতুর এই জঘন্য ব্যবহার! সমরকেতু পিশাচ! তার হৃদয় পাষাণ! নতুবা এমন সুকুমার রাজকুমারের প্রাণ বিনাশ করে! নৃশংস রাক্ষস! নররূপী রাক্ষস! এই রাজ বিপ্লবেই দুষ্কৃতের দণ্ড বিধান হবে। হা ভগবান! হা পরমেশ! বীরভূষণের মৃতদেহ দেখবার জন্যই কি আমি এখানে এসেছিলেম! তবে এখন আর আমার জীবনের প্রয়োজন কি? যার জন্য জীবন রেখেছিলেম, যদি সেই বীরভূষণই পৃথিবী পরিত্যাগ কল্যেন, তবে আর আমি কার আশা পথ চেয়ে থাকি?

শিখণ্ডীর পুনঃ প্রবেশ।

শিখ। কোন স্থানেই রাজার সাক্ষাৎ পেলাম না।

কালি। নরকে যা, সেই স্থানেই রাজার সাক্ষাৎ পাবি। (অস্ত্রাঘাত ও শিখণ্ডীর পতন) তোর পরামর্শে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তোর সেই পরামর্শের পুরস্কার দিলাম।

শিখ। (কাতর স্বরে) ঠাকুরাণী—আপনার বড় ভ্রম হয়েছে। আপনি যে মুক ভৃত্য পত্র সহ পাঠায়েছিলেন, দৈব যোগে সে রাজার সম্মুখে পড়ে। আপনার পত্র সেই খানেই ধরা পড়ে।

আমি সেই যুবকের মৃতদেহ পতিত দেখে এসেছি। যা হোক— আমার আর অধিক কথা কহিবার শক্তি নাই। আমি—মরি— সে—জন্য—কোন—চিন্তা—নাই। কিন্তু—আপনি—ঠাকুরাণী— আপনি—বিষ—পান—কর্—বেন—না। বীর—ভূ—ষণ—এখ— নো—জী—জী জী—

[শিখণ্ডীর মৃত্যু।

কালি। এতক্ষণে তোর উপযুক্ত শাস্তি হলো। আমারও এখনি তোর মত দশা হবে। যখন বীরভূষণ গিয়াছেন, তখন আমার থাকার প্রয়োজন নাই! বীরভূষণ জান্‌তেন, যে তাঁকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি—কিন্তু সে ভাল বাসার পরিমাণ কত তা জান্‌তেন না;—অদ্য আমি তা জানাব। তার ঔষধ আমার সঙ্গে আছে। তাঁর সম্মুখে জীবন দান কত্তে পাল্যেম না, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ। তাঁর স্বর্গীয় আত্মা অবশ্যই আমার এ অবস্থা দেখ্‌তে পাবে। তবে আর বিলম্ব কি? বিষ আন্। (একজন যুবকের বিষপাত্র প্রদান এবং তাহা হস্তে লইয়া কালিন্দীর উপবেশন) তবে আর বিলম্ব কি? ইহকালে তাঁকে পেলেম না। এখন পরকালে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা। (বিষপাত্রের প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক) বিষ! তুমি বন্ধুর কাজ কর। তোমার সাহায্যে আমি প্রিয়তম বীরভূষণের অনুসরণ করবো। (বিষপান) প্রতাপ! বীরভূষণ! আমি তোমার জন্য পাগল হয়েছি। তুমি—তুমি—তুমি আমারে পাগল করে চলে গেলে? বীর! আমি তোমারই। এই দেখ এখনি আমি তোমার নিকট চল্যেম। আমাকে দেখে মুখ ঢাকৃছ কেন? আমার মুখ দেখ্‌বে না? আমি তোমার দাসী—তোমার চরণ সেবা করবো। অনু-

মতি কর—আমি যাই। (কন্ঠ রোধন) আমি—যাই! প্রি—য়—তো—ম! বীর—ভূ—ষা মি যা—ই। যা—ই—ই—

পতন ও মৃত্যু এবং দুক দয়ের সংকেতে শোক প্রকাশ।

মণিমালিনী এবং জয়ার প্রবেশ।

মণি। সখি শীঘ্র চল।

জয়া। (যাইতে যাইতে চমকিত হইয়া) এ কি! কি ভয়ানক! কালিন্দীর প্রিয় ভৃত্য শিখণ্ডী মরে পড়ে রয়েছে।

মণি। সখি! কৈ কৈ? আমি আজ ভৃত্যের অনুসরণ করেছি। কারাগারে হয় তো কি এক ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গিয়াছে। চল চল শীঘ্র চল।

জয়া। (চকিত হইয়া) এ আবার কি। কালিন্দী ও মরেছে। কালিন্দীর মৃত্যু হলো কিসে? দুটো বিশ্রী মানুষ দাঁড়ায়ে রয়েছে, আর এক একবার কালিন্দীর মৃত দেহের উপর নত হয়ে শোক কচ্চো। এরাই কালিন্দীকে মেরেছে বুঝি। একি এখানে এক খান ছোরা পড়ে রয়েছে! রাজনন্দিনি! চল আমরা পলায়ন করি। এমন ভয়ানক স্থানে আর এক তিলও থাকা যায় না।

মণি। তাই তো—এযে ভারি ভয়ানক! তবে কি আমার প্রিয়তম বীরভূষণ নাই! এসকল চিহ্ন দেখে তিনি আছেন বলে তো বোধ হয় না। প্রিয় সখি! আমি কোথায় যাব। যাঁর আশায় এলেম তিনি নাই! তিনি নাই! তিনি অগ্রগামী হয়েছেন! কৈ তিনি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন না! সখি! তিনি কি নিজ ইচ্ছায় গিয়াছেন? পিতা তাঁর প্রাণবধের আদেশ দিয়া-

ছিলেন। ঐ ভুজঙ্গেই তাঁকে বধ করেছে! তোদের হাতে ধরে বিনয় করে বলি আমাকে বধ কর্! আমি আর এ জীবন ধারণ কত্তে পারি না। ওরা অঙ্গুলি সঙ্কেত করে কি দেখাচ্চো, কৈ দেখি! এ যে এক খালি পাত্র পড়ে রয়েছে। এতেই বুঝি কোন প্রাণনাশক পদার্থ ছিল। হয় তো বিষ ছিল। এই বিষে কালিন্দীর মৃত্যু হয়েছে। আহা! এতে এক বিন্দুও নাই—একটু থাকলে যে আমার কাজ দেখ্‌ত। এ বিষ পান কল্যে এখনি সকল তৃষ্ণা নিবারণ হতে। আবার ওরা কি সঙ্কেত করে দেখাচ্চো? কৈ দেখি। এইতো বটে আবার একটি বিষ পাত্র রয়েছে। এটি যে পরিপূর্ণ আছে। জগদীশ্বর আমার সকল তৃষ্ণ নিবারণের জন্যই বুঝি এই বিষপাত্র প্রেরণ করেছেন! দীননাথ ভিন্ন দীনের গতি কোথায়? অনাথবন্ধু ভিন্ন অন্য আর উপায় কোথায়? (বিষপাত্র গ্রহণ) তৃষ্ণা! তোমার নিবারণের ঔষধ পেয়েছি আর আমার ভাবনা কি? আহ্লাদে পান করে জীবন সার্থক করি। প্রাণনাথের নিকটস্থ হয়ে পান করি। (কারাগৃহদ্বারাভিমুখে অগ্রসর।)

জয়া। রাজনন্দিনি ক্ষান্ত হও। আত্মঘাতিনী হয়ে মরো না। এমন অসমসাহসিকের কাজ কর না। আমি বিনয় করে বলছি ক্ষান্ত হও।

মণি। সখি! আজ পৃথিবী শুদ্ধ লোক যদি একত্র হয়ে আমাকে ক্ষান্ত হতে বলে—তা হলেও আমি ক্ষান্ত হই না। [illegible]মার ক্ষান্ত হয়ে কি হবে। সখি! ঐ দেখ—কি ভয়ানক [illegible]। প্রাণনাথ অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? প্রাণনাথকে এমন অবস্থায় দেখতে হলো। হা প্রাণনাথ! হা হৃদয়বল্লভ! হা জাবিতেশ! তোমার জীবন

সহচরীকে একবারে ভুলে গেলে? আমার যে তোমাভিন্ন আর গতি নাই নাথ! তুমি কি আমায় ত্যাগ করে গেলে! অনাথিনী মণিমালিনীকে সহচরী কত্তো কি তোমার এতই ভার বোধ হলো? আমার ভার কি তোমার এত ভারি বোধ হয়েছিল? নাথ! একবার আমায় কথার কথা জিজ্ঞাসা কল্যে না! প্রাণনাথ! তোমার নিকটস্থ হতে আমার আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি তার ঔষধ পেয়েছি। নাথ! আমি এই পাত্রস্থ বিষ পান করে এখনি তোমার নিকটস্থ হই। বিষ! তুমি আমার পথ-দর্শক। যে পথে প্রাণপতি গিয়াছেন, শীঘ্র আমাকে সেই পথে লয়ে চল। আমি তাঁর অদর্শনে আর থাকতে পারি না। বিষ! তুমি আমার বন্ধুর কাজ কর। সখি! আমাকে বিদায় দেও! পিতার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাবে। আমার বন্ধু বান্ধব যিনি যেখানে আছেন, তাঁদের নিকট আমার প্রণাম জানাবে। সখি! আমি চল্যেম! আমি জন্মের মত চলেম! যার জন্যে এত দিন জীবন ধারণ করেছিলেম তিনি অগ্রগামী হয়েছেন। আমি আর কার জন্য থাকি? বিষ! আমি তোমাকে প্রিয়বন্ধুর ন্যায় অনুমান কচ্চি। আমি তোমার আশ্রয় লয়েছি। তুমিই আমাকে প্রিয়সখার নিকট লয়ে চল। আহা! মৃত্যু-কালে একবার প্রাণনাথের মুখ খানি দেখি। তাঁহার অধর বিম্বোষ্ঠে একবার চুম্বন করি,—জন্মের শোধ চুম্বন করি। (অগ্র-সর) একি—একি—প্রিয়তমের মস্তক কোথা? কি সর্ব্বনাশ! সখি! আমি মলেম—মলেম—মলেম। (পতন—মূর্চ্ছা এবং হস্তস্থিত বিষপাত্র দূরে পতিত।)

বীরভূষণ, সুবন্ধু, অনন্তরাম, বন্দীবেশে জয়প্রকাশ,
এবং রক্ষীবর্গের প্রবেশ।

বীর। কৈ কৈ প্রাণপ্রিয়া মণিমালিনী কোথায়? তাঁকে মৃত্যুমুখ হতে রক্ষা কত্তো হবে। তিনি যে এই দিকে এসেছেন। এই যে সব চারিদিকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখ্‌ছি! এই যে আমার মণিমালিনী কারাদ্বারে মূর্চ্ছিতা হয়ে পতিতা আছেন। (ক্রোড়ে লইয়া উত্তোলন) ভয় কি প্রিয়ে—এই যে আমি এসেছি।

মণি। (কিঞ্চিৎ চেতন হইয়া) সখি! আর আমায় ধরো না। আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না। কার জন্য এ প্রাণ রাখ্‌বো সখি! আমার বীরভূষণ যে পথে আমিও সেই পথে যাই—আমাকে ছেড়ে দেও।।

জয়া। রাজনন্দিনি! তুমি চক্ষু মেলে দেখ—তুমি যে এখন কুমার বীরভূষণের কোলে রয়েছ।

বীর। প্রিয়ে! চক্ষু মেলে দেখ—তোমার বীরভূষণ তোমাকে ত্যাগ করে কোন স্থানেই যায় নাই। তোমার নিকটেই আছে

মণি। (চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক) আঃ—

বীর। ভয় কি—আমি যে তোমার নিকটে। শান্ত হও—মনের কুৎসিত চিন্তা দূর কর—আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।

মণি। সখি! এ আবার আমার কি স্বপ্ন?

জয়া। রাজকুমারি! এ স্বপ্ন নয়। তোমার দুঃখের রজনী গিয়াছে—সুখ সূর্য্য প্রকাশ হয়েছে। একবার চক্ষু মেলে দেখ—যাঁর জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছিলে, তোমার কাছে এখন তিনি দাঁড়ায়ে আছেন।

মণি। সখি! কৈ কৈ—

বীর। প্রিয়ে তোমার বীরভূষণ! এ মিলনে আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই।

মণি। এ কি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! অদৃষ্টকে যে আমার আর এক তিলও বিশ্বাস হয় না। আমার অদৃষ্টে কি এমন হবে? ভগবান্ এত সুখ কি আমার অদৃষ্টে লিখেছেন! বীর!—

বীর। আর কিছু মাত্র আশঙ্কা নাই। দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর। তোমার বীরভূষণ তোমারই হলো। সকল প্রতিবন্ধক দূর হয়েছে, এখন নিষ্কণ্টকে তোমায় আমার বলে বক্ষে ধারণ করি।

মণি। জগদীশ্বর তুমি ধন্য। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! তিনি তবে আমার ক্রন্দন শুনেছেন।

বীর। তিনি অসহায়ের সহায়, তিনি যদি রক্ষা না করবেন, তবে পৃথিবীর উপায় কি?

মণি। নাথ! আমি এই মাত্র যে তোমার মৃতদেহ দেখ্‌লেম।

বীর। মস্তক শূন্য দেহ বলেই তুমি চিন্তে পার নাই। আমার মৃত্যু সাধন কত্তে তোমার পিতা জীবন শূন্য হয়েছেন। শশি-শেখর আর স্বরূপপ্রকাশই এই অমঙ্গলের মূল।

মণি। কি পিতা নাই—পিতার অপমৃত্যু ঘটেছে। (বক্ষে করাঘাত) পিতঃ দুর্ভাগিনী কন্যার সুখ সময় উপস্থিত, একবার চক্ষেও দেখ্‌লেন না। পিতঃ আমি আপনার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধিনী, আমাকে ক্ষমা করবেন। স্বামীকে সঙ্গে লয়ে আপনার সাক্ষাতে ক্ষমা প্রার্থনা কত্তে পালেম না—এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না। পিতঃ আপনার দুর্ভাগিনী মণিমালিনীর অবস্থা একবার স্বচক্ষে দেখ্‌লেন না! যাদের উপর

আপনার বড় বিশ্বাস ছিল, তারাই আপনার সর্ব্বনাশ কল্যে! যে জয়প্রকাশের করে আমাকে সমর্পণ কত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই জয়প্রকাশের পিতাই আপনার প্রাণবধ কল্যে! এদের উপরেই আপনি সমুদায় রাজকার্য্য ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকতেন! হায় কাল মাহাত্ম্য! পিতঃ দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প পুষেছিলেন।

বীর। প্রিয়ে। গতানুশোচনায় ফল নাই। শশিশেখরের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। জয় প্রকাশের অবস্থা স্বচক্ষেই দর্শন কর।

মণি। বীরবর! জয় প্রকাশের বন্ধন মোচনের আজ্ঞা দেও। পিতৃশত্রুকে আমি ক্ষমা কল্যেম।

বীর। মণিমালিনি! তোমারি অমানুষী প্রকৃতি! [illegible] জয় প্রকাশের বন্ধন মোচন কর।

সু। যে আজ্ঞা। (বন্ধন মোচন)

বীর। সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন আরম্ভ করেছে—শীঘ্র তাদের নিবারণ কর। কারো যেন কোন দ্রব্য নষ্ট না হয়।

সু। আমি নিবারণের জন্য চল্যেম।

[প্রস্থান।

মণি। (কর যোড়ে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া) জগদীশ! অনাথনাথ! দীনবন্ধো! চির-শোক-সন্তপ্তা মণিমালিনীর হৃদয়ে শান্তি দেও। শোক আমার চিরদিনের ভূষণ। বাল্যকাল মাতৃশোকে কাটালেম—তৎপরে স্বামী শোকে যত দূর ক্লেশ পেতে হয় তা পেলেম, এখন আবার সেই স্বামীকে বক্ষে ধারণ করে সুখ সাগরে ভাসবো, এমন সময় কোথা হতে পিতৃশোক এসে উপস্থিত হলো। আমার

হৃদয় শোকের আবাস। সেই চির-শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি দেও। ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। পিতৃশত্রু দিগকে ক্ষমা কর। রাজ্যে শান্তিসংস্থাপন কর। অঙ্গ কলিঙ্গ উভয় রাজ্যের মিলনে প্রজাগণ সুখী হোক্। আর আমার একটী প্রার্থনা আছে। জগদীশ! পিতার আত্মা যেন চির শান্তি লাভ করে। আর আমার কিছুই প্রার্থনা নাই।

নেপথ্যে। জয় নূতন রাজা রাণীর জয়।

মণি। নাথ! চল আমরা এস্থান হতে এখন যাই।

বীর। চল যা'তে নূতন রাজ্যের শান্তি সংস্থাপন হয় তা করা যাক্। এ সময়ে শোকে বিহ্বল থাক্‌লে অনেক অনিষ্ট সম্ভাবনা।

মণি। কত যে শোকের ভার বহি শিরে আমি,—
পিতাকে হারায়ে শেষে পাইলাম স্বামী।
বিধাতার লীলা খেলা বুঝে সাধ্য কার,
এই আছে, এই নাই, সব অন্ধকার।
এত দিনে সুখ রত্ন পাইলাম দেখা,
জানিনা অদৃষ্টে আরো কিবা আছে লেখা।

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)

সমাপ্ত।